ড. বেলাল ফিলিপস্ লেকচার সিরিজ-১

The Best in Islam

কোরআন ও হাদীসের আলোকে

ইসলামে সর্বোত্তম

ড. বেলাল ফিলিপস্

পিস পাবলিকেশন-ঢাকা
Peace Publication

Contents

কুরআন ও হাদীসের আলোকে

ইসলামের সর্বোত্তম

মূল

ড. আবু আমীনাহ বিলাল ফিলিপ্‌স

অনুবাদ

মোঃ আব্দুল কাদের মিয়া

সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

সরকারি শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ, ঢাকা

পিস পাবলিকেশন-ঢাকা

৩৮/৩, কম্পিউটার মার্কেট

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

কুরআন ও হাদীসের আলোকে ইসলামের সর্বোত্তম
ড. আবু আমীনাহ বিলাল ফিলিপ্স

প্রকাশক
মোঃ রফিকুল ইসলাম
সম্পাদক : কারেন্ট নিউজ
ফোন : ০১৭১৫-৭৬৮২০৯

প্রকাশনায়
পিস পাবলিকেশন
৪/৫ প্যারিদাস রোড, ঢাকা

প্রথম প্রকাশ
সেপ্টেম্বর ২০০৯ ইং

মুল্য : ৬০. ০০ টাকা মাত্র।

The Best in Islam According to Quran & Sunnah, Dr. Abu Ameenah Bilal Philips, Published By Md. Rafiqul Islam, Peace Publication, Dhaka 1100
Price : Tk : 60.00 Only

ড. বিলাল ফিলিপ্‌স-এর জীবনী

ড. আবু আমীনাহ বিলাল ফিলিপ্‌স ওয়েস্ট ইন্ডিজ-এর জ্যামাইকায় জন্মগ্রহণ করেন। তবে তিনি বড় হন কানাডায় এবং সেখানে ১৯৭২ সালে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি ১৯৭৯ সালে মদিনা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামি মৌলনীতি ফ্যাকাল্টি (كُلِّيَّةُ أُصُوْلِ الدِّيْنِ) থেকে ব্যাচেলর ডিগ্রি এবং ১৯৮৫ সালে রিয়াদ বিশ্ববিদ্যালয়-এর শিক্ষা ফ্যাকাল্টি (كُلِّيَّةُ التَّعْلِيْمِ وَالتَّرْبِيَةِ) থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৯৪ সালে ওয়েল্‌স্‌ বিশ্ববিদ্যালয়-এর ইসলামি শিক্ষা বিভাগ থেকে ইসলামি ধর্মতত্ত্বের ওপর ডক্টরেট ডিগ্রি সম্পন্ন করেন।

১৯৯৪ইং সাল থেকে সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইতে 'ইসলামি তথ্য কেন্দ্র দুবাই (IICD)' প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করেন। (বর্তমানে যা 'ডিসকভার ইসলাম' নামে পরিচিত।) এ ছাড়াও তিনি শারজাহ-এর দারুল ফাতাহ্‌ ইসলামিক প্রেস বৈদেশিক সাহিত্য বিভাগ (প্রতিষ্ঠা করেন)। ড. বিলালই সর্বপ্রথম ইন্টারনেট-এ স্বীকৃত ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যাকে ইসলামিক অনলাইন ইউনিভার্সিটি বলা হয়। তিনি আজমান ইউনিভার্সিটি এবং আমেরিকান ইউনিভার্সিটি ইন দুবাই-এর আরবি ও ইসলামি শিক্ষা বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন এবং বর্তমানে আজমান-এর প্রিস্টন ইউনিভার্সিটির ইসলামি শিক্ষা বিভাগের প্রধান।

লেখকের প্রকাশিত কর্মগুলোর মধ্যে

অনুবাদগুলো হলো–

1. Arabic Calligraphy in Manuscripts;
2. Ibn al-Jawzee's the Devil's Deception;
3. Ibn Taymiyyah's Essay on the Jinn;
4. Khomeini : A Moderate or Fanatic Shiite;
5. The Mirage in Iran and General Issues of Faith.

যৌথভাবে লিখেছেন–

6. Polygamy in Islam. (অনূদিত)

তিনি নিজে লিখেছেন–

7. Arabic Grammar Made Easy Book 1 & 2;
8. Arabic Reading and Writing Made Easy.

Contents

9. Did God Become Man?
10. Dream Interpretation; (অনূদিত)
11. Islamic Studies Book 1, 2, 3, 4;
12. Foundations of Islamic Studies;
13. Salvation Through Repentance;
14. Tafseer Soorah al-Hujuraat
15. The Ansar Cult;
16. The Best in Islam (অনূদিত)
17. The Evolution of Fiqh
18. Exorcist Tradition in Islam;
19. Spirit World in Islam;
20. The Possession and Exorcism
21. Muslim Exorcists;
22. Satan in the Qur'aan;
23. Dajjal : The Anti -Christ
24. Fundamentals of Tawheed;
25. Purpose of Creation;
26. The Qur'aans Numerical Miracle
27. The True Message of Jesus Christ;
28. The True Religion of God;
29. Usool at-Tafseer
30. The Prayer for seeking Good;
31. A Clash of Civilizations.
32. The Moral Foundations of Islamic Culture.
33. Seven Habits of Truly Successful People;
34. In the Shade of the Throne.

অনুবাদকের কথা

আল-হামদু লিল্লাহ। এ পর্যায়ে বিশ্বখ্যাত ইসলামী গবেষক ও লিখক ডঃ আবু আমীনাহ বিলাল ফিলিপস্ এর প্রথম বইটি বাংলা ভাষাভাষি পাঠক-পাঠিকাদের জন্য পেশ করতে পারলাম। দরূদ ও সালাম মানুষের সর্বোত্তম আদর্শ হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রতি। অতঃপর এরূপ একটি বই এবং কুরআন-হাদীসের সংগ্রহ সত্যিই জীবন চলার সত্যিকার পাথেয় হিসেবে কাজও হবে এতে সন্দেহের অবকাশ নেই। তাই পাঠকদের এ বইটি সত্যিকার অর্থেই অতীব প্রয়োজন পড়বে। শত ব্যস্ততার মাঝেও বইটি দ্রুত প্রকাশের চেষ্টা করা হয়েছে। বইটিতে ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হলে কোন হৃদয়বান ব্যক্তি গোচরীভূত করলে কৃতজ্ঞতার সাথে পরবর্তীতে তা সংশোধন করব ইনশাআল্লাহ।

এ মুহূর্তে স্মরণ করছি সেসব শিক্ষকবৃন্দকে যাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং পিতামাতা ও ভাই-বোনদের যাদের শ্রমের দ্বারা আজ এ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছি। আর যাঁদের দু'আ আমার চলার পথের সার্বক্ষণিক পাথেয়। আমার কলেজের অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ এবং অধ্যাপকবৃন্দের সহযোগিতাকেও ছোট করে দেখার সুযোগ নেই, বিশেষ করে উপাধ্যক্ষ মহোদয় এর কথা, যিনি আমার লেখালেখির খোঁজ-খবর নিয়ে থাকেন। আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই বইয়ের প্রকাশক, পিস পাবলিকেশনের সত্ত্বাধিকারী জনাব রফিকুল ইসলাম (সম্পাদক কারেন্ট নিউজ)-কে।

দু'আ করি লেখক এর জন্য যিনি অক্লান্ত শ্রমের মধ্যেমে কুরআন-হাদীসের এ নির্যাস বের করে আমাদের জন্য তার অনুসরণকে সহজসাধ্য করেছেন। আমাদের সবার প্রচেষ্টা সার্থক হবে যদি পাঠক-পাঠিকা এ বই থেকে আল্লাহর নিকট সর্বোত্তম বা প্রিয়তম হবার প্রেরণা লাভ করেন। সবার নিকট উভয় জগতের কল্যাণ কামনায় শেষ করছি।

– অনুবাদক

সেপ্টেম্বর– ২০০৯ইং

Contents

কুরআন-হাদীসের দৃষ্টিতে ইসলামের সর্বোত্তম : ড. বিলাল ফিলিপ্‌স

মূল কিতাবের সংকলক ড. আবু আমীনাহ বিলাল ফিলিপ্‌স-এর ভূমিকার সার-সংক্ষেপ। ড. বিলাল ফিলিপ্‌স এ সংকলন খানিতে আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় কাজ যেগুলো কুরআন হাদীস থেকে সংগহ করেছেন যাতে সহজে এগুলোর ওপর আমল করে মানুষ আল্লাহর প্রিয়তম বান্দায় পরিণত হতে পারেন। এ গ্রন্থে রাসূল ﷺ-এর সহীহ হাদীসগুলো এবং সে সাথে কুরআনের আয়াতের এক বাছাইকৃত মণিমুক্তার সন্নিবেশ ঘটেছে। এখানে রাসূলে কারীম ﷺ-এর ঐ সকল বাণী বেশী আনা হয়েছে যেগুলো 'সর্বোত্তম' বা তার কাছাকাছি অর্থ দান করে। যেমন أَحْسَنُ ، خَيْرٌ ، وَأَفْضَلُ যার অর্থ 'সর্বোত্তম' এবং أَحَبُّ যার অর্থ 'সবচেয়ে প্রিয়'। বিষয়টি অধিকতর উপলব্ধির জন্য এবং আমলের ক্ষেত্রে অধিক জোর দেয়ার জন্য কুরআনের আয়াতের উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে। প্রয়োজনীয় পাদটীকা দিয়ে বিষয়বস্তুর অস্পষ্টতা নিরসন করার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। অধিক জ্ঞানার্জনের জন্য মূলগ্রন্থ বা তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দেখা যেতে পারে।

এ গ্রন্থের হাদীসগুলো শায়খ নাসীরুদ্দীন আল-বানীর সংকলন 'আল-জামি' আস সগীর' থেকে গ্রহণ করা হয়েছে, যে গ্রন্থখানিকে সুবিখ্যাত মুফাস্‌সির জালাল উদ্দীন আস্‌সুয়ুতী বিন্যস্ত করেছেন। এ ছাড়াও সহীহ আল-বুখারী এবং সহীহ মুসলিম থেকে এবং সুনানে আরবায়া অর্থাৎ সুনানে নাসায়ী, সুনানে তিরমিজী, সুনানে আবু দাউদ এবং সুনানে ইবনে মাজা থেকে ঐ সব হাদীস গ্রহণ করা হয়েছে যেগুলো আলবানী (র) সত্যায়ন করেছেন। হাদীসগুলোর রেফারেন্স এজন্য উল্লেখ করা হয়েছে যাতে আগ্রহী পাঠকবর্গ অধিক অধ্যয়ন করার সুযোগ লাভ করতে পারেন।

ইমাম জালাল উদ্দীন আস্ সুয়ুতী, আলজামী আস সগীর থেকে আরেকটি সংকলন তৈরি করেন এবং তার নাম দেন 'জামিউল জাওয়ামী'। এ গ্রন্থের হাদীসগুলোকে তিনি দু'ভাগে ভাগ করে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন।

১. 'হাদীসে কওলিয়াহ' বা 'কওলী হাদীস'। এগুলোকে তিনি বর্ণনাকারীর নামের আদ্যক্ষর অনুযায়ী সাজিয়ে নতুনত্বের সৃষ্টি করেন এবং ২. 'হাদীসে ফেলিয়াহ' বা 'ফেলী হাদীসগুলোকে রাসূল ﷺ-এর সাহাবিগণের নামের অক্ষর অনুযায়ী সাজান। শায়খ নাসীরুদ্দীন আলবানী তাঁর আল-জামীউস সাগীরকে বর্ধিত করে তাকে দু'ভাগে বিভক্ত করেন।

১. صَحِيحُ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَزِيَادَتِهِ আল-জামিউস সগীর-এর বর্ধিতাংশের বিশুদ্ধ হাদীস। ২. ضَعِيفُ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَزِيَادَتِهِ আল-জামিউস সগীর-এর বর্ধিতাংশের দুর্বল হাদীস। (এ গ্রন্থে শুধু বিশুদ্ধ বা সহীহ হাদীসগুলোই সংকলিত হয়েছে।)

তিনি সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানান এবং আল্লাহর নিকট কামনা করেন যেন এ কাজকে তিনি তাঁর পছন্দনীয় কর্মের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে নেন। আমীন।

ড. আবু আমীনাহ বিলাল ফিলিপ্‌স
রিয়াদ, মার্চ ৯, ১৯৯২

সূচিপত্র

Contents

Contents

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

কুরআন ও হাদীসের আলোকে ইসলামের সর্বোত্তম

বিশ্বাসীগণ ঃ

১. সুমহান আল্লাহ তায়ালা আল-কুরআনে ঘোষণা করেন ঃ

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ .

অর্থ ঃ 'তোমরাই উত্তম জাতি, মানুষের কল্যাণের জন্য তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে, তোমরা সৎ কাজের আদেশ দিবে, অন্যায় কাজে বাধা দিবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখবে।' (সূরা আলে ইমরান– ৩ : ১১০)

২. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন ঃ

اَلْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيْفِ وَفِيْ كُلٍّ خَيْرٌ . اِحْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ وَلاَ تَعْجَزْ ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلاَ تَقُلْ : لَوْ أَنِّيْ فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا ، وَلَكِنْ قُلْ : قَدَرُ اللّٰهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ .

অর্থ ঃ 'শক্তিশালী মুমিন উত্তম এবং আল্লাহর নিকট দুর্বল মুমিনের চাইতে অধিক প্রিয়[১], যদিও উভয়ের মধ্যেই কল্যাণ নিহিত রয়েছে। যা তোমাকে উপকার দান করবে তার প্রতি আগ্রহী হও এবং আল্লাহর সাহায্য চাও, এবং অপারগতা প্রকাশ করো না। যদি তোমার ওপর কোন বিপদ চাপে তাহলে আমি 'যদি' এরূপ এরূপ করতাম তাহলে এ হতো না, এরূপ বোলো না; বরং বল ঃ আল্লাহর নির্ধারণ এবং তিনি যা চেয়েছেন তাই করেছেন; কেননা 'যদি' শয়তানের কাজের পথকে খুলে দেয়।' (সহীহ মুসলিম, খ–৪, পৃ–১৪০১ নং ৬৪৪১)

---

১. এখানে শক্তিশালী বলতে আত্মিকএবং শারীরিক উভয় প্রকারের শক্তি বুঝানো হয়েছে।

৩. আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন যে, হযরত মুহাম্মাদ ﷺ বলেন ঃ

خِيَارُكُمْ أَطْوَلُكُمْ أَعْمَارًا، وَأَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا .

'তোমাদের মধ্যে তারাই সর্বোত্তম যারা দীর্ঘজীবী এবং সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী।' (মুসনাদে আহমাদ)

৪. জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ ইরশাদ করেন ঃ

خِيَارُكُمْ أَطْوَلُكُمْ أَعْمَارًا، وَأَحْسَنُكُمْ أَعْمَالاً .

অর্থ ঃ 'তোমাদের মধ্যে তারাই সর্বোত্তম যারা দীর্ঘজীবী এবং সর্বোত্তম আমল বা কাজের অধিকারী।' (আহমদ এবং আল হাকীম, তিরমিযী হযরত আব্দুল্লাহ ইবন বুসর)

৫. আবু বকর (রা) উল্লেখ করেন, নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ ইরশাদ করেন ঃ

خَيْرُ النَّاسِ مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ وَشَرُّ النَّاسِ مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ .

অর্থ ঃ 'সর্বোত্তম মানুষ ঐ ব্যক্তি যার জীবন দীর্ঘ এবং কাজ ভাল, সর্বনিকৃষ্ট মানুষ ঐ ব্যক্তি যার জীবন দীর্ঘ এবং কাজ খারাপ।' (মুসনাদে আহমদ, আলহাকীম এবং তিরমিযী, মিশকাতুল মাসাবীহ খ−২, পৃ−১০৯৪)

ব্যবসা-বাণিজ্য ঃ

৬. পবিত্র আল-কুরআনে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন ঃ

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً .

অর্থ ঃ 'যখন তোমরা পরিমাপ কর তখন পূর্ণভাবে পরিমাপ কর এবং সঠিক দাঁড়িপাল্লা দ্বারা ওজন দাও এবং পরিণামে সেটাই সর্বোত্তম এবং কল্যাণকর।' (সূরা বনী ইসরাঈল− ১৭ ঃ ৩৫)

৭. সর্বশক্তিমান আল্লাহ আরো বলেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ .

অর্থ ঃ 'হে বিশ্বাসিগণ! জুমুয়ার দিন যখন নামাযের জন্য ডাকা হয় তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণের উদ্দেশ্যে দ্রুত আল্লাহর স্বরণে অগ্রসর হও এবং ব্যবসা ও কাজকর্ম বন্ধ কর। তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা জান।' (সূরা আল-জুমুয়াহ– ৬২ ঃ ০৯)

৮. আবু বুরদাহ ইবনে নিয়ার বলেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন ঃ

أَفْضَلُ الْكَسْبِ بَيْعٌ مَبْرُورٌ ، وَعَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ .

অর্থ ঃ 'সর্বোত্তম উপার্জন হলো যা কল্যাণকর ব্যবসা[১] থেকে অর্জিত এবং যা ব্যক্তি তার স্বহস্তে হালাল উপায়ে অর্জন করে।' (মুসনাদে আহমাদ, তাবারানী ফিল কবীর)

৯. আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন ঃ

لَأَنْ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ .

অর্থ ঃ 'তোমাদের মধ্য থেকে কেউ তার নিজ পিঠে করে জ্বালানি কাঠ বহন করা (এবং তা বিক্রি করে জীবিকা অর্জন করা) অন্য কারো নিকট (সাহায্য) প্রার্থনা করার চাইতে উত্তম, তাতে কেউ দিতেও পারে নাও দিতে পারে।'[২] (সহীহ আল-বুখারী, খ-২, পৃ–৩১৯, নং ৫৪৯) (সহীহ মুসলিম, খ–২, পৃ–৪৯৭-৮, নং ২২৬৭) (মুয়াত্ত্বা ইমাম মালিক পৃ–৪২৭ নং ১৮২৩) (মিশকাতুল মাসাবীহ, খ–১, পৃ–৩৯০)

---

১. হালাল ব্যবসা, আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য ব্যবসা, যা হালাল পথে উৎপাদিত এবং কোনরূপ প্রতারণা মুক্ত।

২. কুবাইসাহ ইবনে মুখারিক বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন যে, ভিক্ষা (প্রার্থনা) শুধু নিম্নলিখিত যেকোন অবস্থায় অনুমোদিত।

ক. যে ব্যক্তি অপর ব্যক্তির দায়িত্ব গ্রহণ করেছে, এমতাবস্থায় প্রয়োজনীয় পরিমাণ অর্থ আদায় হওয়া পর্যন্ত।

খ. যার সম্পদ প্রাকৃতিক দুর্যোগে নষ্ট হয়েছে, তার আহারের সংস্থান হওয়া পর্যন্ত।

গ. দারিদ্র্যক্লিষ্ট ব্যক্তি, সচ্ছল হওয়া পর্যন্ত। তবে শর্ত থাকে যে, তার গোত্র থেকে তিনজন ভদ্র ব্যক্তি তাঁর দারিদ্র্যক্লিষ্টতার সাক্ষ্য দিবে। রাসূল ﷺ বলেন এর বাইরে সাহায্য চাওয়া (ভিক্ষা করা) হারাম এবং হে কুবাইসাহ তা ভক্ষণ হারাম। (সহীহ মুসলিম খ-২, পৃ-৪৯৮, নং২২৭১, সুনানে আবু দাউদ খ-২, পৃ-৪৩০ নং ১৬৩৬)

Contents

১০. হযরত ছাওবান (রা) বলেন যে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন ঃ

أَفْضَلُ الدَّنَانِيرِ : دِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى عِيَالِهِ ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ .

অর্থ ঃ 'মুদ্রাগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম মুদ্রা (টাকা) হলো যা ব্যক্তি তার পরিবারের জন্য ব্যয় করে, যে মুদ্রা তার আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করার প্রাণির জন্য ব্যয় করে এবং যে মুদ্রা সে তার দ্বীনী ভাইদের জন্য ব্যয় করে।' (সহীহ মুসলিম, খ–২, পৃ–৪৭৮ নং ২১৮০) (সুনানে তিরমিজি, নাসায়ী, ইবনে মাজা এবং আহমাদ। মিশকাতুল মাসাবীহ খ–১, পৃ–৪১০)

চরিত্র ঃ

১১. ইবন উমর (রা) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন ঃ

أَفْضَلُ الْمُؤْمِنِينَ أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا .

অর্থ ঃ 'সর্বোত্তম মুমিন হলো তারা যারা চরিত্রের দিক দিয়ে সর্বোত্তম।' (ইবন মাজা ও আল-হাকীম)

১২. ইবন আমর (রা) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন ঃ

خِيَارُكُمْ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلاَقًا .

অর্থ ঃ 'তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি, যিনি চরিত্রের দিক দিয়ে সর্বোত্তম।' (সুনানে আহমাদ, আত্‌তায়ালেসী, সহীহ আল-বুখারী, খ-৮, পৃ-৩৯ নং-৬১, সহীহ মুসলিম, খ-৪, পৃ-১২৪৪, নং ৫৭৪০)

দান ঃ

১৩. মহামহিম আল্লাহ ইরশাদ করেন ঃ

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ .

অর্থ ঃ 'যদি তুমি প্রকাশ্যে দান কর তবে উহা ভাল। আর যদি তুমি এটি গোপন কর এবং দরিদ্রদের দাও তা হবে তোমার জন্য উত্তম, এতে আল্লাহ তোমাদের (কিছু) পাপ মোচন করবেন।' (সূরা আল-বাকারাহ- ২ ঃ ২৭১)

১৪. সর্বশক্তিমান আল্লাহ ইরশাদ করেন ঃ

وَإِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۔

অর্থ ঃ 'যদি কোন ঋণগ্রস্তের সমস্যা থাকে (ঋণ পরিশোধে) তাহলে তাকে সচ্ছল হওয়া পর্যন্ত সময় দান কর। যদি তুমি তাকে দান কর তাই উত্তম যদি তুমি উপলব্ধি কর।'[৩] (সূরা আল-বাকারাহ– ২ ঃ ২৮০)

১৫. হযরত আবু উমামাহ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন ঃ

أَفْضَلُ الصَّدَقَاتِ ظِلُّ فُسْطَاطٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمَنِيْحَةُ خَادِمٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ، أَوْ طَرُوْقَةُ فَحْلٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ .

অর্থ ঃ 'সর্বোত্তম দানগুলো হলো– ক. আল্লাহর রাস্তায় তাঁবুর ছায়া, খ. আল্লাহর রাস্তায় ক্রীতদাস দান করা, গ. আল্লাহর রাস্তায় বয়স্কা উটনী[৪] দান করা। (সুনানে আহমদ, তিরমিযী, আদী ইবন আবু হাতীম থেকেও তিরমিযী বর্ণনা করেন। মিশকাতুল মাসাবীহ খ-১, পৃ-৮১২-৩)[৫]

১৬. হাকীম ইবন হিজাম থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন ঃ

أَفْضَلُ الصَّدَقَاتِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ .

---

৩. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন ঃ কোন এক ব্যক্তি লোকদের ঋণ দিত এবং তার (আদায়কারী) চাকরকে বলত ঃ "ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যদি দরিদ্র হয় তাহলে তাকে মাফ করে দিও, এতে হয়ত আল্লাহ আমাদের মাফ করে দিবেন, যখন তিনি আল্লাহর সঙ্গে মিলিত হলেন (মৃত্যুর পর) আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিলেন। (সহীহ বুখারী, খ-৪, পৃ-৪৫৫, নং ৬৮৭)

৪. বয়স্কা উটনী (طروقة) হলো ঐ উটনী যা বাচ্চা জন্মদানের উপযুক্ত হয়েছে। Arabic English Lexicon. V-2, P—1849

৫. 'যে ব্যক্তি আল্লাহর সৈনিককে অস্ত্রদান করেন, তার অনুপস্থিতিতে তার পরিবার দেখাশুনা করেন তিনি যোদ্ধার সমান।' (সহীহ মুসলিম, খ-৩, পৃ-১০৫০-১, নং ৪৬৬৮)

অর্থ ঃ 'সর্বোত্তম দান হলো তা, যা কেউ অতিরিক্ত অর্থ থেকে দান করে, উপরের হাত (দাতার হাত) নিচের হাত (গ্রহীতার হাত) থেকে উত্তম।[৬] নির্ভরশীলদের থেকে তুমি তোমার দান শুরু কর।' (সুনানে নাসায়ী, আহমাদ, সহীহ মুসলিম খ-২, পৃ-৪৯৫, নং-২২৫৪, সুনানে আবু দাউদ খ-২, পৃ-৪৪০, নং ১৬৭২, মিশকাতুল মাসাবীহ, খ-১, পৃ-৪১০, একই বর্ণনা আবু হুরাইরাহ থেকে সহীহ আল-বুখারী, খ-২, পৃ-২৯২, নং ৫০৮)

১৭. আবু আইয়ুব এবং হাকীম ইবন হিজাম বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন ঃ أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ الصَّدَقَةُ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الْكَاشِحِ

অর্থ ঃ 'সর্বোত্তম দান হলো যা নিঃস্ব আত্মীয়কে দেয়া হয়।'[৭] (মুসনাদে আহমাদ, আত্‌তাবারানী, আদাবুল মুফরাদ, ইমাম তিরমিজি আবু সাঈদ থেকে এবং হাকীম উম্মে কুলসুম বিনতে উকবা থেকে বর্ণনা করেছেন।)

১৮. আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন ঃ

أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ جُهْدُ الْمُقِلِّ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ .

অর্থ ঃ 'সর্বোত্তম দান হলো তা যা কষ্টের মধ্যেও কোন নিঃস্ব ব্যক্তিকে দেয়া হয় এবং তুমি তোমার ওপর নির্ভরশীল ব্যক্তি থেকে তোমার দানকে শুরু কর।' (সুনানে আবু দাউদ, খ-২, পৃ-৪৪০ নং ১৬৭৩)

১৯. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন ঃ

أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ ، تَأْمَلُ الْغِنَى وَتَخْشَى الْفَقْرَ ، وَلَا تُمْهِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ قُلْتَ : لِفُلَانٍ كَذَا، وَلِفُلَانٍ كَذَا، أَلَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ كَذَا .

---

৬. উপরের হাত হলো দানের হাত এবং নিচের হাত হলো গ্রহীতার হাত। অর্থাৎ উপকারীর হাত উপকৃতের হাত থেকে উত্তম। ইসলামে বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া ভিক্ষা করা নিষেধ। রাসূল ﷺ বর্ণনা করেন যে ব্যক্তি প্রকৃত প্রয়োজন ছাড়া ভিক্ষা করে, সে বিচারের দিবসে আল্লাহর সম্মুখে এমনভাবে উপস্থিত হবে যে, তার চেহারায় গোশ্‌ত থাকবে না। (সহীহ আল-বুখারী, খ-২, পৃ-৩২১, নং ৫৫৩, সহীহ মুসলিম খ-২, প-৪৭৯, নং ২২৬৫)

৭. দান করা ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। অত্র হাদীসে আল্লাহর কালাম এ বাণীকে ব্যাখ্যা করেঃ "ভাল কাজ এবং মন্দকাজ সমান নয়, মন্দকে উত্তম দিয়ে প্রতিরোধ কর তাহলে তোমাদের মধ্যকার শত্রুতা অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বে পরিণত হবে।' (সূরা ফুসসিলাত-৪১ ঃ ৩৪)

অর্থ ঃ 'সর্বোত্তম দান হলো সুস্থ ও মন ভাল থাকা অবস্থায় দান করা।[৮] যখন সম্পদের আশা ও দরিদ্র্যতার ভয় করা হয়। আত্মা কণ্ঠনালীতে আসা পর্যন্ত (মৃত্যু) অপেক্ষা করো না। অতঃপর বলবে ঃ এগুলো হলো অমুকের, ঐ জিনিসগুলো অমুকের, এটা যখন অমুকের হয়ে গেছে তখন।'[৯] (সহীহ আল-বুখারী, খ-২, পৃ. ২৮৬ নং-৫০০, সহীহ মুসলিম, খ-২ পৃ.-৪৯৪, নং ২২৫০, আবু দাউদ, নাসায়ী এবং আহমদ)

২০. সা'দ ইবন উবাদাহ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন ঃ

أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ سَقْىُ الْمَاءِ .

অর্থ ঃ 'সর্বোত্তম দান হলো জনগণকে সুপেয় পানি পান করানো।'[১০] (সুনানে আবু দাউদ, খ-২, পৃ-৪৪১ নং ১৬৭৫, নাসায়ী, ইবন মাজাহ, ইবন হিব্বান এবং আল-হাকীম, আবুল ইয়ালা (রা) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন)।

---

৮. বিনয়ের সর্বোত্তম আধ্যাত্মিক গুণ তখন অর্জিত হয় যখন সে লোভ ত্যাগ করতে পারে।

৯. উন্নত মানের গুণ বা কল্যাণ তখন দানের দ্বারা হয় না যখন কেউ মৃত্যুর মুখোমুখি হয় এবং সম্পদ সহজেই অন্যের হাতে চলে যাচ্ছে।

১০. পানির উৎস, যেমন কূপ অথবা ঝর্ণা, (চাপ কল), যা জনগণের ব্যবহারের জন্য রাখা হয়। ঐ সময় আরবে পানির বড়ই অভাব ছিল, তখন এ ধরনের কাজের খুবই গুরুত্ব ছিল। এমনকি এখনো নদী ও সাগরের দূষণের কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে পানির অভাবে এর ভূমিকা বিরাট। একজন জাতিসংঘ কর্মী বর্ণনা করেন যে, প্রায় দশ কোটি লোক বর্তমানে বিশুদ্ধ পানির অভাবে ভুগছে (খালিজ টাইম্স, শুক্রবার, ১৯৯৮)

এ হাদীসের আরেকটি নির্ভরযোগ্য ভাষ্য সুনানে আবু দাউদে (হাদীস নং ১৬৭৭) সাদ (রা) বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! উম্মে সাদ ইন্তিকাল করেছেন। (তার নামে) দানের সর্বোত্তম পদ্ধতি কি?' তিনি উত্তর দিলেন 'পানি'। সুতরাং তিনি একটি কূপ খনন করলেন এবং বললেন ঃ 'এটা উম্মে সা'দ এর জন্য'। এ উক্তি থেকে একথা বুঝা যায় যে মৃত আত্মীয়-স্বজনের নামে দান করলে তারা এর দ্বারা উপকৃত হয়। বহু হাদীসে এর সমর্থন পাওয়া যায়, যেমন– হাজ্জ, সাওম ও দুয়া মুনাজাত ইত্যাদি। প্রশ্ন উঠে এটা কি তাদের শেষ বিচারের দিনে উপকারে আসবে নাকি কবরেও উপকার করবে? যখন কারো পক্ষ থেকে ঋণ পরিশোধ করা হয় (মৃত) নবী ﷺ ইরশাদ করেন ঃ 'এখন তার চামড়া ঠাণ্ডা হয়েছে। (সুনানে আহমদ, আহকামুল জানাইজ, পৃ-১৬) রাসূল ﷺ এও বলেছেন ঃ কবর হয়তো জান্নাতের একটি টুকরা অথবা জাহান্নামের একটি গর্ত। এটা কিছুটা বৈসাদৃশ্য যে, কেউ কবরে জাহান্নামের আগুন ভোগ করছে, অন্যের আমলের দ্বারা জান্নাতের স্বাদ আস্বাদন করবে। তবে এটা সাদৃশ্যপূর্ণ যে, অন্যের সাহায্যের দ্বারা প্রবল শাস্তি লাঘব হয়। (আল্লাহই ভাল জানেন।)

ইহুদি-খ্রিস্টান ঃ

২১. মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন ঃ

وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ .

'কিতাবধারী লোকেরা (ইহুদি ও খ্রিস্টানগণ) যদি বিশ্বাস স্থাপন করত তাহলে তাদের জন্য উত্তম হতো, তাদের মধ্যে কিছু আছে ঈমানদার বেশিরভাগই অপরাধী।' (সূরা আলে ইমরান– ৩ ঃ ১১০)

২২. মহান রব আরো ইরশাদ করেন ঃ

يَاَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ وَلاَ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ إِلاَّ الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلٰى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهُ فَئَامِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ وَلاَ تَقُوْلُوْا ثَلاَثَةٌ انْتَهُوْا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللّٰهُ إِلٰهٌ وَّاحِدٌ سُبْحَانَهُ .

অর্থ ঃ 'হে কিতাবধারী (ইহুদি ও খ্রিস্টান) গণ তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না, এবং আল্লাহর ব্যাপারে সত্য ছাড়া অন্য কিছু বলো না। মসীহ, মরিয়ম পুত্র ঈসা (আ) আল্লাহর রাসূল এবং তার বাণী (অর্থাৎ তার কালিমা বা যে বাক্যের দ্বারা ঈসা (আ)-এর জন্ম হয়েছে) যা তিনি মরিয়মের ওপর নিক্ষেপ করেছিলেন এবং তিনি একটি আত্মা যা আল্লাহর সৃষ্ট। সুতরাং আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের ওপর ঈমান আন। 'তিন' বলো না। এটা পরিত্যাগ করাই তোমাদের জন্য উত্তম। কেননা আল্লাহই একক মাবুদ এবং তিনি পুত্র গ্রহণ করা থেকে অত্যন্ত পবিত্র।' (সূরা আন নিসা– ৪ ঃ ১৭১)

পোশাক ঃ

২৩. মহান প্রভু আল্লাহ বলেন ঃ

يَا بَنِيْ اٰدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِيْ سَوْءَاتِكُمْ وَرِيْشًا وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ .

অর্থ ঃ 'হে আদম সন্তান, আমি (আরবিতে সম্মানার্থে আমরা ব্যবহৃত হয়েছে) তোমাদেরকে পোশাক দিয়েছি তোমাদের গুপ্তাঙ্গসমূহ ঢাকার জন্য এবং অলঙ্কার হিসেবে। তবে আল্লাহ্‌ভীতিই সর্বোত্তম পোশাক।' (সূরা আল-আরাফ–৭ ঃ ২৬)

২৪. সর্বশক্তিমান আল্লাহ ইরশাদ করেন ঃ

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِيْ لاَ يَرْجُوْنَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِيْنَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ .

অর্থ ঃ 'যে সব নারীদের ঋতু হয় না অথবা যারা বিয়ের প্রত্যাশা করে না, তারা যদি উপরিভাগের পোশাক কিছুটা হাল্কা করে তাতে কোন সমস্যা নেই, তাদের সৌন্দর্য প্রকাশের ইচ্ছে থাকতে পারবে না। তবে এ থেকে বিরত থাকাই তাদের জন্য উত্তম।' (সূরা আন নূর– ২৪ ঃ ৬০)

২৫. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন ঃ

خَيْرُ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضُ، أَلْبِسُوْهَا أَحْيَاءَكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيْهَا مَوْتَاكُمْ .

অর্থ ঃ 'সর্বোত্তম পোশাক হল সাদা[১১]। তোমরা জীবিতদের এর দ্বারা পোশাক পরাও এবং মৃতদের কাফন পরাবে।' (দারুকুতনী, সুনানে ইবন মাজা খ-২, পৃ-৩৮০, নং-১৪৭২, সুনানে আবু দাউদ, খ-৩, পৃ-১১৩৪ নং ৪০৫০ ইবন আব্বাস (রা) থেকে।

২৬. উম্মে সালামাহ (রা) বলেন ঃ

كَانَ أَحَبُّ الثِّيَابِ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ : اَلْقَمِيْصُ .

অর্থ ঃ 'আল্লাহর রাসূল সবচেয়ে বেশি পছন্দ করতেন লম্বা জামা।'[১২] (সুনানে আবু দাউদ, খ-৩, পৃ-১১২৬ নং ৪০১৪, খ-২, পৃ-৭৬১, নং ৩৩৯৬)

---

১১. যেহেতু ইসলাম পরিচ্ছন্নতার ওপর জোর দিয়েছে। এজন্য সাদা বেশি পছন্দনীয়। কেননা এটা পরিচ্ছন্ন রাখতে বেশি ধোয়ার প্রয়োজন হয়।

১২. নবী করীম ﷺ লম্বা জামা বেশি পছন্দ করতেন, যা সারা শরীরকে আবৃত করে। তিনি স্কার্ট-এর মত ইজার পরতেন যা কোমর থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঢেকে রাখত।

২৭. কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি আনাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন ঃ

أَىُّ اللِّبَاسِ كَانَ أَحَبُّ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ أَوْ أَعْجَبَ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ؟ قَالَ : الْحِبَرَةُ .

অর্থ ঃ 'কোন পোশাক আল্লাহর রাসূলের নিকট সবচেয়ে প্রিয় বা সবচেয়ে পছন্দের ছিল? তিনি উত্তর দিলেন ডোরাকাটা সুতীর কাপড়।'[১৩] (বুখারী, মুসলিম এবং আবু দাউদ, সুনানে আবু দাউদ, খ-৩, পৃ-১১৩৩, নং ৪০৪৯)

২৮. আল-বারা ইবন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা রাসূল ﷺ কে একটি রেশমী পোশাক দেয়া হয় এবং লোকেরা এর সৌন্দর্য এবং কোমলতায় আশ্চর্য হলে তিনি ইরশাদ করেন ঃ

لَمَنَادِيْلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِى الْجَنَّةِ أَفْضَلُ مِنْ هٰذَا .

অর্থ ঃ 'সা'দ ইবন মুয়ায[১৪] (রা)-এর জান্নাতের হাত রুমাল এর চেয়েও উত্তম।' (সহীহ আল-বুখারী, খ-৩, পৃ-৪৭৫ নং ৭৮৫)

সঙ্গী ঃ

২৯. ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন ঃ

خَيْرُ الْاَصْحَابِ عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ، وَخَيْرُ الْجِيْرَانِ عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ .

অর্থ ঃ 'আল্লাহর নিকট সর্বোত্তম বন্ধু তারা যারা তাদের বন্ধুদের নিকট সর্বোত্তম, এবং সর্বোত্তম প্রতিবেশী তারা যারা তাদের প্রতিবেশীদের নিকট সর্বোত্তম।' (সুনানে আহমদ এবং তিরমিজী, মিশকাতুল মাসাবীহ, খ-২, পৃ-১০৩৭)

---

১৩. خيرة (হিবারাহ) হলো ডোরাকাটা সাজানো এক প্রকার ইয়ামেনি কাপড়। যার রং সবুজ হতো। এটি আরবদের কাছে সর্বোত্তম।

১৪. সাদ ইবন মুয়ায (রা) মদিনার আওস গোত্রের একজন নেতা। রাসূল ﷺ এর মদিনা আগমনের পূর্বে ইসলাম গ্রহণকারী ইসলামের পথে ত্যাগ-তিতিক্ষার স্বাক্ষর রাখেন। বদর, ওহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। খন্দকের যুদ্ধে মারাত্মকভাবে আহত হন। বনু কুরাইজার ব্যাপারে সঠিক ফায়সালা দান করার পর শাহাদাতবরণ করেন।

Contents

৩০. ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, হযরত মুহাম্মাদ ﷺ ইরশাদ করেন ঃ

خَيْرُ الصَّحَابَةِ أَرْبَعَةٌ ، وَخَيْرُ السَّرَايَا أَرْبَعُمَائَةِ، وَخَيْرُ الْجُيُوشِ أَرْبَعَةُ الْآفٍ، وَلَا تُهْزَمُ اِثْنَا عَشَرَ أَلْفًا مِّنْ قِلَّةٍ .

অর্থ ঃ 'সর্বোত্তম সঙ্গী হলো চারজনের দল,[১৫] সর্বোত্তম যুদ্ধের দল হলো চারশত জন,[১৬] সর্বোত্তম সেনাদল হলো চার হাজারের সেনাদল এবং বার হাজারের সেনাদল কখনো কম সংখ্যক হওয়ার কারণে পরাজিত হবে না।'[১৭] (সুনানে আবু দাউদ খ-২, পৃ-৭২২, নং ২৬০৫, সুনানে তিরমিজী, মিশকাতুল মাসাবীহ, খ-২, পৃ-৮২৮)

সৃষ্টি ঃ

৩১. সুমহান আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُوْلَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ .

অর্থ ঃ 'নিশ্চয়ই যারা বিশ্বাস করে এবং সৎকর্ম করে তারাই হলো সর্বোত্তম সৃষ্টি।' (সূরা আল বাইয়্যিনাত– ৯৮ ঃ ০৭)

দিবস ঃ

৩২. জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন ঃ

أَفْضَلُ أَيَّامِ الدُّنْيَا أَيَّامُ الْعَشْرِ .

---

১৫. ইমাম গাযালী (র) ব্যাখ্যা করেন যে, ভ্রমণের সময় দুটি মৌলিক জিনিসের প্রয়োজন– ক. নিরাপত্তা, খ. প্রয়োজন পূরণ– যদি দুজনের একটি দল হয় তাহলে একজনের পিছনে কোন প্রয়োজন দেখা দিলে অন্যজন নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়ে এবং তার প্রয়োজন একাকী পূরণ করতে হয়। তিন জনের দল হলে দু'জন একে অপরকে নিরাপত্তা দিলেও অপরজন একাকী পড়ে তার প্রয়োজন পূরণ করে, অথবা নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়ে। চারজন হলে দু'জন প্রয়োজন পূরণের জন্য একত্রে যেতে পারে বাকি দুজন একত্রে অন্য কাজ করতে পারে। পাঁচ জন হলে একজন প্রয়োজনাতিরিক্ত হয়ে পড়ে। (আউনুল মাবুদ, খ-৪, পৃ-১৯৩) তবে আমর বিন শুয়াইব তার দাদা থেকে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন তার দ্বারা তিনজনের দলও উত্তম। (সুনানে আবু দাউদ খ-২, পৃ-৪৯৪, নং ২২৭১)

১৬. ইবন রাসলান বলেন ৩০০ থেকে ৪০০ সংখ্যাটি উত্তম কারণ বদর যুদ্ধের সৈন্য সংখ্যা এরূপ ছিল।

১৭. রাসূল ﷺ-এর ইরশাদ এরূপ। যদি তারা পরাজিত হয় তাহলে অন্য কারণ। যেমন, অহঙ্কার, পদশোভা ইত্যাদি।

অর্থ ঃ 'পৃথিবীর মধ্যে সর্বোত্তম দিনগুলো হলো রমাদানের (রমজানের) শেষ দশ দিন।[১৮](আল-বাজ্জার)

৩৩. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন ঃ

أَفْضَلُ الْأَيَّامِ عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمُ الْجُمُعَةِ .

অর্থ ঃ 'আল্লাহর নিকট সর্বোত্তম দিন হলো শুক্রবার, যা হলো সমবেত হওয়ার দিন।' (বাইহাকী ফী শুয়াবিল ঈমান)

৩৪. আব্দুল্লাহ ইবন কুরত (রা) উল্লেখ করেন যে, হযরত মুহাম্মাদ ﷺ ইরশাদ করেন ঃ

إِنَّ أَعْظَمَ الْأَيَّامِ عِنْدَ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ .

অর্থ ঃ 'মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় দিন হলো কুরবানির[১৯] দিন এরপর হলো বিশ্রামের দিন।'[২০] (সুনানে আবু দাউদ, খ-২, পৃ-৪৬৩ নং ১৭৬২)

ঋণ ঃ

৩৫. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন ঃ

إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً .

অর্থ ঃ 'তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি সর্বোত্তম যে তার ঋণ পরিশোধে সর্বোত্তম।'[২১] (সহীহ আল-বুখারী, খ-৩, পৃ-২৮৪-৫, নং ৫০১, সহীহ মুসলিম, খ-৩, পৃ-৮৪৩, নং ৩৮৯৮)

---

১৮. কারণ লাইলাতুল কদর এ দশ দিনের মধ্যেই।

১৯. যিলহজ্জ মাসের ১০ তারিখ যখন হাজিগণ পশু কুরবানি করেন এবং দরিদ্রদের মধ্যে গোশত বণ্টন করেন। হাজিগণ ছাড়া যারা আছেন তাঁরাও। এ দিনটি হযরত ইবরাহীম (আ) কর্তৃক স্বীয় পুত্র ইসমাঈল (আ)-এর পরিবর্তে পশু কুরবানির জন্য স্মরণীয়।

২০. يَوْمُ الْقَرِّ ঐ দিনকে বলে যেদিন হাজিগণ কাবা শরীফের চূড়ান্ত তাওয়াফের পর মিনায় বিশ্রাম নেন।

২১. ঋণ পরিশোধকে খুব জোর দিয়ে সত্যিকার ঈমান-এর অংশ গণ্য করা হয়েছে। আবু হুরাইরাহ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন ঃ 'মুমিনের আত্মা সন্দেহের মধ্যে থাকে যতক্ষণ না তার ঋণ পরিশোধ করা হয়।' (সুনানে ইবন মাজাহ, তিরমিজী, আহমদ, ইবন মাজাহ খ-২, পৃ-৫৩ নং ১৯৫৭, মিশকাতুল মাসাবীহ, খ-১, পৃ-৬২৩-৪)

কাজ ঃ

৩৬. সর্বময় ক্ষমতার মালিক আল্লাহ বলেন ঃ

اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ اَمَلًا .

অর্থ ঃ 'সম্পদ এবং সন্তান এ জীবনের অলংকার বা সৌন্দর্য; কিন্তু সুন্দর হলো ঐ জিনিসগুলো যা স্থায়ী,[২২] যার উত্তম পুরস্কার আপনার প্রভুর নিকট রয়েছে এবং যা হলো আশার উত্তম উৎস[২৩]।' (সূরা আল কাহফ– ১৮ ঃ ৪৬)

৩৭. মহান আল্লাহ আরো ইরশাদ করেন ঃ

فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ .

অর্থ ঃ 'যেই স্বেচ্ছায় ভাল কাজ করে, এটা তার জন্য উত্তম।' (সূরা আল-বাকারা (২ ঃ ১৮৪)

৩৮. সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ আরো বলেন ঃ

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا .

অর্থ ঃ 'যে ব্যক্তিই ভাল কাজ করে[২৪], সে এর চেয়ে উত্তম প্রতিদান লাভ করবে।' (সূরা আন নামল– ২৭ ঃ ৮৯, সূরা আল কাসাস– ২৮ ঃ ৮৪)

৩৯. হযরত মায়িজ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন ঃ

أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ الْإِيْمَانُ بِاللّٰهِ وحْدَهُ، ثُمَّ الْجِهَادُ، ثُمَّ حَجَّةٌ بِرَّةٌ تَفْضُلُ سَائِرَ الْأَعْمَالِ كَمَا بَيْنَ مَطْلَعِ الشَّمْسِ إِلٰى مَغْرِبِهَا .

---

২২. যে সব ভাল কাজ স্থায়ী নয় তা হলো লোক দেখানো অথবা অন্য কোন পার্থিব স্বার্থে করা হয়। সেগুলোর ফল আখিরাত পর্যন্ত স্থায়ী হবে না।

২৩. পরবর্তী অর্থাৎ মৃত্যু পরবর্তী জিন্দেগীর জন্য ভাল জিনিস আশা করা, যেমন আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এ দুনিয়ার আশা করা হলো ভিত্তিহীন।

২৪. আক্ষরিকভাবে বাগধারা مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ অর্থ ভাল কাজ আনয়ন করা।

অর্থ ঃ 'সর্বোত্তম আমল হলো আল্লাহর প্রতি ঈমান[২৫] এর পর জিহাদ, এরপর হলো মাকবুল হাজ্জ, যা অন্যান্য সব আমলের মধ্যে এমন শ্রেষ্ঠতর যেমন সূর্যের উদয় ও অস্তস্থলের ব্যবধান।' (তাবারানী ফিল মুজামুল কাবীর, সুনানে আহমদ ইবন হিব্বান)

৪০. ছাওবান (রা) হতে বর্ণিত আল্লাহর রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন ঃ

اِسْتَقِيْمُوا وَلَنْ تُحْصُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَعْمَالِكُمُ الصَّلاَةَ وَلاَ يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوْءِ إِلاَّ مُؤْمِنٌ .

অর্থ ঃ 'সোজা হয়ে চল, যদিও তোমরা সকল সময়েই নেককার হিসেবে থাকতে পারবে না। জেনে রাখ তোমার সর্বোত্তম কাজ হলো সালাত, কেবল প্রকৃত মু'মিনগণই অজুর সংরক্ষণ করে।'[২৬] (সুনানে ইবন মাজাহ, খ-১, পৃ-১৫৯-৬০, নং ২৭৭)

৪১. হযরত আয়িশা (রা) বর্ণনা করেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন ঃ

أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللّٰهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ .

অর্থ ঃ 'আল্লাহ ঐ সব কাজকে বেশি ভালবাসেন যেগুলো নিয়মিত করা হয়, যদিও তা ক্ষুদ্র।'[২৭] (সুনানে আবু দাউদ, খ-১, পৃ-৩৫৮নং ১৩৬৩, সহীহ আল-বুখারী, খ-৩, পৃ-১০৮-৯, নং ১৯১, সহীহ মুসলিম, খ-১, পৃ-৩৭৭, নং-১৯১০, মিশকাতুল মাসাবীহ, খ-১, পৃ-২৫৯)

---

২৫. এখানে 'ঈমান'-কে কাজ হিসেবে দেখানো হয়েছে, যদি পারিভাষিক অর্থে 'ঈমান' এতটা সীমিত নয়, 'ঈমান' অবশ্যই জ্ঞানের ভিত্তিতেই হবে। তবে সব আমলই ঈমানের ফলশ্রুতি।

২৬. অজুর সংরক্ষণ কয়েক প্রকারে হয়ে থাকে– ক. ভালভাবে অজু করা, এর দ্বারা ইবাদত সুন্দর হয় এবং আল্লাহর নৈকট্য হাসিল হয়। খ. ভেঙ্গে যাওয়ার পর পুনরায় অজু করা, ঘুমানোর পূর্বে এবং সহবাসের পরেও এর নতুনত্ব সংরক্ষণের অন্তর্ভুক্ত।

২৭. সেগুলো সংখ্যা বা পরিমাণে ক্ষুদ্র। অনিয়মিত বড় কাজের চাইতে তা ভাল। কেননা নিয়মিত কাজ ব্যক্তির চরিত্রে অধিক প্রভাব পড়ে। একবার এক বেদুঈন রাসূল ﷺ এর নিকট ইসলামের মূল বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন তিনি শুধু ফরজ ইবাদতের উল্লেখ করে নফলের বিষয়গুলো এড়িয়ে গেলেন। ঐ লোক এর কম-বেশি না করার দৃঢ় অঙ্গীকার প্রত্যয় সত্ত্বে রাসূল ﷺ তাঁকে জান্নাতের সুসংবাদ দেন।

৪২. বিশিষ্ট সাহাবী শ্রেষ্ঠ রাবি হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ উল্লেখ করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ أَذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِيْ بِشَيْءٍ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِيْ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِيْ يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِيْ يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِيْ يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِيْ يَمْشِيْ بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِيْ لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِيْ لَأُعِيْذَنَّهُ وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِيْ عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ .

অর্থ ঃ 'আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করি যে আমার কোন প্রিয় বান্দা (ওলী)র সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করে। সর্বোত্তম পথ যার মাধ্যমে বান্দা আমার নিকটবর্তী হতে পারে তা হলো আমি তার ওপরে যে আমল ফরজ করেছি তা করে। আমার বান্দা সর্বদা নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার নৈকট্য হাসিল করতে পারে এমনকি আমি তাকে ভালবেসে ফেলি। আমি যদি তাকে ভালবাসি আমি তার কান হয়ে যাই যা দিয়ে সে শোনে, আমি তার চোখ হয়ে যাই যা দিয়ে সে দেখে, আমি তার হাত হয়ে যাই যা দিয়ে সে ধরে এবং তার পা হয়ে যাই যা দ্বারা সে হাঁটে। সে যদি কিছু চায় তাহলে আমি তা দেই। যদি সে আমার নিকট আশ্রয় চায় আমি তাকে আশ্রয় দেই।[২৮] আমি যদি কোন ব্যাপারে ইতস্তত করি তা হলো ঈমানদারের আত্মা গ্রহণ করতে। কেননা সে মৃত্যুকে অপছন্দ করে, আমি অপছন্দ করি তার অনুপস্থিতি।' (সহীহ আল বুখারী, খ-৮, পৃ-৩৩৬-৭, নং ৫০৯)

অবিশ্বাসী/কাফির ঃ

৪৩. মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا أَنَّمَا نُمْلِيْ لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِيْ لَهُمْ لِيَزْدَادُوْا إِثْمًا .

২৮. এর অর্থ হলো বান্দা তাই শোনে যা আল্লাহ চান। তাই ধরে, সেখানে যায় যেখানে আল্লাহ চান।

অর্থ ঃ 'কাফিরদের একথা চিন্তা করা উচিত নয় যে, তাদের ওপরে আমার শাস্তি বিলম্বিত হওয়া তাদের জন্য কল্যাণকর, আমি তাদের শাস্তিকে বিলম্বিত করি শুধু তাদের পাপ বৃদ্ধি করার জন্য।'[২৯] (সূরা আলে-ইমরান– ৩ ঃ ১৭৮)

অপছন্দনীয় ঃ

৪৪. সর্ব শক্তিমান আল্লাহ বলেন ঃ

وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَّهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ط وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ .

অর্থ ঃ 'হয়তো তোমরা কোন কিছুকে অপছন্দ কর অথচ তা তোমার জন্য ভাল এবং কিছুকে পছন্দ কর অথচ তা তোমাদের জন্য খারাপ। আল্লাহ অবগত আছেন এবং তোমরা জান না।' (সূরা আল-বাকারাহ –২ ঃ ২১৬)

তালাক ঃ

৪৫. মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ط وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ط وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ .

অর্থ ঃ 'যদি কোন স্ত্রী তার স্বামীর পক্ষ থেকে নিষ্ঠুরতা অথবা উপেক্ষার আশঙ্কা করে, তাহলে তাদের মধ্যে সমঝোতা তৈরি করাতে কোন দোষ নেই এবং সমঝোতাই উত্তম। মানুষের মধ্যে সর্বদাই স্বার্থপরতা বিদ্যমান।' (সূরা আন নিসা– ৪ ঃ ১২৮)[৩০]

---

২৯. আরবি We ব্যবহৃত হয়েছে। যাকে Royal we বলে। এর দ্বারা মূলত একবচনই উদ্দেশ্য। বক্তার বক্তৃতায় প্রায় সব ভাষায়ই এ ধরনের ব্যবহার রয়েছে।

৩০. ইবন কাছীর বর্ণনা করেন ঃ যদি কোন স্ত্রীলোক আশঙ্কা করে যে, তার স্বামী তাকে ত্যাগ করবে, তাহলে সে তার ভরণ-পোষণ ও সময় থেকে কিছুটা ছাড় দিতে পারে। স্বামী এ ছাড় গ্রহণ করতেও পারে নাও করতে পারে এতে দোষের কিছু নেই। মহান রব অতঃপর বলেন, 'সমঝোতা ভাল।' অর্থাৎ তালাকের চাইতে সমঝোতা ভাল। 'স্বার্থপরতা সকলের মধ্যে বিদ্যমান।' অর্থাৎ তালাকের চাইতে স্বার্থপরতার মাধ্যমে পারস্পরিক সম্পর্ক টিকিয়ে রাখা উত্তম। এরূপে যখন সাওদা বিনতে জাময়াহকে রাসূল ﷺ তালাক দিতে চাইলেন, তখন তিনি তাঁর সময়কে আয়িশা (রা)-কে প্রত্যর্পণপূর্বক রেখে দেয়ার অনুরোধ জানালে রাসূল ﷺ এ প্রস্তাব গ্রহণ করে তাঁকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ রাখেন। (তাফসীরুল কুরআনিল আজীম, খ-১, পৃ-৫৭৫)

মাহর (মোহরানা) ঃ

৪৬. উকবা বিন আমির থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন ঃ

خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ .

অর্থ ঃ 'সর্বোত্তম মাহর হলো যা (আদায়ে) সহজতর।' (ইবন মাজাহ্ এবং ইবন হাকেম)

রং ঃ

৪৭. যায়দ ইবন আসলাম থেকে বর্ণিত যে, ইবন উমর[৩১] (রা) হলুদ রং দ্বারা তাঁর দাড়ি মুবারক রঞ্জিত করতেন। এত রং দিতেন যে, তাঁর সব পরিধেয় বস্ত্রও হলুদ হয়ে যেত।[৩২] যখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হতো কেন তিনি হলুদ রঙে রঞ্জিত হতেন, তিনি উত্তর দিতেন ঃ

إِنِّى رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُصْبَغُ بِهَا، وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْهَا، وَقَدْ كَانَ يَصْبُغُ بِهَا ثِيَابَهُ كُلَّهَا حَتّٰى عِمَامَتَهُ .

"আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ -কে তার (হলুদ রং) দ্বারা রঞ্জিত হতে দেখিছি। এবং এর চেয়ে প্রিয় তাঁর নিকট আর কিছু ছিল না। তিনি প্রায় সময় এ রং দ্বারা তাঁর পোশাক রং করাতেন এমনকি তাঁর পাগড়ীও।[৩৩] (সুনানে আবু দাউদ, খ-৩, পৃ-১১৩৪-৫, নং ৪০৫৩)

* নোট ঃ অনেক হাদীস রয়েছে যেগুলো এই নির্দেশ করে যে, লাল রং পুরুষের জন্য নিষিদ্ধ। আব্দুল্লাহ বিন আমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ তাঁকে লাল রঙের 'উসফুর' দ্বারা রঞ্জিত পোশাক পরা অবস্থায় দেখলেন। তিনি তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ তোমার গায়ে এ কি ধরনের পোশাক?' আব্দুল্লাহ্ (রা) উপলব্ধি করলেন যে তিনি এটা অপছন্দ করেছেন সুতরাং তিনি গৃহে গিয়ে তা পুড়িয়ে ফেললেন। পরের দিন রাসূল ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করলেন যে, সে পোশাক কি করলেন। তাঁকে জানানোর পর তিনি বললেন ঃ 'তুমি কেন তা তোমার পরিবারকে দিলে না, সেগুলো মহিলাদের ব্যবহার করতে তো কোন দোষ নেই। (সুনানে আবু দাউদ, খ-৩, পৃ-১১৩৫, নং-৪০৫৫)

---

৩১. صفره (ছুফরা) এক ধরনের ওষুধ জাতীয় জাফরান, যা প্রচুর সুঘ্রাণযুক্ত হলুদ রং এর।

৩২. ইহরাম অবস্থায় জাফরান ব্যবহার করা নিষেধ, চর্ম লোশন বা সুগন্ধি হিসেবেও পুরুষের জন্য তা ব্যবহার নিষিদ্ধ। (সুনানে আবু দাউদ, খ-৩, পৃ-১২৯২-৩, নং-৪৫৮৪)

মুসলিম (র) এরূপ একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, তবে তাতে উল্লেখ পাওয়া যায়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ধরনের 'উসফুর'-এর রঞ্জিত পোশাক এজন্য পরতে নিষেধ করেছেন যেহেতু তা অমুসলিমদের পরিধেয় এরপর তিনি আব্দুল্লাহকে তা পুড়িয়ে ফেলতে বললেন। (সহীহ মুসলিম, খ-৩, পৃ-১১৪৬, নং ৫১৭৩, ৭৪ ও ৭৫)

বারা ইবন আযিব থেকে বর্ণিত আরেকটি হাদীস রয়েছে যে, তিনি আল্লাহর রাসূলকে লাল রঙের একটি অত্যন্ত সুন্দর পোশাক পরা অবস্থায় দেখলেন। (সুনানে আবু দাউদ, খ-৩, পৃ-১১৩৬, নং-৪০৬১)

আমির ইবন আমরও বলেন যে, তিনি আল্লাহর রাসূলকে মিনায় একটি লাল পোশাক পরা অবস্থায় দেখেছেন, যখন তিনি একটি খচ্চরের পিঠে আরোহণ করে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। (সুনানে আবু দাউদ, খ-৩, পৃ-১১৩৬, নং ৪০৬২)

এ সব বৈপরীত্যের সমাধানে যেসব বক্তব্য পণ্ডিতগণ দিয়েছেন তার মধ্যে **ইবনুল কাইয়িম-এর বক্তব্য গ্রহণযোগ্য, তা হলো ইয়েমেনের কাপড়ে লালের সঙ্গে অন্য সুতার মিশ্রণ ছিল এবং নিষিদ্ধ রং হলো যা এককভাবে লাল সুতা দ্বারা তৈরি।**

৪৮. আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

إِنَّ أَحْسَنَ مَا غُيِّرَ بِهِ هٰذَا الشَّيْبُ، الْحِنَّاءُ ، والْكَتَمُ)

অর্থ ঃ 'নিশ্চয়ই সাদা দাড়ি পরিবর্তন করার সবচেয়ে সুন্দর জিনিস হলো হেনা এবং বাতাস।'[৩৪] (সুনানে তিরমিজী, আবু দাউদ,খ-৩ পৃ-১১৬৮ এবং ৪১৯৩)

ঈমান ঃ

৪৯. আবু যার (রা) নবী করীম ﷺ থেকে উল্লেখ করেন ঃ

أَفْضَلُ الْعَمَلِ إِيْمَانٌ بِاللّٰهِ وَجِهَادٌ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ .

---

৩৩. যেহেতু রাসূল ﷺ এর অল্প কিছু চুল সাদা ছিল তাই তাঁর চুলের কলপ লাগানোর প্রয়োজন ছিল না। (সহীহ মুসলিম, খ-৪, পৃ-১২৫০-১, নং ৫৭৭৯-৮৯)

৩৪. কাতাম ইয়েমেনের এক ধরনের বৃক্ষের (mimosa flava) পাতা। এর সঙ্গে হেনা মিশ্রিত করে চুলের মূল রং রক্ষার জন্য ব্যবহৃত হয়। তবে কালো রং ব্যবহার করা নিষেধ।

অর্থ ঃ 'সর্বোত্তম কাজ হলো আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।' (ইবন হিব্বান, সহীহ আল-বুখারী, খ-৩, পৃ-৪১৯-২০, নং ৬৯৪) সহীহ মুসলিম খ-১,পৃ-৪৯, নং ২৪৯, মিশকাতুল মাসাবীহ।

৫০. উকবা বিন আমির (রা) হতে বর্ণিত, হযরত মুহাম্মাদ ﷺ ইরশাদ করেন ঃ

أَفْضَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ إِيْمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا .

অর্থ ঃ 'ঈমানের দিক দিয়ে সর্বোত্তম[৩৫] ঐ ব্যক্তি যিনি চরিত্রের দিক দিয়ে সর্বোত্তম।' (আততাবারানী ফিল কবীর, মিশকাতুল মাসাবীহ, খ-১, পৃ-১৫ ও ১৬)

৫১. মাকাল ইবন ইয়াসার এবং উমাইর ইবন আল লাইছী আল্লাহর রাসূলকে বলতে শুনেছেন ঃ

أَفْضَلُ الْاِيْمَانِ الصَّبْرُ وَالسَّمَاحَةُ .

অর্থ ঃ 'সর্বোত্তম ঈমান হলো ধৈর্য এবং সহিষ্ণুতা।' (দায়লামী, আল-বুখারী ফিত্ তারীখ আমর ইবন আবাসা থেকে, আহমাদ এবং বায়হাকী থেকেও বর্ণিত।)

৫২. হযরত আবু হুরাইরা (রা) আল্লাহর নবীকে বলতে শুনেছেন ঃ

اَلْاِيْمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُوْنَ أَفْضَلُهَا قَوْلُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْعَظْمِ عَنِ الطَّرِيْقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْاِيْمَانِ .

অর্থ ঃ 'ঈমানের সত্তরটিরও বেশি শাখা-প্রশাখা রয়েছে, সর্বোত্তম শাখা হলো এ ঘোষণা দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের উপযুক্ত আর কোন মাবুদ নেই, নিম্নতম শাখা হলো, রাস্তা থেকে হাড় সরিয়ে ফেলা,[৩৬] এবং লজ্জা ঈমানের একটি শাখা।' (সহীহ আল-বুখারী, মুসলিম, ইবন মাজাহ ও আবু দাউদ (আবু দাউদ খ-৩, পৃ-১৩১১ নং ৪৬৫৯)

---

৩৫. পূর্ববর্তী ৭নং বর্ণনাটি 'সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারীরা সর্বোত্তম ঈমানদার' বেশি প্রচলিত।

৩৬. এ শব্দগুলো আবু দাউদ এর বেশিরভাগ গ্রন্থে أذى শব্দটি উল্লেখ আছে, যার অর্থ বিরক্তিকর অথবা কষ্টদায়ক জিনিস।

সাওম ঃ

৫৩. আবু উমামাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি আল্লাহর রাসূলকে জিজ্ঞেস করেন ঃ

أَىُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ : (عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لاَ عِدْلَ لَهُ)

অর্থ ঃ 'কোন কাজ উত্তম?' তিনি উত্তর দিলেন 'রোযা রাখা, কারণ এর সমান কিছুই নেই।' (সহীহ সুনানে নাসায়ী, খ-২, পৃ-৪৭৬ নং ২০৯৯, মিশকাতুল মাসাবীহ খ-১, পৃ-৮১৩-৪)

৫৪. জুনদুব (রা) বর্ণনা করেন, নবী কারীম ﷺ বলেন ঃ

أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ، الشَّهْرُ الَّذِىْ تَدْعُوْنَهُ الْمُحَرَّمَ .

অর্থ ঃ 'রমযানের পরে সর্বোত্তম রোজা হলো তোমরা যাকে 'মহররম' বল (তার রোযা)।'[৩৭] (সুনানে নাসায়ী, সহীহুল মুসলিম, খ-২, পৃ-৫৬৯ নং ২৬১১, সুনানে আবু দাউদ, খ-২, পৃ-৬৬৮ নং ২৪২৩, মিশকাতুল মাসাবীহ, খ-১, নং ৪৩৩)

كَانَ أَحَبُّ الشُّهُوْرِ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَنْ يَصُوْمَهُ شَعْبَانُ، ثُمَّ يَصِلُهُ بِرَمَضَانَ .

অর্থ ঃ 'আল্লাহর রাসূল ﷺ যে মাসকে (নফল) রোযার জন্য সর্বাধিক পছন্দ করতেন তা হলো শাবান, এরপর তিনি তাকে রমযানের সঙ্গে মিলাতেন।'[৩৮] (সুনানে আবু দাউদ খ-২, পৃ-৬৬৮, নং২৪২৫)

---

৩৭. নবী করীম ﷺ তাঁর সাহাবীদের চান্দ্র বছরের প্রথম মাস অর্থাৎ মহররমে বিশেষ করে প্রথম ১০ দিনে রোযা রাখার প্রতি জোর দিয়েছেন। যে ১০ দিনে রোযা মুসলমানদের ওপর মাহে রমাদানের রোযার পূর্বে ফরয ছিল অবশ্য তিনি ৮ম মাস অর্থাৎ শাবানের রোযাও গুরুত্ব সহকারে রাখতেন। তবে চাপ পড়ার ভয়ে সাহাবীদের উৎসাহ দিতেন না।

৩৮. ইমাম বুখারী (র) আয়িশা (রা) থেকে এ বিষয়ে দুটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। ক. রাসূল ﷺ পূর্ণ রমযানই রোযা রাখতেন, খ. অন্য বর্ণনায় তিনি মাহে রমাদান ছাড়া অন্য কোন মাসে রাসূল ﷺ কে পূর্ণ মাস রোযা রাখতে দেখেন নি'। ইবন হাজার (র) বলেন যে, প্রথমটি দ্বিতীয়টির চাইতে কম বিশেষ। (ফতহুল বারী, খ-৫, পৃ-৭৪৪) তিনি বিরতিহীনভাবে শাবান ও রমাদানের পূর্ণ রোযা রাখতেন। এ আমল যেহেতু অন্যদের করতে নিষেধ করেছেন, তাই তা তার জন্য খাস। (দেখুন সহীহ আল বুখারী খ-৩, পৃ-৭৫-৭৬ নং ১৩৮, সহীহ মুসলিম, খ-২, পৃ-৫২৭ নং ২৩৮২)

৫৬. ইবন আমর (রা) বর্ণনা করেন যে, নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ ইরশাদ করেন ঃ

أَفْضَلُ الصَّوْمِ صَوْمُ أَخِيْ دَاوُدَ، كَانَ يَصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَلاَ يَفِرُّ إِذَا لاَقَى .

অর্থ ঃ 'সর্বোত্তম (নফল) রোযা হল আমার ভাই দাউদ (নবী আ.)-এর রোযা, যিনি একদিন পর একদিন রোযা রাখতেন এবং তিনি যুদ্ধের ময়দানে শত্রুর মুকাবিলায় কখনো পলায়ন করেন নি।' (সুনানে তিরমিজী, সুনানে নাসায়ী, সহীহুল বুখারী, খ-৩, পৃ-১১৩-৪, নং ২০০, সহীহ মুসলিম খ-২, পৃ- ৫৬৫ নং ২৫৯৫, সুনানে আবু দাউদ, খ-২, পৃ-৬৭৪, নং-২৪৪২, মিশকাতুল মাসাবীহ খ-১, পৃ-৪৩৫-৬)

ঈদ ঃ

৫৭. আনাস (রা) বর্ণনা করেন যে, যখন নবী করীম ﷺ মদিনায় আগমন করেন, জাহেলিয়াতের[৩৯] যুগে মদীনার লোকেরা দুই দিন খেলাধুলা করে কাটাত। তিনি ﷺ তাদের বলেন ঃ

كَانَ لَكُمْ يَوْمَانِ تَلْعَبُوْنَ فِيْهِمَا وَقَدْ أَبْدَلَكُمُ اللّٰهُ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الأَضْحَى .

অর্থ ঃ 'তোমাদের দুটি দিন ছিল যাতে তোমরা খেলাধুলা করতে, কিন্তু আল্লাহ তার চেয়ে উত্তম জিনিস দিয়ে সেগুলোকে বদল করেছেন। তা হল–

ক. কুরবানির উৎসব – ঈদুল আজহা,

খ. রোযা শেষের উৎসব– ঈদুল ফিতর।[৪০] (সুনানে নাসায়ী, খ-৩, পৃ-৪৭৯, নং ৭২৮)

---

৩৯. জাহেলিয়াত শাব্দিক অর্থ "অন্ধকার যুগ" রাসূল ﷺ এর আগমনের পূর্বে আরবের সময়কে নির্দেশক।

৪০. এ হাদীস দ্বারা এ দুই ঈদ ছাড়া সব ধরনের বার্ষিক অনুষ্ঠান বাতিল বলে প্রতীয়মান হয়। (যেমন ঃ জন্ম দিবস, জাতীয় দিবস, গোত্রীয় অনুষ্ঠান, নববর্ষ, এপ্রিল ফুল, মাতৃদিবস ইত্যাদি।)

শুক্রবার ঃ

৫৮. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন ঃ

خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيْهِ خُلِقَ اٰدَمُ، وَفِيْهِ أُهْبِطَ، وَتِيْبَ عَلَيْهِ، وَفِيْهِ قُبِضَ، وَفِيْهِ تَقُوْمُ السَّاعَةُ ، مَا عَلَى الْاَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ إِلاَّ وَهِىَ تُصْبِحُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مُصِيْخَةً، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ شَفَقًا مِنَ السَّاعَةِ، الاَّ ابْنَ اٰدَمَ، وَفِيْهِ لاَيُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ وَهُوَ فِى الصَّلاَةِ يَسْأَلُ اللّٰهَ شَيْئًا إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ .

অর্থ ঃ 'যে দিনে সূর্যোদয় হয় তার মধ্যে সর্বোত্তম দিন হল শুক্রবার, এ দিনে আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছিল, ঐ দিনে তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়, এদিনে তিনি জান্নাত ত্যাগ করেন, এদিনে তাঁকে ক্ষমা করা হয়, এ দিনে তিনি মারা যান, এ দিনেই চূড়ান্ত দিন (কিয়ামত) হবে। পৃথিবীর সব সৃষ্টি, আদম সন্তান ছাড়া শুক্রবারের চূড়ান্ত সূর্যোদয়ের সময় জান্নাত হবে[৪১] এবং শুক্রবারের একটা সময়[৪২] আছে যখন আল্লাহ মুমিন বান্দার দুয়া কবুল করেন, যদি মুমিন বান্দা ঐ সময় নামাযের[৪৩] মধ্যে থাকে। (সুনানে আবু দাউদ, খ-১, পৃ-২৬৯, নং ১০৪১, সহীহ মুসলিম, খ-২, পৃ-৪০৫, নং ১৮৫৬-৭, পৃ-৪০৪ নং ১৮৪৯-৫০, মিশকাতুল মাসাবীহ, খ-১, নং২৮৫)

৫৯. সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন ঃ

مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَهُوَ اَفْضَلُ .

---

৪১. চূড়ান্ত সময় শুক্রবারের সূর্যোদয়ের পূর্বে শুরু হবে। ফলে সব সৃষ্টি ভীত-বিহ্বল হয়ে জাগ্রত হবে।

৪২. সহীহ মুসলিমের বর্ণনাসমূহে বুঝা যায় যে, এ সময়টি খুবই সংকীর্ণ এবং অজ্ঞাত যেমন লাইলাতুল কদর এর সময় অজ্ঞাত। বেশিরভাগ আলেম ঐ সময় আছর থেকে মাগরিবের বলে অনুমান করেছেন। (সূর্যাস্ত পর্যন্ত)

৪৩. নবী করীম ﷺ বিশেষভাবে বর্ণনা করেছেন যে, প্রার্থনা হবে শুক্রবারের বিধিবদ্ধ সালাতে। সেই প্রার্থনা সিজদার মধ্যে হতে পারে যেমন রাসূল (সা) অন্য হাদীসে ইরশাদ করেন প্রার্থনার সর্বোত্তম সময় হলো সিজদা। যদিও রাসূল ﷺ সর্বাবস্থায় প্রার্থনা করেছেন।

অর্থ ঃ 'যে জুমুয়ার দিনে অজু করে তা তার জন্য উত্তম, আর যে ব্যক্তি গোসল করে তা তার জন্য সর্বোত্তম।' (সুনানে আবু দাউদ, খ-১, পৃ-৯৩ নং ৩৫৪)

বন্ধু ঃ

৬০. হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, যে অসুস্থতায় নবী করীম ﷺ ইন্তিকাল করেন, তিনি মাথায় একখানি কাপড় বেঁধে বের হয়ে আসলেন এবং মিম্বরের ওপর বসলেন। এরপর তিনি আল্লাহর গুণকীর্তন ও প্রশংসা করলেন, একথা বলে ঃ

إِنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ اَحَدٌ أَمَنَّ عَلَيَّ فِيْ نَفْسِهِ وَمَالِهِ مِنْ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ أَبِي قُحَافَةَ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنَ النَّاسِ خَلِيْلاً لاَ تَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيْلاً وَلٰكِنْ خُلَّةُ الاِسْلاَمِ أَفْضَلُ .

অর্থ ঃ 'বাস্তবে এমন কেউ নেই যিনি তাঁর জান-মাল আবু বকর ইবন কুহাফার চাইতে আমাকে বেশি দিয়েছেন। যদি আমি কাউকে আমার ব্যক্তিগত ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতাম তাহলে তিনি হতেন আবু বকর (রা); তবে ইসলামের ভিত্তিতে যে বন্ধুত্ব তাই ভাল।' (সহীহুল বুখারী, খ-৫, পৃ-৫, ৬ নং ৬)

মজলিস ঃ

৬১. আবু সায়ীদ বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন ঃ

خَيْرُ الْمَجَالِسِ أَوْ سَعُهَا .

অর্থ ঃ 'সর্বোত্তম মজলিশগুলো হলো যেগুলোতে বসার জন্য প্রশস্ত ব্যবস্থা রয়েছে।'[৪৪] (সুনানে আবু দাউদ, খ-৩, পৃ-১৩৪৭ নং ৪৮০২, সুনানে আহমদ, ইমাম বুখারী আদাবুল মুফরাদে, মিশকাতুল মাসাবীহ, খ-২, নং ৯৮৭-৮)

প্রজন্ম ঃ

৬২. ইমরান ইবন হুসাইন (রা) বর্ণনা করেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন ঃ

خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِيْ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ، ثُمَّ يَأْتِيْ مِنْ بَعْدِهِمْ قَوْمٌ يَتَسَمَّنُوْنَ، وَيُحِبُّوْنَ السِّمَنَ، يَعْطُوْنَ الشَّهَادَةَ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلُوْهَا .

অর্থ ঃ 'সর্বোত্তম মানুষ হলো আমার প্রজন্ম, এরপর হলো পরবর্তী প্রজন্ম, এরপর হলো পরবর্তী প্রজন্মের লোকেরা[৪৫]। এরপর এমন লোকের আগমন হবে যারা হবে লোভী এবং তারা নিজেদের অত্যধিক ভালবাসবে[৪৬]। তারা সাক্ষ্য চাওয়ার[৪৭] আগেই দিয়ে দিবে।' (সুনানে তিরমিজী, হাকীম, সুনানে আবু দাউদ, খ-৩, পৃ-১৩০৬, ১৩০৭ নং ৪৬৪০) সহীহ মুসলিম, খ-৪, পৃ-১৩৪৬, নং-৬১৫৪ আবু হুরাইরাহ (রা) থেকে। আরো দেখুন মিশকাতুল মাসাবীহ, খ-২, নং ১৩১৮)

সম্ভাষণ ঃ

৬৩. সর্বশক্তিমান আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوْهَا إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيْبًا .

অর্থ ঃ 'যখন তোমাদেরকে সম্বোধন করা হয় তখন তোমরা উত্তমরূপে তার প্রত্যুত্তর দাও, অথবা তার মত সম্ভাষণ কর[৪৮]। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব কিছুর হিসাব গ্রহণ করবেন।' (সূরা আন নিসা– ৪ ঃ ৮৬)

৬৪. সর্বশক্তিমান আল্লাহ ইরশাদ করেন ঃ

يٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَأْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰى أَهْلِهَا ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ .

---

৪৫. এ বর্ণনার দ্বারা এটা বুঝায় না যে, প্রত্যেক প্রজন্মের প্রতিজন ব্যক্তি তার পরবর্তী প্রজন্মের প্রত্যেক ব্যক্তির চেয়ে উত্তম। বরং গড় মান বলা হয়েছে।

৪৬. খাবার ব্যাপারে অধিক গ্রহণ হলো পাপ, এটা লোভের প্রকাশ। সঠিকভাবে রোযা পালনের মাধ্যমে এ রোগের চিকিৎসা সম্ভব। রাসূল ﷺ মধ্যম পরিমাণ খাবার গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন।

৪৭. অর্থাৎ মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া।

৪৮. রাসূল ﷺ وَعَلَيْكُمْ 'তোমাদের প্রতিও' বলার শিক্ষা দিয়েছেন। এর দ্বারা যে যেমনভাবে সম্ভাষণ করবে তাকে সমদান দেবার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। যেমন অনেকে 'ঘাম' বা 'বিষ' শব্দ ব্যবহার করত তার উপযুক্ত জবাব এর মধ্যে রয়েছে।

অর্থ ঃ 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের ছাড়া অন্যের গৃহে তার অনুমতি গ্রহণ ও সম্ভাষণ না দিয়ে প্রবেশ কর না। এটা তোমাদের জন্য উত্তম। আশা করা যায় যে, তোমরা তা উপলব্ধি করতে পারবে।'[৪৯] (সূরা আন নূর– ২৪ ঃ ২৭)

হজ ঃ

৬৫. হযরত ইবন উমর, আবু বকর এবং ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন ঃ

اَفْضَلُ الْحَجِّ الْعَجُّ وَالثَّجُّ .

অর্থ ঃ 'সর্বোত্তম হজ (অংশ) হলো কণ্ঠস্বর উচ্চ করা (তালবিয়া পাঠ করার সময়) এবং তার পরবর্তী কাজ (কুরবানিকৃত পশুর রক্ত প্রবাহিত করা)[৫০]।' (সুনানে তিরমিজী, ইবন মাজা এবং আবু ইয়ালা)

৬৬. ইবন আব্বাস (রা)-কে বলতে শোনা গেছে,

كَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ يَحُجُّوْنَ وَلاَ يَتَزَوَّدُوْنَ وَيَقُوْلُوْنَ نَحْنُ الْمُتَوَكِّلُوْنَ فَإِذَا قَدِمُوْا مَكَّةَ سَأَلُوا النَّاسَ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى - وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى .

অর্থ ঃ 'ইয়েমেনের লোকেরা হজ করতে আসার সময় তাদের পাথেয় সঙ্গে আনত না। তারা বলত আমরা আল্লাহর ওপর ভরসা করছি। ফলে তারা মক্কায় পৌঁছানোর পর লোকদের নিকট ভিক্ষা করত। এরপর মহান আল্লাহ নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন (ভাবার্থ) তোমরা তোমাদের সঙ্গে পাথেয় গ্রহণ কর, যদিও সর্বোত্তম পাথেয় হলো আল্লাহর ভয়।'[৫১] (সহীহ আল-বুখারী, খ-২, পৃ-৩৪৮, ৩৪৯ নং ৫৯৮, সুনানে আবু দাউদ, খ-২, পৃ-৪৫৪নং ১৭২৬)

---

৪৯. মানুষের গোপনীয়তার অধিকার সম্পর্কে।

৫০. (সূরা আলহাজ্জ– ২২ ঃ ৩৭) আল্লাহ বলেন– .... لَنْ يَنَالَ اللّٰهَ অর্থ ঃ 'তাদের গোশ্ত বা রক্ত আল্লাহর নিকট পৌঁছায় না বরং তোমাদের আল্লাহ ভীতিই পৌঁছায়।

৫১. সূরা আল-বাকারা (২ ঃ ১৯৭) এ হাদীস থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করে তারপর আল্লাহর ওপর ভরসা করতে হবে।

Contents

হিজরত ঃ

৬৭. ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন ঃ

أَفْضَلُ الْمُهَاجِرِيْنَ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ، وَأَفْضَلُ الْجِهَادِ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِى ذَاتِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ .

অর্থ ঃ 'সর্বোত্তম মুহাজির (ত্যাগী) হলো ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহর নিষিদ্ধ কার্যাবলি ত্যাগ করেছে, সর্বোত্তম জিহাদ (সংগ্রাম) হলো যে ব্যক্তি মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহর জন্য নিজ প্রবৃত্তি ও চাহিদার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে।' (আত্‌তাবারানী আল-কাবীর, এর এক অংশ বুখারীতে রয়েছে। সহীহ আল-বুখারী, খ-১, পৃ-১৮ নং ৯, সুনানে আবু দাউদ, খ-২, পৃ-৬৮৫, ৬৮৬, নং ২৪৭৫, দেখুন মিশকাতুল মাসাবীহ, খ-১, পৃ-১৫, ১৬ এবং খ-১, পৃ-৮১৩, ৮১৪)

কৃপণতা ঃ

৬৮. মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا أٰتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

অর্থ ঃ 'ঐ সব কৃপণ লোক যাদেরকে আল্লাহ তায়ালা সম্পদ দিয়েছেন নিজ অনুগ্রহে এবং তা আঁকড়ে ধরে আছে একে তারা যেন নিজেদের জন্য উত্তম মনে না করে বরং এটা হলো তাদের জন্য খারাপ। কেননা তাদের এই কৃপণতার সম্পদ কিয়ামতের দিন তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে উঠানো হবে।' (সূরা আলে -ইমরান– ৩ ঃ ১৮০)

উত্তরাধিকার ঃ

৬৯. আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন ঃ

خَيْرُ مَا يُخَلِّفُ الْاِنْسَانُ بَعْدَهُ ثَلَاثٌ : وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُوْ لَهُ ، وَصَدَقَةٌ تَجْرِىْ يَبْلُغُهُ أَجْرُهُ، وَعِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ مِنْ بَعْدِهِ .

অর্থ ঃ 'মানুষ সর্বোত্তম হিসেবে যে সব জিনিস তার (মৃত্যুর পর) পিছনে রেখে যায়, সেগুলো হলো– ক. সৎ সন্তান, যে তার জন্য দুয়া করে। খ.

সদকায়ে জারিয়া যার প্রতিদান সে পেতে থাকে। গ. ঐ জ্ঞান যার দ্বারা তার পরবর্তী লোকেরা উপকার পেতে থাকে (এর মধ্যে ভাল বই ক্রয় করা, লেখা ও প্রকাশ অথবা বিক্রি করাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।)

(সুনানে ইবনে মাজা, খ-১, পৃ-১৩৭ নং ২৪১, ইবনে হিব্বান ৩০২৬ প্রায় এ ধরনের শব্দ দ্বারা সহীহ মুসলিম। সহীহ মুসলিম, খ-৩, পৃ ৮৬৭ নং ৪০০৫, সুনানে আবু দাউদ, খ-২, পৃ-৮১২ নং ২৮৭৫, মিশকাতুল মাসাবীহ, খ-১, পৃ-৫০)

দাওয়াত ঃ

৭০. মহান রব বলেন ঃ

أُدْعُ إِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ .

অর্থ ঃ 'ডাক তোমার প্রভুর পথে প্রজ্ঞার সাথে এবং উত্তম যুক্তি দিয়ে[৫২] তাদের সঙ্গে বিতর্ক কর উত্তম বিষয় দিয়ে।'[৫৩] (সূরা আন নাহল –১৬ ঃ ১২৫)

৭১. সাহল ইবন সায়াদ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ ইরশাদ করেন–

وَاللّٰهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللّٰهُ بِهُدَاكَ رَجُلاً وَاحِدًا خَيْرٌ لَّكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ .

অর্থ ঃ 'আল্লাহর কসম, কোন ব্যক্তি তোমার নির্দেশনায় যদি আল্লাহর হেদায়াত লাভ করে তাহলে তা তোমার জন্য সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদের চেয়েও বেশি মূল্যবান।'[৫৪] (সহীহ আল-বুখারী, খ-৪, পৃ-১২২, ১২৩, নং ১৯২)

সহীহ মুসলিম, খ-৪, পৃ-১২৮৫, ৮৬, নং ৫৯১৮,

সুনানে আবু দাউদ, খ-৩, পৃ-১০৩৮, ৩৯ নং ৩৬৫৩

আরো দেখুন মিশকাতুল মাসাবীহ, খ-২, পৃ-১৩৪০)

---

৫২. ও ৫৩. হিকমাত্ বলতে কুরআন উদ্দেশ্য, অর্থাৎ কুরআনের পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। এবং উত্তম যুক্তি দিতে হবে। অসংলগ্ন কথা, অভব্য আচরণ এবং কোন অশ্লীল কথা বা ভাষা ব্যবহার সম্পূর্ণ বর্জনীয়।

৫৪. হুমুরুন নিয়াম–আরবের সবচেয়ে মূল্যবান উট্নী। এর দ্বারা সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ বুঝানো উদ্দেশ্য।

ইসলাম ঃ

৭২. ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

أَفْضَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ إِسْلاَمًا مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِّسَانِهِ وَيَدِهِ .

অর্থ ঃ 'সর্বোত্তম ঈমানদার[৫৫] হলো ইসলামের দৃষ্টিতে ঐ ব্যক্তি যার জিহবা এবং হাতের হতে অন্য মুসলমানগণ নিরাপদ থাকে।' (আততাবারানী ফিল কাবীর, সহীহ আল-বুখারী, খ-১, পৃ-১৮ নং৯, সহীহ মুসলিম, খ-১, পৃ-২৯ নং ৬৪, সুনানে আবু দাউদ, খ-২, পৃ-৬৮৫, ৬৮৬, নং-২৪৭৫, আরো দেখুন মিশ্‌কাতুল মাসাবীহ, খ-১, পৃ-৮১৩, ৮১৪)

৭৩. ইবনে আব্বাস (রা) উল্লেখ করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

أَفْضَلُ الْاِسْلاَمِ الْحَنَفِيَّةُ السَّمْحَةُ .

অর্থ ঃ 'সর্বোত্তম ইসলাম হলো সহজ পথ, যে কোন ধরনের কাঠিন্য মুক্ত।' (তাবারানী, আল-মুজামুল আওমাত)

৭৪. আবু হুরাইরাহ (রা) বলেন, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন ঃ

خِيَارُكُمْ فِيْ الْجَاهِلِيَّةِ، خِيَارُكُمْ فِى الْاِسْلاَمِ إِذَا فَقُهُوْا .

অর্থ ঃ 'তোমাদের মধ্যে যারা জাহেলিয়াতের (ইসলাম গ্রহণের পূর্বে) সময় উত্তম ছিল তারা ইসলাম গ্রহণের পরেও উত্তম যদি তারা দ্বীনের বুঝ সঠিকভাবে গ্রহণ করে।' (সহীহ আল-বুখারী, খ-৪, পৃ. ৩৮৮ নং ৫৯৩, সহীহ মুসলিম, খ-৪, পৃ. ১২৬৭ নং ৫৮৬২)

৭৫. আব্দুল্লাহ ইবন আমর (রা) বলেন যে, একজন লোক আল্লাহর রাসূলকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ

أَيُّ الْاِسْلاَمِ خَيْرٌ؟ قَالَ : (تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتُقْرِأُ السَّلاَمَ عَلٰى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ).

৫৫. মুমিনদের মধ্যে সর্বোত্তম। কখনো একবচনও ব্যবহৃত হয়েছে। উদ্দেশ্য একই।

অর্থ ঃ 'ইসলামের কোন বিষয়টি উত্তম? রাসূল ﷺ উত্তরে বললেন ঃ (মানুষকে) খাদ্য খাওয়াবে[৫৬], তুমি যাকে চিন আর না চিন তাকে সালাম দিবে।' (মুসলিম, সুনানে আবু দাউদ, খ-৩, পৃ-১৪৩৪ নং ৫১৭৫)

জিহাদ[৫৭] ঃ

৭৬. মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ .

অর্থ ঃ 'যদি আল্লাহর রাস্তায় শাহাদাতবরণ কর অথবা মারা যাও তাহলে অবশ্যই তোমাদের জন্য আল্লাহর যে ক্ষমা ও দয়া তা তাদের সঞ্চিত পার্থিব সম্পদের চেয়ে অনেক ভাল।' (সূরা আলে ইমরান– ৩ ঃ ১৫৭)

৭৭. হযরত আনাস এবং ইবন মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন ঃ

أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا، وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ، وَالْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ .

---

৫৬. খাদ্য খাওয়ানোর অর্থ হলো খাবারের সঙ্গে অন্যকে শরিক করা। দরিদ্রদের খাদ্যদানকে কুরআনে উৎসাহিত করা হয়েছে (৬৯ ঃ ৩৪, ৭৬ ঃ ৮-৯) এবং একে ঈমানের চিহ্ন হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। প্রতিবেশীর সঙ্গে খাদ্য ভাগ করে খাওয়ার ব্যাপারেও নবী করীম ﷺ অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করেছেন। ইবন আব্বাস (রা) বর্ণিত হাদীস থেকে জানা যায় নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন ঃ 'যে ব্যক্তি পেট পুরে আহার করে অথচ তার প্রতিবেশী অভুক্ত থাকে সেই ব্যক্তি ঈমানদার নয়।' তাবারানী এবং আল-হাকীম (মিশকাতুল মাসাবীহ, খ-২, পৃ-১০৩৮)

৫৭. 'জিহাদ' মৌলিকভাবে মুসলিম রাষ্ট্রকে রক্ষার জন্য অথবা বাধাহীনভাবে ইসলামকে প্রচার করার জন্য সামরিক সংগ্রাম বা প্রচেষ্টা যেহেতু এ শব্দের শাব্দিক অর্থ চেষ্টা প্রচেষ্টা চালান সেহেতু এটা যেকোন ধরনের শয়তানী কাজকর্মের বিরুদ্ধে শক্তি ব্যয় বা খাটানো অর্থেও ব্যবহৃত হয় যদিও তা কোন একক ব্যক্তির প্রচেষ্টায় হোক না কেন। বলার জন্য বিশেষ ধরনের সাহস প্রয়োজন। কেননা এমতবস্থায় ব্যক্তি সাধারণত নিরস্ত্র থাকে। অথচ শাসক তখন সশস্ত্র প্রহরায় থাকে এবং তার চাটুকাররা বক্তাকে অপরাধী প্রমাণ করার জন্য জনগণকে বুঝানোর চেষ্টা করে। সামরিক যুদ্ধে একজন (বাদশাহ) সশস্ত্র থাকে এবং সশস্ত্র সঙ্গীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে। সুতরাং সে সময় অবশ্যই মানসিক সমর্থনের বিষয়াদি থাকে। এমতবস্থায় সত্য কথা বলা আর নিজেকে শাহাদাতের জন্য পেশ করা সমার্থক বটে। এজন্যই একে সর্বোত্তম জিহাদ বলা হয়েছে।)

অর্থ ঃ 'সর্বোত্তম কাজ হলো সময়মত সালাত আদায় করা (অর্থাৎ প্রথম সময়ে) পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা, আল্লাহর পথে জিহাদ করা।' (সহীহ আল-বুখারী, খ-১, পৃ-৩০০, ৩০১ নং ৫০৫, সহীহ মুসলিম, খ-১, পৃ-৪৯, ৫০, নং-১৫২)

৭৮. হযরত আবু সায়ীদ, আবু উমামাহ এবং তারিক ইবন শিহাব সকলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে উক্তি উদ্ধৃত করেছেন ঃ

أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ .

অর্থ ঃ 'সর্বোত্তম জিহাদ হলো অত্যাচারী শাসকের সামনে সত্য কথা বলা।' (ইবন মাজাহ্, সুনানে আহমাদ ও নাসায়ী, সুনানে আবু দাউদ খ-৩, পৃ-২০৯, নং ৪৩৩০, মিশকাতুল মাসাবীহ, খ-১, পৃ-৭৮৭)

৭৯. ইবন আমর (রা) হতে বর্ণিত যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

أَفْضَلُ الْجِهَادِ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِيْ ذَاتِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ .

অর্থ ঃ 'সর্বোত্তম জিহাদ হল সুমহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ তায়ালার জন্য কোন ব্যক্তি তার নিজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা।' (আত্‌তাবারানী ফিল কাবীর, দেখুন মিশকাতুল মাসাবীহ, খ-১, পৃ.-১৫ ও ১৬)

৮০. আবু যর (রা) আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছেন ঃ

أَفْضَلُ الْجِهَادِ أَنْ يُّجَاهِدَ الرَّجُلُ نَفْسَهُ وَهَوَاهُ .

অর্থ ঃ 'সর্বোত্তম জিহাদ হলো, কোন ব্যক্তি তার নিজ সত্তা ও ইচ্ছার বিরুদ্ধে জিহাদ করা।' (আদ্‌ দায়লামী, আবু নায়ীম, ইবন নাজ্জার)

৮১. হযরত আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ أَفَلاَ نُجَاهِدُ؟ قَالَ : (لاَ لَكِنَّ أَفْضَلُ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُوْرٌ)

Contents

অর্থ ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল, আমরা জিহাদকে সর্বোত্তম কাজ মনে করি, আমরা কি জিহাদ করব না? তিনি ﷺ উত্তর দিলেন, 'না'। (মহিলাদের) সর্বোত্তম জিহাদ হল حَجٌّ مَبْرُوْرٌ (হাজ্জে মাবরূর) বা কবুল হজ।[৫৮] (সহীহ আল-বুখারী, খ-২, পৃ-৩৪৭, নং ৫৯৫)

ভ্রমণ ঃ

৮২. জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন ঃ

خَيْرُ مَا رُكِبَتْ إِلَيْهِ الرَّوَاحِلُ مَسْجِدِيْ هٰذَا وَالْبَيْتُ الْعَتِيْقُ.

অর্থ ঃ "আরোহণ করার সর্বোত্তম স্থান হলো আমার এই মসজিদ এবং প্রাচীন ঘর।"[৫৯]

নেতৃবৃন্দ ঃ

৮৩. আওফ ইবন মালিক বর্ণনা করেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন ঃ

خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِيْنَ تُحِبُّوْنَهُمْ وَيُحِبُّوْنَكُمْ، وَتُصَلُّوْنَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّوْنَ عَلَيْكُمْ، وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِيْنَ تُبْغِضُوْنَهُمْ وَيُبْغِضُوْنَكُمْ وَتَلْعَنُوْنَهُمْ وَيَلْعَنُوْنَكُمْ.

---

৫৮. 'কবুল হজ' অর্থাৎ যে হজ আল্লাহর নিকট গ্রহণীয় হয়েছে, যে হজ্জে খেলাফ ও হারাম কোন কাজ করা হয় নি। এ ধরনের হজ দ্বারা পাপ মোচন হয়। আবু হুরাইরাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ইরশাদ করেন ঃ যে ব্যক্তিই আল্লাহর ঘরের হজ করবে স্ত্রী সহবাস বা কোনরূপ পাপ কাজ ছাড়াই, সে এমনভাবে হজ থেকে নিষ্পাপ হয়ে ফিরে আসবে যেন তার মাতা তাকে এইমাত্র জন্ম দান করেছেন।' সহীহ আল-বুখারী, খ-৩, পৃ-২৭, ন ং ৪৫ এবং ৪৬) হজের ইহ্রাম বাঁধার পর এবং রোযা রাখা অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করা হারাম।

রাসূল ﷺ কিছু নারীকে যুদ্ধের ময়দানে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। এর বেশিরভাগই আহত সৈন্যদের সেবা শুশ্রূষা করতেন, যেমন খায়বারের যুদ্ধে গিফারী গোত্রের মহিলারা করেছেন। কিছু কিছু মহিলা সরাসরি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছেন, উদাহরণস্বরূপ উম্মে উমারা, নুসাইবা বিনতে কাব, রাসূল ﷺ-এর প্রতিরক্ষায় ওহুদ যুদ্ধে ভূমিকা পালন করেছেন। উম্মে সুলাইমান বিনতে মিলহান ওহুদ এবং হুনায়ন যুদ্ধে সশস্ত্র অবস্থায় অংশগ্রহণ করেন। আসমা বিনতে ইয়াযীদ ইয়ারমুকের যুদ্ধে নয় জন আরব নেতাকে হত্যা করেছিলেন।

৫৯. অর্থাৎ কাবা শরীফ। হযরত ইবরাহীম এবং তদীয় পুত্র ইসমাঈল (আ) কর্তৃক ইবাদতের জন্য তৈরি প্রথম ঘর। রাসূল ﷺ তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোন স্থানে ধর্মীয় উদ্দেশ্যে সফর করতে নিষেধ করেছেন। সেগুলো হলো– ১. মসজিদে হারাম, মক্কার মসজিদ, ২. মসজিদে রাসূল, নবীর মসজিদ মদিনায়, ৩. মসজিদুল আকসা, জেরুসালেমের মসজিদ। (সহীহ আল-বুখারী, খ-২, পৃ-১৫৭ নং ২৮১)

অর্থ ঃ 'তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম নেতাগণ হলেন তারা যাদের তোমরা ভালবাস, তারাও তোমাদের ভালবাসেন, তোমরা তাদের জন্য দুয়া কর তারা তোমাদের জন্য দুয়া করেন। তোমাদের মধ্যে খারাপ নেতাগণ হলো তারা যাদের প্রতি তোমরা অসন্তুষ্ট, তারাও তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট, তোমরা তাদের অভিশাপ দেও এবং তারাও তোমাদের অভিশাপ দেয়।' (সহীহ মুসলিম, খ-৩, পৃ-১০৩৩, নং ৪৫৭৩, দেখুন, মিশকাতুল মাসাবীহ, খ-১, পৃ-৭৮১, ৭৮২)

জীবিকা ঃ

৮৪. জায়েদ বিন জুবায়ের থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন ঃ

خَيْرُ الرِّزْقِ الْكَفَافُ .

অর্থ ঃ 'সর্বোত্তম জীবিকা হলো অল্পে তুষ্টি।'[৬০] (সুনানে আহমদ)

বিবাহ ঃ

৮৫. উকবা ইবন আমির বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন ঃ

خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ .

অর্থ ঃ সর্বোত্তম বিবাহ, সবচেয়ে সহজ বিবাহ।[৬১] (সুনানে আবু দাউদ, খ-২, পৃ. ৫৬৭, নং ২১১২)

শহীদ ঃ

৮৬. নুয়াইম হ্যামার থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন ঃ

أَفْضَلُ الشُّهَدَاءِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِى الصَّفِّ الأَوَّلِ فَلاَ يَلْفِتُوْنَ وُجُوْهَهُمْ حَتّٰى يُقْتَلُوْا أُوْلٰئِكَ يَتَلَبَّطُوْنَ فِى الْغُرَفِ الْعُلٰى مِنَ الْجَنَّةِ، يَضْحَكُ إِلَيْهِمْ رَبُّكَ فَإِذَا ضَحِكَ رَبُّكَ إِلٰى عَبْدٍ فِىْ مَوْطِنٍ فَلاَحِسَابَ عَلَيْهِ .

---

৬০. নবী কারীম ﷺ তাঁর অনুসারীদের এ পৃথিবীতে একজন পথিক বা ভ্রমণকারী হিসেবে কাটানোর জন্য দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। (সহীহ আল বুখারী, খ-৮, পৃ-২৮৪, নং-৪২৫)। নবী করীম ﷺ এর দৃষ্টিতে অধিক সম্পদ সঞ্চয় করা উত্তম নয়, কেননা যার বেশি আছে, তাকে বেশি দায়-দায়িত্ব বহন করতে হয়। তার লোভ ও ঝক্কি-ঝামেলাও বেশি। অতএব যার সম্পদ ন্যূনতম প্রয়োজন পূরণ করে সেই ভাল।

৬১. এ বর্ণনা হয়েছিল, এরপরে নবী করীম ﷺ একটি বিয়ে দিয়েছিলেন। পুরুষ এবং মহিলাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, তারা পরস্পরকে বিয়ে করতে চায় কিনা, মাহর বা যৌতুক সম্পর্কে কোন প্রশ্ন তোলেন নি। যদিও মাহর স্ত্রীর এক বৈবাহিক চুক্তির গুরুত্বপূর্ণ অধিকার।

অর্থ ঃ 'সর্বোত্তম শহীদ হলেন তারা যারা প্রথম কাতারে জিহাদ করেন এবং তারা একবারও পিছনের দিকে তাকান না, এমনকি এভাবে তারা শাহাদাতবরণ করেন। তাঁরা জান্নাতের সর্বোচ্চ কক্ষে পরিভ্রমণ করতে থাকবেন এবং আপনার প্রভু তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন এবং আপনার প্রভু যে দাসের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন তার কোন হিসাব নেয়া হবে না।' (মুসনাদে আহমাদ এবং আত্‌তাবারানী)

৮৭. আবু উমামাহ বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন ঃ

أَفْضَلُ الشُّهَدَاءِ مَنْ سُفِكَ دَمُهُ وَعُقِرَ جَوَادُهُ .

অর্থ ঃ 'সর্বোত্তম শহীদ হলো ঐ ব্যক্তি যার রক্ত প্রবাহিত হয়েছে এবং যার ঘোড়া আহত হয়েছে।' (সুনানে আবু দাউদ, খ-১, পৃ-৩৮০ নং ১৪৪৪) আরো দেখুন ঃ মিশকাতুল মাসাবীহ, খ-১, পৃ-১৫, ১৬)

আহার ঃ

৮৮. শুয়াইব (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন ঃ

خَيْرُكُمْ مَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ، وَرَدَّ السَّلاَمَ .

অর্থ ঃ 'তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি উত্তম যে ব্যক্তি মানুষকে খানা খাওয়ায় এবং ছালামের জবাব দেয়।' (সুনানে আহমাদ এবং আল-হাকীম)

৮৯. জাবির (রা) উল্লেখ করেন যে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন ঃ

أَحَبُّ الطَّعَامِ إِلَى اللّٰهِ مَا كَثُرَتْ فِيْهِ الْأَيْدِيْ .

অর্থ ঃ 'আল্লাহর নিকটে ঐ খাবার সবচেয়ে বেশি পছন্দনীয় যে খাবারে অনেক হাত অংশগ্রহণ করে।' (বাইহাকী ফী শুয়াবিল ঈমান, আল হাকীম।)

ওষুধ ঃ

৯০. উসামা ইবন শারেক বর্ণনা করেন যে, তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন বেদুইনগণ নবী করীম ﷺ এর নিকট তাদের যেকোন ধরনের সমস্যায় অভিযোগ করতেন। এবং রাসূল ﷺ উত্তর দিতেন 'হে আল্লাহর বান্দাগণ! আল্লাহ তোমাদের গুনাহগুলো এর দ্বারা ক্ষমা করেন, তবে কেউ তার ভাইকে আঘাত করলে তা মাফ করা হবে না। অতঃপর তারা জিজ্ঞেস করলেন ঃ

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ عَلَيْنَا جُنَاحٌ أَنْ لاَ نَتَدَاوَى؟ قَالَ : (تَدَاوُوا عِبَادَ اللّٰهِ فَإِنَّ اللّٰهَ سُبْحَانَهُ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلاَّ وَضَعَ مَعَهُ شِفَاءً إِلاَّ الْهَرَمَ) .

অর্থ ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল! আমরা যদি চিকিৎসা গ্রহণ না করি তাতে কি কোন দোষ হবে? তিনি উত্তরে বললেন ঃ হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমাদের রোগের চিকিৎসা গ্রহণ কর; মহান আল্লাহ এমন কোন রোগ দেন নি যার জন্য প্রতিকারের ব্যবস্থা করেন নি, তবে বার্ধক্য ছাড়া (এর কোন চিকিৎসা নেই)।' (সহীহ সুনানে ইবন মাজা, খ-২, পৃ-২৫২, নং ২৭৭২)

৯১. সামুরা বর্ণনা করেন যে, নবী কারীম ﷺ ইরশাদ করেন ঃ

خَيْرُ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ .

অর্থ ঃ 'অসুস্থতার চিকিসার জন্য সর্বোত্তম পদ্ধতি হলো– শিঙ্গা লাগানো।'[৬১] (সুনানে আহমাদ, আল হাকীম, আততাবারানী)

৯২. জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন ঃ

إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ خَيْرٌ فَفِي شَرْبَةِ عَسَلٍ أَوْ شَرْطَةِ مِحْجَمٍ أَوْ لَذْعَةٍ مِنْ نَارٍ وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِيَ .

অর্থ ঃ 'যদি তোমাদের ওষুধের মধ্যে কোন উপকারিতা থেকে থাকে তা হলে মধু পানের মধ্যে, শিঙ্গা এবং হাল্কা আগুনের তাপের মধ্যে রয়েছে। অবশ্য আমি আগুনের তাপ গ্রহণ পছন্দ করি না।'[৬৩] (সহীহ আল-বুখারী, খ-৭, পৃ-৩৯৭, নং ৫৮৭)

স্বামী ঃ

৯৩. সর্বশক্তিমান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ .

---

৬২. হিজামাহ (حجامة) শিঙ্গা হলো আরবের এক প্রকারের রক্ত প্রবাহ সৃষ্টি করা। চামড়া ছিদ্র করা বা কাটা হয় সুচ অথবা কোন ধারাল অস্ত্র দ্বারা। অতঃপর চিরে ফেলানো স্থানে শিঙ্গা লাগানো হয়। এরপর শিঙ্গার ছিদ্র দিয়ে শুষে বাতাস টানা হয়, এ শূন্যস্থান পূরণের জন্য রক্ত সংবহন ক্রিয়া বৃদ্ধি পায়।

৬৩. কোন বিশেষ স্থানে সেঁক বা তাপ দেয়া (যেমন উত্তপ্ত লোহা অথবা সুচ দ্বারা) এর দ্বারা বড় ধরনের ফোস্কা পড়ে না।

Contents

অর্থ ঃ 'পৌত্তলিকদের বিয়ে করো না, যতক্ষণ না তারা সত্যিকার মুমিন হয়, একজন বিশ্বাসী মুমিন ক্রীতদাস একজন স্বাধীন পৌত্তলিকের চাইতে উত্তম, যদিও এটা তোমাদেরকে আশ্চর্যান্বিত করে।' (সূরা আল-বাকারা– ২ ঃ ২২১)

৯৪. হযরত আয়িশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন ঃ

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ، وأَنَا خَيْرُكُمْ لأَهْلِي .

অর্থ ঃ 'তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি উত্তম যে তার স্ত্রীর নিকট উত্তম, আমি আমার পরিবারের নিকট তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম।' (তিরমিজী, আদদারিমী, ইবন মাজা, ইবন আব্বাস (রা) হতে। সহীহ সুনানে তিরমিজী খ-৩, পৃ-২৪৫, নং-৩০৫৭)

৯৫. আমর (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন ঃ

خِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ .

অর্থ ঃ 'তোমাদের মধ্যে তারাই সর্বোত্তম, যারা তাদের স্ত্রীদের নিকট সর্বোত্তম।' (সুনানে আহমদ ও তিরমিযী)

মসজিদ ঃ

৯৬. ইবন উমর (রা) বর্ণনা করেন যে, নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ ইরশাদ করেন ঃ

خَيْرُ الْبِقَاعِ الْمَسَاجِدُ، وَشَرُّ الْبِقَاعِ الأَسْوَاقُ .

অর্থ ঃ 'সর্বোত্তম স্থান হলো মসজিদ এবং সর্ব নিকৃষ্ট স্থান হলো বাজার।'[৬৪] (সুনানে আহমদ, আল-হাকীম, আত তাবারানী)

৯৭. হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন ঃ

أَحَبُّ الْبِلاَدِ إِلَى اللّٰهِ مَسَاجِدُهَا وَأَبْغَضُ الْبِلاَدِ إِلَى اللّٰهِ أَسْوَاقُهَا .

অর্থ ঃ 'দেশের মধ্যেকার আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় স্থান হলো মসজিদগুলো এবং এর মধ্যেকার সবচেয়ে নিকৃষ্ট স্থান হলো বাজার।' (সহীহ মুসলিম, খ-১, পৃ-৩২৬, নং ১৪১৬)

---

৬৪. বাজারগুলোকে সর্বনিকৃষ্ট স্থান বলার মূল কারণ হলো বাজারে প্রায়ই মিথ্যা কথা বলা ও প্রতারণা চলে।

Contents

৯৮. হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা) বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন ঃ

لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ يَلْتَقِيَانِ فَيَصُدُّ هٰذَا وَيَصُدُّ هٰذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِىْ يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ .

অর্থ ঃ 'কোন মুসলমানের জন্য অপর মুসলমান ভায়ের সঙ্গে তিন দিনের অধিক কথা-বার্তা বন্ধ রাখা বৈধ নয়, যাতে একে অপরের সাক্ষাৎ ঘটলে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তাদের মধ্যে সেই উত্তম যে আগে সালাম দেয়।' (সহীহ্ সুনানে তিরমিজী, খ-২, পৃ-১৮১, নং ১৫৭৬)

৯৯. রাসূল ﷺ-এর একজন বৃদ্ধ সাহাবী, রাসূল ﷺ থেকে উদ্ধৃত করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ

اَلْمُسْلِمُ إِذَا كَانَ مُخَالِطًا النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلٰى أَذَاهُمْ خَيْرٌ مِنَ الْمُسْلِمِ الَّذِىْ لاَ يُخَالِطُ النَّاسَ وَلاَ يَصْبِرُ عَلٰى أَذَاهُمْ .

অর্থ ঃ 'যে মুসলমান জনগণের সাথে মিশে এবং ধৈর্যের সাথে তাদের দেয়া কষ্ট সহ্য করে, সে ঐ মুসলমানের চেয়ে ভাল যে জনগণের সাথে মিশে না এবং তাদের দেয়া কষ্টে ধৈর্যধারণ করে না।' (সুনানে তিরমিজী ও ইবন মাজা, সহীহ্ সুনানে তিরমিজী খ-২, পৃ-৩০৬, ৩০৭, নং ২০৩৫)

নামসমূহ ঃ

تَسَمَّوْا بِأَسْمَاءِ الأَنْبِيَاءِ، وأَحَبُّ الأَسْمَاءِ إِلَى اللّٰهِ عَبْدُ اللّٰهِ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ، وَأَصْدَقُهَا حَارِثٌ وَهَمَّامٌ، وَأَقْبَحُهَا حَرْبٌ وَمُرَّةٌ .

অর্থ ঃ 'তোমরা নবীদের নামে তোমাদের নাম রাখ, আর আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় নাম হল আব্দুল্লাহ, আব্দুর রহমান। সবচেয়ে সত্য নাম হলো হারিস[৬৫] এবং হামাম[৬৬] সবচেয়ে খারাপ নাম হলো হারব[৬৭] এবং মুররাহ।[৬৮] (সুনানে আবু দাউদ, খ-৩, পৃ-১৩৭৭, নং ৪৯৩২)

৬৫. চাষী, এদিক দিয়ে সত্য যে প্রত্যেকে এ দুনিয়ায় যা চাষ করবে আখিরাতে তার ফসল লাভ করবে।

৬৬. অর্থাৎ শক্তিমান বা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। এটাও সত্য।

৬৭. অর্থ- যুদ্ধ।

৬৮. অর্থ-তিক্ত।

রাত ঃ

১০১. মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন ঃ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ

অর্থ ঃ 'মহিমান্বিত রাতের ইবাদত এক হাজার মাসের ইবাদতের চাইতেও উত্তম।' (সূরা আল-কদর– ৯৭ ঃ ৩)

১০২. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন ঃ

أَتَاكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُبَارَكٌ فَرَضَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ تُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ . لِلّٰهِ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ .

অর্থ ঃ 'তোমাদের কাছে রমযান এসেছে। একটি বরকতময় মাস, আল্লাহ তায়ালা তার সাওম (রোযা)-কে তোমাদের জন্য ফরয বা আবশ্যক করেছেন। এ মাসে বেহেশতের দরজাগুলো খোলা হয় এবং জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ রাখা হয় এবং (মাসব্যাপী) বড় শয়তানগুলোকে শিকল দিয়ে আটকিয়ে রাখা হয়। এ মাসে আল্লাহর এমন একটা রাত রয়েছে যা এক হাজার মাসের চেয়ে উত্তম। যে ব্যক্তি এ রাতের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হল, সে সত্যিকার অর্থে বঞ্চিত হলো।'[৬৯] (সুনানে নাসায়ী, সহীহ সুনানে নাসায়ী, খ–২, পৃ–৪৫৫, ৪৫৬, নং ১৯৯২, মিশকাতুল মাসাবীহ, খ–১, প–৪১৮)

অলঙ্কার ঃ

১০৩. হযরত আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁর হাতে দুটি স্বর্ণের চুড়ি দেখলেন এবং বললেন ঃ

أَلاَ أُخْبِرُكَ بِمَا هُوَ أَحْسَنُ مِنْ هٰذَا لَوْ نَزَعْتِ هٰذَا وَجَعَلْتِ مَسَكَتَيْنِ مِنْ وَرِقٍ ثُمَّ صَفَّرْتِهِمَا بِزَعْفَرَانٍ كَانَتَا حَسَنَتَيْنِ .

৬৯. এ বর্ণনা পরিষ্কার করে সে সব বর্ণনা যা বুখারী এবং মুসলিমের বর্ণনা পাওয়া যায়, যেখানে কোনরূপ শ্রেণীবিভক্তি ছাড়াই শয়তানদের শিকলাবদ্ধ করার কথা পাওয়া যায়, এটাও উল্লেখ করার বিষয় যে, এ মাসে মানব শয়তানদের শিকল লাগানো হয় না। এ কারণে তারা এ মাসেও শয়তানী কাজ-কর্ম চালিয়ে যায়।

অর্থ ঃ 'আমি কি তোমাকে এর চেয়ে ভাল জিনিসের খবর জানাব না? সেগুলোকে খুলে ফেল এবং সেগুলোর স্থানে রৌপ্যের চুড়ি পর আশা করা যায় সেগুলোকে হলুদ রঙ-এর জাফরান রঙে রঞ্জিত করা হবে।'[৭০] (সুনানে নাসায়ী, খ-৩, পৃ-১০৫১, নং ৪৭৪৯)

জান্নাত ঃ

১০৪. মহান আল্লাহ বলেন ঃ

أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَّأَحْسَنُ مَقِيْلاً .

অর্থ ঃ 'ঐ দিন (কিয়ামতের দিন) জান্নাতের অধিবাসীরা পাবে সর্বোত্তম ঠিকানা এবং বিশ্রাম নেয়ার জন্য পাবে সর্বোত্তম স্থান।' (সূরা আল-ফুরকান- ২৫ ঃ ২৪)

১০৫. মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ

وَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ أَفَلاَ تَعْقِلُوْنَ .

অর্থ ঃ 'এবং পরকাল জীবনের ঘর তাদের জন্য উত্তম যারা প্রভুকে ভয় করে, তোমরা কি বুঝ না?' (সূরা আল-আ'রাফ- ৭ ঃ ১৬৯)

১০৬. মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন ঃ

وَلَاَجْرُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ .

অর্থ ঃ 'নিশ্চিতই পরকাল দিবসের প্রতিদান তাদের জন্য উত্তম যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাঁকে ভয় করে।' (সূরা ইউসুফ- ১২ ঃ ৫৭)

পিতামাতা ঃ

১০৭. আনাস এবং ইবন মাসউদ (রা) উভয়ে নবী করীম ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেন ঃ

اَفْضَلُ الْاَعْمَالِ الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا ، وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ وَالْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ .

---

৭০. এ হাদীস তাদের দলিল যারা মনে করেন মহিলাদের স্বর্ণ ব্যবহার মাকরূহ। ইবন আসকীর বর্ণনা করেন যে মুহাম্মাদ ইবন সীরিন আবু হুরায়রা, যিনি নবী করীম ﷺ এর সঙ্গী, স্বর্ণ ব্যবহার কর না, কেননা আমি তোমার জন্য আগুনের ভয় করি।

Contents

অর্থ ঃ 'সর্বোত্তম কাজ হলো নির্ধারিত সময়ের শুরুতে সালাত আদায় করা, পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করা এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।' (সহীহ আল-বুখারী, খ-১, পৃ-৩০০-৩০১, নং ৫০৫), সহীহ মুসলিম, খ-১, পৃ-৪৯-৫০ নং ১৫২)

১০৮. শুয়াইব (রা) নবী করীম ﷺ -কে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেছেন ঃ

اِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى تُرِيْدُوْنَ شَيْئًا أَزِيْدُكُمْ؟ فَيَقُوْلُوْنَ : أَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوْهَنَا أَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ؟ فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ فَمَا أَعْطُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظْرِ إِلٰى رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ . ثُمَّ تَلاَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ . لِلَّذِيْنَ أَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ .

অর্থ ঃ 'জান্নাতের অধিবাসীরা যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে তখন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তায়ালা বলবেন, তোমরা কি চাও আমি তোমাদের জন্য আরো বাড়তি কিছু দিব? তারা জবাবে বলবে, আপনি কি আমাদের চেহারাকে উজ্জ্বল করেন নি? আপনি আমাদের জান্নাতে প্রবেশ করান নি এবং জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত করেন নি? এরপর মহান রব তাঁর চেহারার পর্দা উন্মুক্ত করবেন এবং তাদের নিকট এর চেয়ে প্রিয়তম জিনিস আর নেই যে, তাঁরা তাদের পরাক্রমশালী মহান রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে। এরপর রাসূল ﷺ এ আয়াত তিলাওয়াত করেন– 'যারা ভাল কাজ করেছে তারা পুরস্কার পাবে এবং তার চেয়েও ভাল জিনিস পাবে।'[৭১] (সহীহ মুসলিম, খ-২, পৃ-১১৪, নং ৩৪৭-৩৪৮)

ধৈর্য ঃ

১০৯. মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَأَنْ تَصْبِرُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ .

'তোমাদের জন্য এটা উত্তম যে তোমরা ধৈর্যশীল হবে, কেননা আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অত্যন্ত দয়াবান।' (সূরা আন-নিসা-৪ ঃ ২৫)

---

৭১. সূরা ইউনুস (১০ ঃ ২৬)

১১০. কা'ব ইবন মালিক (রা) আল্লাহর রাসূল ﷺ থেকে বলতে শুনেছেন, তিনি ইরশাদ করেন ঃ

اَفْضَلُ النَّاسِ مُؤْمِنٌ بَيْنَ كَرِيْمَيْنِ .

অর্থ ঃ 'সর্বোত্তম মানুষ যে ব্যক্তি পিতামাতার মাঝ থেকে মুমিন হয়।[৭২] (সুনানে আহমাদ, আত্‌তাবারানী)

১১১. আব্দুল্লাহ ইবন আমর থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হল ঃ

اَىُّ النَّاسِ اَفْضَلُ؟ قَالَ : (كُلُّ مَخْمُوْمِ الْقَلْبِ صَدُوْقِ اللِّسَانِ) قَالُوْا : صَدُوْقُ اللِّسَانِ نَعْرِفُهُ فَمَا مَخْمُوْمُ الْقَلْبِ؟ قَالَ : (هُوَ التَّقِىُّ لاَ إِثْمَ فِيْهِ وَلاَ بَغْىَ وَلاَ غِلَّ وَلاَ حَسَدَ) .

অর্থ ঃ 'সর্বোত্তম মানুষ কে?' তিনি উত্তর দিলেন ঃ প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি যার অধিকারে রয়েছে একটি পরিমিত হৃদয় এবং সত্যবাদী জিহ্বা।' তারা বললেন– আমরা বুঝি সত্যবাদী জিহ্বা দ্বারা কি বুঝান হয়েছে, পরিমিত হৃদয় দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে? তিনি উত্তরে বললেন ঃ ঐ ব্যক্তি যিনি ধার্মিক, খাঁটি, নিষ্পাপ, ন্যায়বিচারক, কোনরূপ বাড়াবাড়ি ও ঈর্ষামুক্ত।" (ইবন মাজাহ, খ-২, পৃ- ৪৪ নং ৩৩৯৭)

১১২. আবু সাঈদ (রা) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন ঃ

اَفْضَلُ النَّاسِ مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، ثُمَّ مُؤْمِنٌ فِىْ شِعَبٍ مِّنَ الشِّعَابِ يَتَّقِىْ اللّٰهَ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ .

অর্থ ঃ 'সর্বোত্তম মানুষ হলো ঐ ব্যক্তি যে জান এবং মাল দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে, এরপরে ঐ ব্যক্তি, যে কোন উপত্যকায় বসবাস করে এবং নিজেকে মানব সমাজ থেকে সরিয়ে রাখে যাতে তার ক্ষতি থেকে সমাজ রক্ষা পায়।'[৭৩] (আত তিরমিজী, সুনানে নাসায়ী, ইবন মাজা, আহমাদ এবং দারু কুতনী। আরো রয়েছে– সহীহ আল-বুখারী, খ–৪, পৃ–৩৭ নং ৪৫ এবং সহীহ মুসলিম, খ–৩, পৃ–১০৪৮ নং ৪৬৫২), (আততাবারানী এবং দারু কুতনী)

---

৭২. কারীমাইন ঃ দু'সম্মানিত ব্যক্তি। এর দ্বারা ঈমানদার মাতা এবং পিতাকে বুঝানো হয়েছে। দেখুন ঃ আন নিহায়া লিগারীবিল হাদীস লি ইবনিল আছীর।

৭৩. যিনি তাঁর দুর্বলতা সম্পর্কে অবহিত এবং এর ক্ষতি থেকে লোকদের রক্ষার জন্য দূরে থাকেন।

১১৩. জাবির (রা) বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

خَيْرُ النَّاسِ اَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ .

অর্থ ঃ ভাল মানুষ সে মানুষের উপকারী যে।

সুগন্ধি ঃ

১১৪. আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

اَطْيَبُ طِيْبِكُمُ الْمِسْكُ .

অর্থ ঃ 'তোমাদের সর্বোত্তম সুগন্ধি হল মিসক।'[৭৪] (সুনানে আবু দাউদ, খ-২, পৃ-৮৯৭ নং ৩১৫২)

১১৫. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

اِنَّ خَيْرَ طِيْبِ الرَّجُلِ مَا ظَهَرَ رِيْحُهُ وَخَفِىَ لَوْنُهُ وَخَيْرَ طِيْبِ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِىَ رِيْحُهُ - وَنَهَى عَنْ مِيْثَرَةِ الْاَرْجُوَانِ .

অর্থ ঃ 'পুরুষের জন্য সর্বোত্তম সুগন্ধি হলো যার সুগন্ধি তীব্র রং হাল্কা, পক্ষান্তরে নারীর জন্য সর্বোত্তম সুগন্ধি হলো যার সুগন্ধি হাল্কা এবং রং তীব্র এবং রাসূল ﷺ গভীর লাল রং এর বিছানার চাদর ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।' (সহীহ সুনানে তিরমিজী, খ-২, পৃ-৩৬৩ নং ২২৩৯)

কবিতা ঃ

১১৬. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

لَاَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا يَرِيَهُ خَيْرٌ لَّهُ مِنْ أَنْ يَّمْتَلِئَ شِعْرًا .

---

৭৪. আবু দাউদ (র) এ হাদীসকে 'মিসক মৃতদেহের সুগন্ধি' অধ্যায়ে এনেছেন। নবী করীম ﷺ-এর দ্বারা বুঝিয়েছেন যে 'মসক' মৃতদেহের জন্য উত্তম সুগন্ধি।

অর্থ ঃ 'তোমার ভেতরটা (অশ্লীল) কবিতা দিয়ে পূর্ণ করার চাইতে ক্ষয়কর পুঁজ দিয়ে পূর্ণ করা অনেক ভাল।'[৭৫] (সহীহ আল-বুখারী, খ-৮, পৃ-১১৩, নং ১৭৫, সহীহ মুসলিম, খ-৪, পৃ-১২২০-২১, নং ৫৬০৯-১০)

সালাত ঃ

১১৭. উম্মে ফারওয়াহ এবং ইবন মাসউদ (রা) উভয়ে রাসূল ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ

أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ الصَّلاَةُ لِوَقْتِهَا .

অর্থ ঃ 'সর্বোত্তম কাজ হলো নির্দিষ্ট সময়ে শুরুতে সালাত আদায় করা।' (বাইহাকী ফী শুয়াবিল ঈমান, সহীহ আল-বুখারী, খ-১, পৃ-৩০০-৩০১, নং ৫০৫, সহীহ মুসলিম, খ-১, পৃ- ৪৯, ৫০ নং ১৫২ এবং সুনানে আবু দাউদ খ-১, পৃ-১১১, নং ৪২৬, আরো দেখুন মিশকাতুল মাসাবীহ, খ-১, নং ১২৪)

১১৮. ইবন উমর (রা) বলেন যে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন ঃ

أَفْضَلُ الصَّلَوَاتِ عِنْدَ اللّٰهِ صَلاَةُ الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيْ جَمَاعَةٍ .

অর্থ ঃ 'আল্লাহর নিকট সর্বোত্তম সালাত হলো জুমুয়ার দিনের ফজর সালাত যা জামায়াত সহকারে আদায় করা হয়।' (বায়হাকী ফী শুয়াবিল ঈমান, আবু নুয়াইম ফিল হিলইয়াল আউলিয়া, সুনানে ইবন মাজা, খ-২, পৃ-১৫০-১৫১, নং ৪২১)

১১৯. যায়দ বিন ছাবিত বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

أَفْضَلُ صَلاَتِكُمْ فِيْ بُيُوْتِكُمْ إِلاَّ الْمَكْتُوبَةَ .

---

৭৫. এ হলো সে সকল কবিতার কথা যা ঈমান থেকে উৎসারিত নয়। যেমন বাদ্য, সঙ্গীত, এটা হৃদয়কে দখল করে এবং বিদ্রোহের দিকে নিয়ে যায়। মূর্খরা এর মধ্যে আল্লাহকে বাদ দিয়ে পার্থিব মোহে মোহিত হয়। এছাড়াও বাদ্যযন্ত্রযুক্ত সঙ্গীত ও কলা এর অন্তর্ভুক্ত। কবিতা যদি ঈমানী স্পিরিটে হয় তাহলে তা গ্রহণযোগ্য। আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন, 'একজন আরবের দ্বারা সর্ব সত্য যে কবিতাটি নবী কর্তৃক বলা হয়েছে তা হলো ঃ انظر। ما سوى الله باطل 'দেখ! আল্লাহ ছাড়া যা আছে সব বাতিল।' (সহীহ মুসলিম, খ-৪, পৃ-১২২০, নং ৫৬০৪) নবী করীম ﷺ তাঁর এক সাহাবী হাসসান বিন সাবিতকে ইসলামের পক্ষে কবিতা রচনার জন্য উৎসাহিত করেছেন।

অর্থ ঃ 'তোমাদের সর্বোত্তম সালাত হলো যেগুলো ঘরে আদায় করা হয়, তবে ফরজ সালাত ছাড়া।'[৭৬] (সুনানে তিরমিযী, সহীহ আল-বুখারী, খ-১, পৃ-৩৯১-৯২, নং ৬৯৮, সহীহ মুসলিম, খ-১, পৃ-৩৭৭, নং ১৭০৮, সুনানে আবু দাউদ, খ-১, পৃ-৩৭৯ নং ১৪৪২)

১২০. আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন ঃ

اَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ الصَّلاَةُ فِىْ جَوْفِ اللَّيْلِ، وَاَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ اللّٰهِ الْمُحَرَّمُ .

অর্থ ঃ 'ফরয সালাতের পর সর্বোত্তম সালাত হলো মধ্যরাতের সালাত, রমযানের সাওম, এরপর সর্বোত্তম সাওম হলো মুহাররম মাসের সাওম।' (সহীহ মুসলিম, খ-২, পৃ-৫৬৯ নং ২৬১১, সুনানে আরবায়াতে, সুনানে আবু দাউদ, উল্লেখ করেছেন। আরো দেখুন ঃ মিশকাতুল মাসাবীহ। খ-১, নং ৪৩৩)

১২১. জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন ঃ

اَفْضَلُ الصَّلاَةِ طُوْلُ الْقُنُوْتِ .

'সর্বোত্তম সালাত হলো দীর্ঘক্ষণ দাঁড়ানো সালাত।'[৭৭] (সহীহ মুসলিম খ-১, পৃ-৩৬৪, নং-১৬৫০, তিরিমিযী, ইবন মাজা, খ-২, পৃ-১৫০-৫১ নং ৪২১, মুসনাদে আহমাদ, আবু মুসা, আমর ইবন আবামা এবং উমাইর ইবন কাতাদাহ্ থেকে তাবারানী কবীরের মধ্যে উল্লেখ করেছেন। এরূপ হাদীস সুনানে আবু দাউদ, খ-১, পৃ-৩৪৮ নং ১৩২০ -এ রয়েছে।)

১২২. ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন,

خِيَارُكُمْ اَلْيَنُكُمْ مَنَاكِبَ فِى الصَّلاَةِ .

---

৭৬. অন্য বর্ণনায় হযরত যায়দ (রা) রাসূল ﷺ-এর এ উক্তি উল্লেখ করেছেন ঃ কোন ব্যক্তি তার ঘরে যে নামায আদায় করে তা আমার মসজিদে আদায় করা সালাতের চেয়ে উত্তম, তবে ফরয সালাত ব্যতীত। (সুনানে আবু দাউদ, খ-১, প-২৬৮, নং-১০৩৯। এ সব হাদীসে নফল সালাত ঘরে পড়তে উৎসাহিত করা হয়েছে।) কেননা রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন যে, তাঁর মসজিদে সালাত আদায় করা অন্য স্থানের চাইতে ১০০০ গুণ সওয়াব বেশি।

৭৭. এ বর্ণনার ভিত্তিতে, পণ্ডিতগণ এ মত পোষণ করেন, নফল কম রাকআতে বেশি তিলাওয়াত বেশি রাকআতে কম তিলাওয়াতের চাইতে উত্তম। (যদিও সালাতে মনোযোগ ও আন্তরিকতাই মূল বিবেচ্য বিষয়।)

অর্থ ঃ 'তোমাদের মধ্যে' তারাই সর্বোত্তম, যাদের কাঁধ সালাতের মধ্যে নরম থাকে।'[৭৮] (সুনানে আবু দাউদ খ–১, পৃ–১৭৪, নং ৬৭২)

১২৩. ইবন উমার (রা) আল্লাহর রাসূল ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ

لاَ تَمْنَعُوْا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَّهُنَّ .

অর্থ ঃ 'তোমাদের নারীদের মসজিদে গমন থেকে বাধা দিও না,[৭৯] তবে ঘরই তাদের জন্য উত্তম।'[৮০] (সুনানে আবু দাউদ, খ–১, পৃ–১৪৯, নং ৫৬৭)

১২৪. উম্মে সালামাহ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন ঃ

خَيْرُ صَلاَةِ النِّسَاءِ فِيْ قَعْرِ بُيُوْتِهِنَّ .

অর্থ ঃ 'মহিলাদের সর্বোত্তম সালাত হলো তাদের ঘরে অভ্যন্তরের কক্ষের সালাত।' (মুসনাদে আহমাদ, আততাবারানী, অনুরূপ হাদীস সুনানে আবু দাউদ, খ–১, পৃ–১৫০, নং ৫৭০)

১২৫. আব্দুল্লাহ ইবন বুরাইদা (রা) হতে বর্ণিত যে, ইমরান ইবন হুসাইন নবী করীম ﷺ -কে কোন ব্যক্তির বসে সালাত আদায় করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি উত্তর দিলেন ঃ

صَلاَتُهُ قَائِمًا أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهِ قَاعِدًا وَصَلاَتُهُ قَاعِدًا عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلاَتِهِ قَائِمًا، وَصَلاَتُهُ نَائِمًا عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلاَتِهِ قَاعِدًا .

অর্থ ঃ 'দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করা বসে সালাত আদায় করার চেয়ে উত্তম। আর বসে আদায় করা সালাতের ছাওয়াব দাঁড়িয়ে আদায় করা সালাতের অর্ধেক,

---

৭৮. আরবি প্রবাদ 'নরম কাঁধ' অর্থ তারা তাদের দেহকে শক্ত করে না, এমনভাবে যাতে অন্যদের কষ্ট হয় অর্থাৎ তাদের পাশে যারা সালাত আদায় করে এবং তাদের কেউ নাড়াতে চাইলে সহজে নড়ে, কাতার সোজা করার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করে।

৭৯. এ ধরনের হাদীস বুখারী এবং মুসলিম শরীফেও পাওয়া যায়। এটাও উল্লেখ্য যে, রাসূল ﷺ এ শর্ত দিয়েছেন যে, তারা সুগন্ধি ব্যবহার করে যেন মসজিদে না যায়। (সুনানে আবু দাউদ খ–১, পৃ–১৪৯ নং ৫৬৫)

৮০. নারীদের ক্ষেত্রে, এ হাদীসের ভিত্তিতে এবং এরূপ অন্যান্য হাদীসের ভিত্তিতে, মসজিদে সালাত আদায় কোন বাড়তি ছাওয়াব নেই।

শুয়ে আদায় করা সালাতের সাওয়াব বসে আদায় করা সালাতের অর্ধেক।[৮১] (সহীহ আল-বুখারী, খ–২, পৃ–১২০, নং ২১৬, সুনানে আবু দাউদ, খ–১, পৃ–২৪৩, নং ৯৫১)

১২৬. ইবন আমর বর্ণনা করেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ

أَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللّٰهِ صَلَاةُ دَاوُدَ، كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَيَقُومُ ثُلُثَهُ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ .

অর্থ ঃ 'আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যে সালাত (নফল) সর্বাধিক পছন্দ করেন তা হলো দাউদ (আ)-এর সালাত। তিনি রাতের অর্ধেক ঘুমাতেন, তিন ভাগের এক ভাগ জাগতেন এবং অবশিষ্ট ছয় ভাগের এক ভাগ পুনরায় ঘুমাতেন।' (সুনানে আহমাদ, আবু দাউদ, খ–২, পৃ–৬৭৪, নং ২৪৪২, সুনানে নাসায়ী ইবন মাজাহ। সহীহ আল-বুখারী, খ–২, পৃ–১২৯ নং ২৩১, সহীহ মুসলিম, খ–২, পৃ–৬৫৫ নং ২৫৯৫)

১২৭. আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন ঃ

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا .

অর্থ ঃ 'জামায়াতে সালাত আদায় করা একাকী সালাত আদায় করার চাইতে পঁচিশ গুণ সাওয়াব বেশি। (সহীহ মুসলিম খ–১, পৃ–৩১৪, নং ১৩৬০, সহীহ আল-বুখারী, খ–১, পৃ–৩৫১, নং ৬১৯, আবু সাঈদ খুদরী থেকে।)

১২৮. ইবন ওমর (রা) বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন ঃ

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً .

---

৮১. এ হাদীসে পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে, কিছু সুন্নত নামায বসে আদায় করা অযৌক্তিক, যে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে পড়তে পারে। নবী করীম ﷺ এর থেকে এ ধরনের আমল প্রমাণিত নেই, তবে তিনি পীড়িত অবস্থায় কখনো কখনো এরূপ করেছেন এবং তাঁর জীবনের শেষ সময়গুলোতে যখন ওজন কমে তিনি বৃদ্ধ বয়স অনুভব করতে পারছিলেন। এ সব আমল দ্বারা অসুস্থ ও দুর্বল লোকেরা দলিল গ্রহণ করতে পারেন। অন্যথায় স্বাভাবিক অবস্থায় এরূপ করা শুধু তার পক্ষেই সম্ভব, যিনি স্বেচ্ছায় আধা ব্যবসায় পূর্ণ পুঁজি খাটাতে চান।

অর্থ ঃ 'জামায়াতে সালাত আদায় করা একাকী সালাত আদায় করার চাইতে সাতাশ গুণ[৮২] সাওয়াব বেশি।' (সহীহ আল-বুখারী, খ-১, পৃ-৩৫১ নং ৬১৮, সহীহ মুসলিম খ-১, পৃ-৩১৫, নং ১৩৬৫)

১২৯. আবু জুহাইম তিনি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে বলতে শুনেছেন যিনি সালাত আদায়কারীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করছিলেন ঃ

لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّيْ مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِيْنَ خَيْرٌ لَّهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ . قَالَ أَبُوْ النَّضْرِ : لاَ أَدْرِيْ قَالَ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً .

অর্থ ঃ 'সালাত আদায়কারীর সামনে দিয়ে অতিক্রমকারী ব্যক্তি যদি তার কি পরিমাণ পাপ হয় এ সম্পর্কে জানত, তাহলে সে সামনে দিয়ে অতিক্রম করার চাইতে চল্লিশ [......] পর্যন্ত অপেক্ষা করত। বর্ণনাকারী আবুন নদর বলেন ঃ আমি নিশ্চিত নই তিনি চল্লিশ দিন, মাস বা বছর বলেছেন।' (সহীহ আল-বুখারী, খ-১, পৃ-২৯০-২৯৯, নং ৪৮৯, সহীহ মুসলিম খ-১, পৃ-২৬১ নং ১০২৭)

সম্পদ ঃ

১৩০. আবু উমামা আল্লাহর রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছেন ঃ

(إِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِيْ حَقٍّ حَقَّهُ فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ وَلاَ تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ شَيْئًا مِنْ بَيْتِهَا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا) . فَقِيْلَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلاَ الطَّعَامَ؟ قَالَ : (ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا) . ثُمَّ قَالَ : (اَلْعَوَرُ مُؤَدَّاةٌ وَالْمِنْحَةُ مَرْدُوْدَةٌ وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ وَالزَّعِيْمُ غَارِمٌ) .

অর্থ ঃ 'মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক অধিকারীকে তার পূর্ণ অধিকার অর্পণ করেছেন। সুতরাং কোন উত্তরাধিকারীর জন্য অসিয়ত (আরো

---

৮২. ইবন হাজার এর মতে, উচ্চৈঃস্বরে আদায়কৃত সালাতে ২৭ গুণ সওয়াব এবং নিম্নস্বরে আদায়কৃত সালাতের (জোহর-আছর) সাওয়াব ২৫ গুণ (ফতহুল বারী)।

সম্পদ প্রদানের নির্দেশ) দেয়া যাবে না।[৮৩] কোন মহিলার জন্য তাঁর স্বামীর সম্পদ থেকে তাঁর 'অনুমতি ব্যতীত[৮৪] ব্যয় করা উচিত নয়। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল খাদ্যশস্যও কি? উত্তরে তিনি বললেন ঃ উহাই আমাদের সর্বোত্তম সম্পদ,[৮৫] অতঃপর তিনি আরো বলেন ঃ ঋণ অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে, উটনী যা দুগ্ধ পানের জন্য ধার করা[৮৬] হয়েছে তাও ফেরত দিতে হবে, ধার অবশ্যই ফেরত দিতে হবে, জামিনদার অবশ্যই দায়ী থাকবে।' (সুনানে আবু দাউদ খ-২, পৃ-১০১০-১০১১, নং ৩৫৫৮)

১৩১. আমর ইবন শুয়াইব[৮৭]এর প্রপিতামহ বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ -এর নিকট এসে বললেন ঃ

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ لِىْ مَالاً وَوَلَدًا وَإِنَّ وَالِدِىْ يَحْتَاجُ مَالِىْ قَالَ : (أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ . إِنَّ أَوْلاَدَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ فَكُلُوْا مِنْ كَسْبِ أَوْلاَدِكُمْ) .

---

৮৩. উত্তরাধিকার বন্টন নীতিমালা কুরআন-হাদীসে বিধৃত হয়েছে। উত্তরাধিকারীদের সম্পদের (অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পদের) এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত দান করা জায়েয, তাদের জন্য যারা কুরআন-হাদীসের বিধানানুপাতে উত্তরাধিকার নয়। এ হাদীস অনুযায়ী কোন উত্তরাধিকারীকে বঞ্চিত করা হয় এমন অসিয়ত অবৈধ। বাতিল।

৮৪. যদি স্বামীর তার পরিবারের জন্য ব্যয় করার যথেষ্ট সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তা করতে অস্বীকার করে, ইসলামি বিধান তার স্ত্রীকে তার অনুমতি ব্যতিরেকে ও অজ্ঞাতসারে কিছু অর্থ খরচ করার অনুমতি দান করে। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, হিন্দ বিনত উতবা (আবু সুফিয়ানের স্ত্রী) রাসূল ﷺ এর নিকট আসলেন এবং বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল, অবশ্যই আবু সুফিয়ান একজন কৃপণ ব্যক্তি, সে আমাকে ও আমার সন্তানকে যথেষ্ট দেয় না, তবে আমি তার সম্পদ থেকে তার অজ্ঞাতসারে যা নেই, আমি কি ভুল করছি? নবী করীম ﷺ উত্তর দিলেন ঃ তুমি তার সম্পদ থেকে তোমার এবং তোমার পুত্রের প্রয়োজন মত গ্রহণ কর। (সহীহ আল-বুখারী, খ-৭, পৃ-২০৮ নং ২৭২)

৮৫. এখানে দান করার ক্ষেত্রে অপচয় করতে নিষেধ করা হয়েছে। আয়েশা (রা) রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছে ঃ যখন কোন মহিলা তার স্বামীর খাদ্যশস্য দান করে, কোনরূপ ক্ষতি বা অপচয় না করে তাহলে এখানে সেই মহিলা তার দানের সাওয়াব পাবে এবং পুরুষ তার সম্পদ অর্জনের সাওয়াব পাবে। এরূপভাবে যেকোন আমানতদার। (সহীহ মুসলিম, খ-২, পৃ-৪৯০ নং ২২৩২-২২৩৩)

৮৬. মূল আরবিতে منحة শব্দটি এসেছে, যার দ্বারা উটনী অথবা অন্য কোন মাদী প্রাণী দুধ খাবার জন্য ধার আনা বুঝায়। এটা নির্দিষ্ট একটা সময়ের জন্য। অন্য অর্থেও তা ব্যবহৃত হতে পারে। (যেমন ঃ গাছ ফলের জন্য, জমি ফসলের জন্য। এগুলো ব্যবহারের পর ফেরত দিতে হবে।)

অর্থ ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল! আমার সম্পদ এবং সন্তান রয়েছে এবং আমার পিতার জন্য আমার কিছু সম্পদের প্রয়োজন। তিনি জবাব দিলেন 'তুমি এবং তোমার সম্পদ তোমার পিতার। বস্তুত তোমাদের সন্তানরা তোমাদের সর্বোত্তম অর্জন। সুতরাং তোমরা তোমাদের সন্তানদের অর্জন থেকে গ্রহণ করতে পারো।'[৮৮] (সুনানে আবু দাউদ, খ-২, পৃ-১০০২ নং ৩৫২৩)

১৩২. হযরত ছাওবান (রা) থেকে বর্ণিত যে, এ আয়াত-

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُوْنَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ .

অর্থ ঃ 'যারা স্বর্ণ-রৌপ্য পুঞ্জীভূত করে রাখে এবং আল্লাহর রাস্তায় তা ব্যয় করে না তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির দুঃসংবাদ দানকর।' (সূরা তাওবাহ ঃ ৩৪)

অবতীর্ণ হয় যখন আমরা আল্লাহর রাসুলের সঙ্গে কোন এক সফরে ছিলাম। এবং কোন কোন সাহাবী বলেন, 'এ আয়াত তো স্বর্ণ-রৌপ্য সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। আমরা যদি জানতাম কোন সম্পদ উত্তম, তাহলে আমরা তা অর্জন করতাম।' নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন ঃ

أَفْضَلُهُ لِسَانٌ ذَاكِرٌ وَقَلْبٌ شَاكِرٌ وَزَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ تَعِيْنُهُ عَلٰى إِيْمَانِهِ .

---

৮৭. আমর (র)-এর প্রপিতামহ ছিলেন প্রিয়নবী ﷺ-এর বিখ্যাত সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আস।'

৮৮. এই সুন্নাহর কোন কোন ভাষ্যে বর্ণনাকারী বলেন, 'আমার পিতা আমার সম্পদ ভোগ করছেন।' উভয় ভাষ্যে একথা প্রমাণিত যে, পিতা-মাতার প্রয়োজন হলে সন্তানের দায়িত্ব হলো তাদের ভরণ-পোষণ প্রদান করা। এ হাদীসকে শাব্দিক অর্থে গ্রহণ করা যাবে না। অন্যথা, পিতা-মাতা সন্তানকে বিক্রি করতে পারতেন, যা কিনা সাধারণ জ্ঞানের দ্বারাই নিষিদ্ধ। এ হাদীস দ্বারা হাম্বলী মাজহাবের লোকরা দলিল প্রদান করেন যে, পিতা তার কন্যার মাহরানার একটা অংশ গ্রহণ করতে পারেন। (দেখুন ঃ আল মুগনী, খ-১০, পৃ-১১৮-১২০০ যদিও এটা কোন মানদণ্ড নয়। তবে তিনি যদি আর্থিকভাবে দুর্বল হন তাহলে সে কথা আলাদা।

৮৯. আবু হুরাইরাহ (রা) হতে আরো বর্ণিত, নবী করীম (স) ইরশাদ করেন ঃ সত্যিকার সম্পদ অর্থের দ্বারা নয় বরং সন্তুষ্টির দ্বারা পরিমাপযোগ্য। (সহীহ আল বুখারী, খ-৮, পৃ- ৩০৪ নং ৪৫৩, স্ত্রীকে সম্পদ বলা উপমা স্বরূপ।

অর্থ ঃ 'সর্বোত্তম সম্পদগুলো হলো ঃ আল্লাহকে স্মরণকারী জিহ্বা, কৃতজ্ঞ হৃদয় এবং ঈমানদার স্ত্রী যে তাঁর স্বামীর ঈমান বৃদ্ধির জন্য সর্বদা চেষ্টা করে।'[৮৯] (সুনানে তিরমিযী, খ–৩, পৃ–৫৫, ৫৬ নং ২৪৭০)

১৩৩. হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتّٰى أَكُوْنَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ .

অর্থ ঃ 'তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত (পূর্ণ) ঈমানদার হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার পিতা, তার সন্তান ও সব মানুষের চাইতে প্রিয়তম না হব।' (সহীহ আল-বুখারী, খ–১, পৃ–২০ নং ১৪)

১৩৪. হযরত আনাস (রা) আরো বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الْاِيْمَانِ أَنْ يَكُوْنَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ اِلاَّ لِلّٰهِ وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُوْدَ فِى الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِى النَّارِ .

অর্থ ঃ 'যার মধ্যে তিনটি গুণ বিদ্যমান সে ঈমানের স্বাদ পেয়েছে–

ক. আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল এতদুভয় ব্যতীত সকলের চাইতে প্রিয়তম।

খ. যেকোন ব্যক্তিকে শুধু আল্লাহর জন্যই ভালবাসে অন্য কোন কারণে নয়।

গ. সে কুফরীতে ফিরে যেতে তেমন অপছন্দ করে, আগুনে নিক্ষিপ্ত হতে যেমন অপছন্দ করে। (সহীহ আল-বুখারী, খ–১, পৃ–২৩-২৪, নং ২০, সুনানে আবু দাউদ, খ–১, পৃ–১৭৫ নং ৬৭৮)

নবীর মসজিদ ঃ

১৩৫. আবু হুরাইরা (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন ঃ

صَلاَةٌ فِىْ مَسْجِدِىْ هٰذَا اَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيْمَا سِوَاهُ إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ .

অর্থ ঃ 'আমার মসজিদে এক রাক্‌আত সালাত আদায় করা[৯০] এ ছাড়া অন্য যে কোন মসজিদে সালাত আদায় করার চাইতে এক হাজার গুণ বেশি সাওয়াব, তবে মসজিদে হারাম ছাড়া।' (সহীহ মুসলিম, খ–২, পৃ–৬৯৭ নং ৩২০৯)

১৩৬. আনাস (রা) হতে বর্ণিত নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন ঃ

أَفْضَلُ الْقُرْاٰنِ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ .

অর্থ ঃ 'কুরআনের সর্বোত্তম অংশ হলো, আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন' (অর্থাৎ সূরা ফাতিহা) (হাকীম, আল বাইহাকী ফী শুয়াবিল ঈমান)

১৩৭. হযরত সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন ঃ

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهُ .

অর্থ ঃ 'তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে কুরআন শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়।' (সুনানে ইবন মাজা, আহমদ, দারেমী এবং সহীহ আল-বুখারী, খ–৬, পৃ–৫০১-২, নং ৫৪৫ এবং সুনানে তিরমিজী আলী এবং সুনানে আবু দাউদ, খ–১, পৃ–৩৮০ নং ১৪৪৭; আরো দেখুন ঃ মিশকাতুল মাসাবীহ, খ–১, নং ৪৪৬)

১৩৮. আবু সাঈদ ইবন আল মুয়াল্লা থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন ঃ

(لَأُعَلِّمَنَّكَ أَعْظَمَ سُوْرَةٍ مِنَ الْقُرْاٰنِ أَوْ فِى الْقُرْاٰنِ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ) قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، قَوْلَكَ؟ قَالَ :(اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ) وَهِىَ السَّبْعُ الْمَثَانِى الَّتِىْ أُوْتِيْتُ وَالْقُرْاٰنُ الْعَظِيْمُ .

---

৯০. নবী করীম ﷺ-এর মসজিদে সালাতের অধিক ছওয়াব হবার মূল কারণ মসজিদের মর্যাদা। যদিও তিনি যখন এ হাদীসের বাণী শুনাচ্ছিলেন তখন তার কবর হয় নি, এবং ইন্তিকালের পরও তার কবর মসজিদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না বরং তার কবর ছিল হযরত আয়েশা (রা)–এর ঘরের মধ্যে। পরবর্তীতে মসজিদ বর্ধনের ফলে কবর মুবারক মসজিদের মধ্যে পড়েছে। কবরের স্থানে সালাত আদায় করা নিষেধ। জুনদব ইবন আব্দুল্লাহ্ (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ-এর ইন্তিকালের পাঁচদিন পূর্বে তিনি তাঁর নিকট থেকে বলতে শুনেছেন ঃ পূর্ববর্তী নবীর উম্মতগণ তাদের নবীদের কবরকে ইবাদতের স্থান বানিয়েছিল, তোমরা কবরকে ইবাদতখানা বানিও না, আমি কঠিনভাবে এরূপ করতে নিষেধ করছি। (সহীহ মুসলিম, খ–১, পৃ–২৬৯ নং ১০৮৩)

অর্থ ঃ 'আমি অবশ্যই তোমাকে কুরআনের একটি মহান সূরা এই মসজিদ ত্যাগ করার পূর্বে শিক্ষা দিব। (আমরা মসজিদ ত্যাগ করতে করতে) আমি বললাম ঃ 'আপনার কথাটি কি? তিনি বললেন ঃ উহা হলো اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ - সব প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি গোটা বিশ্ব জাহানের প্রভু। এ হলো সাতটি বারবার আবৃত্তিকৃত আয়াত এবং মহান কুরআন।[৯১] (সহীহ আল-বুখারী, খ-৬, পৃ-৪৮৯-৯০, নং ৫২৮ সুনানে আবু দাউদ খ-১, পৃ-৩৮২, নং ১৪৫৩)

১৩৯. উবাই ইবন কাব (রা) বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ

(أَبَا الْمُنْذِرِ، أَيُّ آيَةٍ مَعَكَ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ أَعْظَمُ؟) قَالَ : قُلْتُ : اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ، قَالَ : (أَبَا الْمُنْذِرِ، أَيُّ آيَةٍ مَعَكَ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ أَعْظَمُ؟) قَالَ : قُلْتُ : (اَللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ) . قَالَ : فَضَرَبَ فِيْ صَدْرِيْ وَقَالَ : لِيَهْنَ لَكَ أَبَا الْمُنْذِرِ الْعِلْمُ .

অর্থ ঃ 'হে আবুল মুনজির (উবাই ইবন কাব (রা)-এর প্রচলিত নাম) আল্লাহর কুরআনের সবচেয়ে মহান আয়াত কোনটি? আমি উত্তর দিলাম, আল্লাহ এবং রাসূলই ভাল জানেন।' তিনি পুনরায় বললেন, হে আবুল মুনযির! আল্লাহর কিতাবের সবচেয়ে মহান আয়াত কোনটি[৯২]? আমি উত্তরে বললাম ঃ

اَللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ -

'আল্লাহ, তিনি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই, তিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী।' (সূরা আল বাকারা-২৫৫, সহীহ মুসলিম, খ-২, পৃ-৩৮৭, নং ১৭৬৮, সুনানে আবু দাউদ, খ-১, পৃ-৩৮২, ৩৮৩, নং ১৪৫৫)

১৪০. উকবাহ ইবন আমির (রা) বর্ণনা করেন যে, যখন তিনি রাসূল ﷺ এর উটনী চরাচ্ছিলেন, তিনি তাকে বললেন ঃ

---

৯১. সুরা আল-হিজর থেকে উদ্ধৃত (১৫ ঃ ৮৭)

৯২. এখানে রাসূল ﷺ যে বড়ত্বের কথা বলছেন তা হলো এগুলো তিলাওয়াতের মাধ্যমে অধিক সাওয়াব লাভ করা। অন্যথায় কুরআনের এক অংশের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনার দ্বারা অন্য অংশের ঘাটতি দেখা যায় যা আল্লাহর কালামের ব্যাপারে খাটে না। (শারহ নববী, খ-৩, পৃ-৩৫৪)

(يَا عُقْبَةُ اَلاَ أُعَلِّمُكَ خَيْرَ سُوْرَتَيْنِ قُرِئَتَا؟) فَعَلَّمَنِىْ (قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ) وَ (قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ) قَالَ : فَلَمْ يَرَنِىْ سُرِرْتُ بِهِمَا جِدًّا ، فَلَمَّا نَزَلَ لِصَلاَةِ الصُّبْحِ صَلَّى بِهِمَا صَلاَةَ الصُّبْحِ لِلنَّاسِ فَلَمَّا فَرَغَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الصَّلاَةِ الْتَفَتَ اِلَىَّ فَقَالَ : يَا عُقْبَةُ كَيْفَ رَأَيْتَ؟

অর্থ ঃ 'হে উকবাহ! আমি কি তোমাকে এ যাবতকালের তিলাওয়াতকৃত সর্বোত্তম দুটি সূরা শিক্ষা দিব না? অতঃপর তিনি আমাকে শিক্ষা দিলেন ঃ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ও قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ অর্থ ঃ "বলুন! আমি ভোরের প্রভুর কাছে আশ্রয় চাই এবং বলুন ঃ আমি মানুষের প্রভুর নিকট আশ্রয় চাই।' তিনি এ ব্যাপারে আমাকে খুব খুশি পেলেন না। যখন তিনি সালাতুল ফজর আদায়ের জন্য উট থেকে নামলেন এবং এ দুটি সূরা দিয়ে সালাত আদায় এবং ইমামতি করলেন। সালাত সমাপ্ত করার পর আল্লাহর রাসূল আমার দিকে ফিরলেন এবং বললেন ঃ 'হে উকবা তুমি এ সম্পর্কে কি মনে কর?' (সুনানে আবু দাউদ, খ-১, পৃ-৩৮৩, নং ১৪৫৭)

সন্ধি ঃ

১৪১. আবুদ্ দারদা (রা) বলেন, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন ঃ

(أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلاَةِ وَالصَّدَقَةِ؟) قَالُوْا : بَلٰى . قَالَ : صَلاَحُ ذَاتِ الْبَيْنِ فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِىَ الْحَالِقَةُ .

অর্থ ঃ 'আমি কি তোমাদের সিয়াম, সালাত এবং সদকার চেয়েও মর্যাদার (ও সাওয়াব) দিক দিয়ে উত্তম এমন কিছুর সন্ধান দিব না? তারা বললেন ঃ 'অবশ্যই।' তিনি তখন বললেন ঃ মানুষের মধ্যে মিলমিশের (সন্ধি) ব্যবস্থা করা। কেননা দু'জনের মধ্যে সম্পর্ক ছিন্ন করা ধ্বংসের মূল।' (সুনানে তিরমিজী, আবু দাউদ, খ-১, পৃ-১৩৭০, নং ৪৯০১, সুনানে তিরমিজী খ-২, পৃ-৩০৭, নং ২০৩৭)

দ্বীন ঃ

১৪২. মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَنْ أَحْسَنُ دِيْنًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ اِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلاً .

অর্থ ঃ 'দ্বীনের দিক দিয়ে তার চেয়ে আর কে উত্তম হতে পারে যে ব্যক্তি নিরঙ্কুশভাবে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করছে, এবং সে সৎকর্মশীল, আর ইবরাহীমের ধর্মের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সঠিকভাবে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইবরাহীম[৯৩] (আ)-কে তার প্রিয়তম বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছেন। (সূরা নিসা- ৪ ঃ ১২৫)

১৪৩. সাদ (রা) বর্ণনা করে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন ঃ

خَيْرُ دِيْنِكُمْ الْوَرَعُ .

অর্থ ঃ 'তোমাদের দ্বীনের সর্বোত্তম অংশ হলো সচেতনতা (আল্লাহর ভয় এবং অসন্তুষ্টি সম্পর্কে সজাগ থাকা।) (হাকীম ও দায়লামী)

১৪৪. মিহজান ইবন আলআদরা থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন ঃ

خَيْرُ دِيْنِكُمْ أَيْسَرُهُ .

অর্থ ঃ 'তোমাদের সর্বোত্তম দ্বীন হলো সহজ পথ।'[৯৪] (সুনানে আহমদ, আত্-তাবারানী)

---

৯৩. নবী ইবরাহীম (আ)-এর দ্বীন হলো ইসলাম যেমন আল-কুরআনের ঘোষণা ঃ

مَا كَانَ اِبْرَاهِيْمُ يَهُوْدِيًا وَّلاَ نَصْرَانِيًّا وَّلٰكِنْ كَانَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ .

অর্থ ঃ 'ইবরাহীম ইহুদি খ্রিস্টান ছিলেন না বরং তিনি ছিলেন খাঁটি মুসলিম। তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। (৩ ঃ ৬৭)

৯৪. আল্লাহ তায়ালা আল-কুরআনে বলেন- وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ . (২২ ঃ ৭৮) - তিনি তোমাদের জন্য দ্বীনের মধ্যে কোন জিনিসকে কঠিন করেন নি এবং নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন, দ্বীন হলো সহজ, এবং যে-ই দ্বীনের ব্যাপারে অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে নেয়, সেই পরাজিত হয়। (সহীহ আল-বুখারী, খ-১, পৃ-৩৪ নং ৩৮) নবী করীম ﷺ-এর স্ত্রী আয়েশা (রা) বলেন ঃ যখনই নবী করীম ﷺ কে দুটি বিষয়ের ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে, তিনি সহজতর পথটি বেছে নিয়েছেন। (সহীহ আল-বুখারী, খ-৪, পৃ-৪৯১, নং ৭৬০, সহীহ মুসলিম খ-৪, পৃ-১২৪৬, নং ২৫২, সুনানে আবু দাউদ, খ-৩, পৃ-১৩৪১, নং ৪৭৬৭)

১৪৫. আয়িশা (রা) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ তাকে দেখলেন একজন মহিলা তার সঙ্গে (আসাদ গোত্রের মহিলা বলে সহীহ মুসলিম-এর খ–১, পৃ–৩৭৭, নং ১৯১০ এ উল্লেখ পাওয়া যায়)। রাসূল ﷺ জিজ্ঞেস করলেন তার পরিচয় কি? আয়িশা (রা) বললেন ঃ তিনি অমুক অমুক এবং তাঁর দীর্ঘ সালাতের বিষয়ও উল্লেখ করলেন।[৯৪] তিনি অসম্মতভাবে উত্তর দিলেন ঃ

مَهْ ، عَلَيْكُمْ بِمَا تُطِيْقُوْنَ فَوَاللّٰهِ لاَ يَمَلُّ اللّٰهُ حَتّٰى تَمَلُّوْا

وَكَانَ اَحَبُّ الدِّيْنِ إِلَيْهِ مَادَامَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ .

অর্থ ঃ 'এমন কাজ কর যার বোঝা বহন করার ক্ষমতা তুমি রাখ। তোমরা ভাল কাজ করতে গিয়ে ক্লান্ত হলেও আল্লাহ তার প্রতিদান দিতে ক্লান্ত হন না। আল্লাহর নিকট দ্বীনের ঐ অংশ বেশি প্রিয় যে অংশ নিয়মিত করা হয়।' (সহীহ আল-বুখারী, খ–১, পৃ–৩৭, ৩৬, নং ৪১)

আল্লাহর যিকির ঃ

১৪৬. আব্দুল্লাহ ইবন বুসর (রা) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন ঃ

خَيْرُ الْعَمَلِ أَنْ تُفَارِقَ الدُّنْيَا وَلِسَانُكَ رَطْبٌ مِّنْ ذِكْرِ اللّٰهِ .

অর্থ ঃ 'সর্বোত্তম আমল হল এমনভাবে দুনিয়া ত্যাগ করা যে, তোমার জিহ্বা যেন আল্লাহর যিকিরের দ্বারা তরতাজা থাকে।' (আবু নুয়াইম ফিল হিলইয়া, দেখুন ঃ মিশকাতুল মাসাবীহ খ–১, পৃ– ৪৭৯)

১৪৭. জাবির (রা) উল্লেখ করেন যে, নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ ইরশাদ করেন ঃ

اَفْضَلُ الذِّكْرِ : لاَ إِلٰهَ الاَّ اللّٰهُ .

অর্থ ঃ 'সর্বোত্তম যিকির হলো– لاَ إِلٰهَ الاَّ اللّٰهُ 'আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ নাই।' (সুনানে তিরমিজী, নাসায়ী, ইবন মাজা, হাকীম)

১৪৮. আবু যর (রা) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ -কে জিজ্ঞেস করা হলো ঃ

اَىُّ الْكَلاَمِ اَفْضَلُ؟ قَالَ : مَا اصْطَفَى اللّٰهُ لِمَلاَئِكَتِهِ أَوْ لِعِبَادِهِ

: سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ .

অর্থ ঃ 'সর্বোত্তম বাক্য কোনগুলো? তিনি উত্তর দিলেন, যে বাক্যগুলো আল্লাহ তাঁর বান্দা এবং ফেরেশতাদের জন্য বাছাই করেছেন, সেগুলো হলো سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ , পবিত্রতা মহান আল্লাহর এবং প্রশংসা তাঁরই।' (সহীহ মুসলিম, খ-৪, পৃ-১৪২৯, নং ৬৫৮৬)

১৪৯. আইদার উম্মুল হাকাম অথবা দুবায়াহ, জুবাইর বিন আব্দুল মুত্তালিব এর কন্যা বর্ণনা করেন ঃ

أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ سَبْيًا فَذَهَبْتُ أَنَا وَأُخْتِيْ وَفَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُوْلِ اللّٰهِ فَشَكَوْنَا إِلَيْهِ مَا نَحْنُ فِيْهِ وَسَأَلْنَاهُ أَنْ يَّأْمُرَ لَنَا بِشَيْءٍ مِنَ السَّبْيِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : (سَبَقَكُنَّ يَتَامَى بَدْرٍ ، لَكِنْ سَأَدُلُّكُنَّ عَلٰى مَا هُوَ خَيْرٌ لَكُنَّ مِنْ ذٰلِكَ ، تُكَبِّرْنَ اللّٰهَ عَلٰى إِثْرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَّثَلَاثِيْنَ تَكْبِيْرَةً وَّثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ تَسْبِيْحَةً وَثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ تَحْمِيْدَةً وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ) .

অর্থ ঃ 'আল্লাহর রাসূলের কন্যা ফাতিমা, আমি এবং আমার বোন আমরা এ তিনজন রাসূল ﷺ-এর নিকট গেলাম এবং আমাদের অবস্থা তাঁর নিকট বর্ণনা করলাম। আমরা তাঁর নিকট কিছু নির্দেশনা চাইলাম যাতে আমরা ক্রীতদাস হিসেবে কিছু যুদ্ধবন্দী পেতে পারি। আল্লাহর রাসূল বললেন বদর যুদ্ধের শহীদানদের এতিমগণ এসেছিলেন তোমাদের পূর্বে (এবং তারা যুদ্ধবন্দী চেয়েছিলেন।[৯৫]

তবে আমি তোমাদের এর চেয়ে ভাল জিনিসের সন্ধান দেব। প্রত্যেক সালাতের পরে আল্লাহু আকবার ৩৩ বার, সুবহানাল্লাহ (আল্লাহ পবিত্র) ৩৩ বার, আলহামদুলিল্লাহ (সকল প্রশংসা আল্লাহর) ৩৩ বার এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি

---

৯৫. নবী করীম ﷺ কিছু যুদ্ধবন্দীদেরকে ক্রীতদাস হিসেবে বদর যুদ্ধের শহীদানদের এতিমদের দিয়েছিলেন।

শাইয়িন কাদীর (আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের উপযুক্ত আর কোন মা'বুদ নাই, তিনি এক তাঁর কোন শরিক নেই, রাজত্ব তাঁর, প্রশংসা সবই তাঁর এবং তিনি সবার ওপর ক্ষমতাবান।)' একবার পড়বে। (সুনানে আবু দাউদ, খ-২, পৃ-৮৪৬, নং ২৯৮১)

১৫০. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, মদিনায় হিজরত করে আসা দরিদ্র লোকেরা আল্লাহর রাসূল ﷺ -এর নিকট এসে বললেন :

ذَهَبَ اَهْلُ الدُّثُوْرِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلٰى وَالنَّعِيْمِ الْمُقِيْمِ . فَقَالَ : (وَمَا ذَاكَ؟) قَالُوْا يُصَلُّوْنَ كَمَا نُصَلِّىْ وَيَصُوْمُوْنَ كَمَا نَصُوْمُ وَيَتَصَدَّقُوْنَ وَلاَ نَتَصَدَّقُ وَيُعْتِقُوْنَ وَلاَ نُعْتِقُ . فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : (اَفَلاَ اُعَلِّمُكُمْ شَيْئًا تُدْرِكُوْنَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ وَتَسْبِقُوْنَ بِهِ مَنْ بَعْدَكُمْ وَلاَ يَكُوْنُ اَحَدٌ اَفْضَلَ مِنْكُمْ اِلاَّ مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُمْ؟) قَالُوْا : بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ . قَالَ : (تُسَبِّحُوْنَ وَتُكَبِّرُوْنَ وَتَحْمَدُوْنَ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ مَرَّةً) .

অর্থ : 'সম্পদশালী লোকেরা জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তরে প্রবেশ করল এবং অসীম আনন্দ লাভ করল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তারা কিভাবে তা করল?'' তারা উত্তর দিলেন, 'তারা আমাদের মতই সালাত আদায় করেন এবং আমাদের মতোই সিয়াম পালন করেন, তদুপরি তারা যাকাত প্রদান করেন অথচ আমরা তা পারি না। তাঁরা দাস মুক্ত করেন অথচ আমরা তা পারি না। আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন,

'আমি কি তোমাদের এমন কিছু শিক্ষা দিব না, যার মাধ্যমে তোমরা তাদের ধরতে পারবে যারা তোমাদের অতিক্রম করছে? এবং তোমাদের পিছনে যারা রয়েছে তাদেরও অতিক্রম করছে এবং কেউই তোমাদেরকে অতিক্রম করতে পারবে না শুধু তারা ছাড়া যারা এ আমল করবে?' তারা বললেন : অবশ্যই, হে আল্লাহর রাসূল!' তিনি বললেন : প্রত্যেক সালাতের পরে তোমরা আল্লাহু আকবার (আল্লাহ মহান) ৩৩ বার, সুবহানাল্লাহ (আল্লাহ পূত-পবিত্র) ৩৩ বার, আলহামদু লিল্লাহ (সব প্রশংসা আল্লাহর) ৩৩ বার পড়বে।" (সহীহ আল-বুখারী, খ-৮, পৃ-৯৯২, ২৩০, নং ৩৪১)

১৫১. শাদ্দাদ ইবন আওস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন ঃ

سَيِّدُ الْاِسْتِغْفَارِ اَنْ تَقُوْلَ (اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ ، خَلَقْتَنِىْ وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ وَأَبُوْءُ بِذَنْبِىْ فَاغْفِرْلِىْ فَاِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ) . قَالَ : (وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوْقِنًا بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُّمْسِىَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوْقِنٌ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُّصْبِحَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ .

'ক্ষমা প্রার্থনার সর্বোত্তম বিনয়ের ভাষা হলো– اَللّٰهُمَّ اَنْتَ ..... اِلَّا اَنْتَ

অর্থ ঃ 'হে আল্লাহ আপনি আমার প্রভু। আপনি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই। আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং আমি আপনার অঙ্গীকার ও ওয়াদায় আবদ্ধ। আমি আমার কৃত খারাপ কাজ থেকে আপনার আশ্রয় চাই। আপনার সমীপে আমি আপনার প্রদত্ত করুণাসমূহের স্বীকৃতি দেই এবং আমি আপনার নিকট কৃত আমার গুনাহসমূহের স্বীকৃতি দেই। সুতরাং আমাকে ক্ষমা করুন, নিশ্চয়ই আপনি ব্যতীত কেউ গুনাহ ক্ষমা করতে পারে না। এরপর রাসূল ﷺ আরো বলেন ঃ যেকোন ব্যক্তি পরিপূর্ণ ঈমানের সাথে সকাল বেলা এ দুয়া পড়বে এবং দিনের মধ্যে মারা যাবে, অথবা সন্ধ্যার সময় পরিপূর্ণ ঈমানের সাথে পড়বে এবং পরবর্তী সকালের পূর্বে মারা যাবে সে জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (সহীহ আল-বুখারী, খ–৮, পৃ–২১২–২১৩, নং ৩১৮, সুনানে আবু দাউদ, খ–৩, পৃ–১৪০৭, নং ৫০৫২) তিরমিজী।

১৫২. আনাস ইবন মালিক (রা) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন ঃ

كُلُّ ابْنِ اٰدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِيْنَ : التَّوَّابُوْنَ

অর্থ ঃ 'প্রত্যেক আদম সন্তানই ভুলপ্রবণ, তবে তাদের মধ্যে উত্তম হলো যারা সর্বদা অনুতপ্ত হয় (তওবা করে)।'(সুনানে ইবনে মাজা, তিরমিজী, খ–২, পৃ–৩০৫, নং ২০২৯)

পুরস্কার ঃ

১৫৩. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন ঃ

اَلْاَبْعَدُ فَالْاَبْعَدُ مِنَ الْمَسْجِدِ أَعْظَمُ أَجْرًا .

অর্থ ঃ "মসজিদ থেকে বেশি দূরবর্তী ব্যক্তি, সওয়াবের দিক দিয়ে বেশী।"[৯৬] (সুনানে আবু দাউদ, খ-১, পৃ-১৪৬, নং ৫৫৬)

কাতার ঃ

১৫৪. আবু হুরাইরা (রা) আল্লাহর রাসূল ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন ঃ

خَيْرُ صُفُوْفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا أَخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوْفِ النِّسَاءِ أَخِرُهَا ، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا .

অর্থ ঃ 'পুরুষের জন্য সালাতের সর্বোত্তম কাতার হলো ১ম কাতার এবং কম উত্তম হলো শেষ কাতার এবং মহিলাদের সর্বোত্তম কাতার হলো শেষ কাতার এবং কম উত্তম কাতার হলো প্রথম কাতার।' (সহীহ মুসলিম, খ-১, পৃ. ২৩৯, নং ৮৮, সুনানে আবু দাউদ, খ-১, পৃ-১৭৫ নং ৬৭৮, সুনানে ইবন মাজা, খ-২, পৃ-১০২, নং-১০০০, ১০০১ এবং মিশকাতুল মাসাবীহ, খ-১, পৃ-২২৪)।

উপহাস ঃ

১৫৫. মহান আল্লাহ বলেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسٰى أَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِنْهُمْ .

অর্থ ঃ 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা একদল অন্য দলকে উপহাস করো না, প্রথম দল দ্বিতীয় দলের চাইতে উত্তমও হতে পারে।' (সূরা আল-হুজুরাত- ৪৯ ঃ ১১)

৯৬. অন্য হাদীসে রয়েছে যে ব্যক্তি জামায়াতে শরিক হওয়ার জন্য মসজিদের দিকে হাটে তার প্রতি পদক্ষেপে নেকী হয়। অতএব, মূলনীতি অনুযায়ী কাজের কষ্ট অনুযায়ী তার নেকী হয়, মসজিদের দূরত্ব যত হয় তার নেকীও তত। এতে অবশ্য এটা করা যাবে না যে, দুটি মসজিদের মধ্যে দূরেরটা বেছে নেয়া। আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত দুটি বৈধ কাজের মধ্যে রাসূল ﷺ সহজতরটি বেছে নিতেন। (সহীহ আল বুখারী, খ-৪, পৃ-৪৯১, নং ৭৬০, সহীহ মুসলিম, খ-৪, পৃ-১২৪৬, নং ৫৭৫২, সুনানে আবু দাউদ, খ-৩, পৃ-১৩৪১, নং ৪৭৬৭)

মুচকি হাসি ঃ

১৫৬. আবু হুরাইরা এবং ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন ঃ

اَفْضَلُ الْاَعْمَالِ أَنْ تُدْخِلَ عَلٰى اَخِيْكَ الْمُؤْمِنِ سُرُوْرًا ، أَوْ تَقْضِيَ عَنْهُ دَيْنًا ، أَوْتُطْعِمَهُ خُبْزًا .

অর্থ ঃ 'সর্বোত্তম কাজ হলো তোমার মুসলিম ভায়ের অন্তরে আনন্দ প্রবেশ করিয়ে দেয়া, অথবা তার ঋণ পরিশোধ করে দেয়া, অথবা তাকে রুটি খাইয়ে দেয়া।' (ইবন আবুদ দুনইয়া ফীল কাযাউল হাওয়ায়িজ, আল বাইহাকী ফী শুয়াবিল ঈমান, ইবন আদী ফিল কামিল)

দুয়া ঃ

১৫৭. আবু উমামাহ থেকে বর্ণিত যে, কেউ আল্লাহর রাসূলকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَيُّ الدُّعَاءِ اَسْمَعُ؟ قَالَ : جَوْفَ اللَّيْلِ الْاٰخِرِ وَدُبُرَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوْبَاتِ .

অর্থ ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল! কোন দুয়া কবুল হওয়ার জন্য সর্বোত্তম? তিনি উত্তর দিলেন ঃ 'ঐ দুয়া যেগুলো রাতের মধ্যভাগে (সাধারণত তাহাজ্জুদের পর) এবং ফরজ সালাতের পরে করা হয়।'(সুনানে তিরমিজী, খ-৩, পৃ-১৬৭-১৬৮, নং ২৭৮২, দেখুন ঃ মিশকাতুল মাসাবীহ, খ-১ম পৃ-২৫৭)

১৫৮. জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল ইরশাদ করেন ঃ

اَفْضَلُ الدُّعَاءِ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ .

অর্থ ঃ 'সর্বোত্তম দুয়া হলো اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ সব প্রশংসা মহান আল্লাহ তায়ালার জন্য।' (সুনানে তিরমিজী, নাসায়ী, ইবন মাজা, হাকীম)

১৫৯. তালহা ইবন উবাইদ (রা) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন ঃ

اَفْضَلُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ ، وَاَفْضَلُ مَا قُلْتُ اَنَا وَالنَّبِيُّوْنَ مِنْ قَبْلِي : لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ .

অর্থ ঃ 'সর্বোত্তম দুয়া হলো আরাফার দিনে দুয়া এবং সর্বোত্তম দুয়া হলো যা আমি এবং আমার পূর্ববর্তী নবীগণ বলেছেন তা হলো ঃ

لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهٗ لاَ شَرِيْكَ لَهٗ ـ

অর্থ ঃ 'আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত ইবাদতের উপযুক্ত আর কোন মাবুদ নেই, তিনি এক তাঁর কোন শরিক নেই।' (ইমাম মালিক, দেখুন ঃ মিশকাতুল মাসাবীহ, খ-১, পৃ-৫৫৭)

১৬০. জাবির (রা) হতে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ তাদেরকে প্রায়ই সব কাজে ইস্তিখারা (ভাল বাছাই করার সালাত ও দুয়া) করার শিক্ষা দিতেন যেমনভাবে কোন সূরা শিক্ষা দিতেন। (তিনি বলতেন) যদি তোমাদের কেউ কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে চায় সে যেন দু'রাকআত সালাত আদায় করে, অতঃপর বলবে ঃ

اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ .

অর্থ ঃ 'হে আল্লাহ! আমি আমার জন্য যা ভাল হবে তার জন্য তোমার নিকট তোমার (অশেষ) জ্ঞান থেকে নির্দেশনা চাই, আমি তোমার (অশেষ) ক্ষমা থেকে সাহায্য চাই, আমি তোমার (অশেষ) রহমত থেকে তোমার রহমত চাই।'

فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ اَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلاَ اَعْلَمُ ، وَاَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوْبِ .

অর্থ ঃ 'কেননা তুমি সক্ষম, আমি অক্ষম, তুমি জান, আমি জানি না, এবং তুমিই একমাত্র অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞানী।'

اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ خَيْرٌ لِّىْ فِىْ دِيْنِىْ وَمَعَاشِىْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِىْ ـ اَوْ قَالَ : فِىْ عَاجِلِ أَمْرِىْ وَاَجِلِه .

অর্থ ঃ 'হে আল্লাহ! যদি আপনি এ কাজ আমার দ্বীন এবং জীবিকার জন্য এবং আমার ভবিষ্যতের জন্য ভাল মনে করেন।' (স্বল্প বা দীর্ঘমেয়াদী)

فَاقْدُرْهُ لِىْ وَيَسِّرْهُ لِىْ ثُمَّ بَارِكْ لِىْ فِيْهِ .

অর্থ ঃ 'তাহলে তা আমার জন্য নির্ধারণ করে দিন এবং আমার জন্য তাকে সহজ করে দিন এবং এতে আমার ওপরে আপনার করুণা বর্ষণ করুন।'

وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ شَرٌّ لِيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِيْ ـ اَوْ قَالَ : فِيْ عَاجِلِ اَمْرِيْ وَاٰجِلِهِ .

অর্থ ঃ 'তবে যদি তুমি এটা আমার দ্বীন এবং জীবিকার জন্য এবং আমার ভবিষ্যতের জন্য (তা স্বল্প বা দীর্ঘমেয়াদী হোক) ক্ষতিকর মনে হয়।'

فَاصْرِفْهُ عَنِّيْ وَاصْرِفْنِيْ عَنْهُ ، وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِّنِيْ بِهِ .

অর্থ ঃ 'তাহলে তাকে আমার থেকে দূরে সরিয়ে দিন এবং আমাকেও তা থেকে দূরে সরিয়ে নিন, এবং আমার জন্য তাই নির্ধারণ করুন যা আমার জন্য ভাল, যেখানেই তা থাকুক এবং তা নিয়ে আমাকে সন্তুষ্ট থাকার তাওফীক দান করুন।' (সহীহ আল-বুখারী, খ–৮, পৃ– ২৫৯-৬০ নং ৩৯১, সুনানে আবু দাউদ, নাসায়ী, তিরমিজী, ইবন মাজা, আহমাদ)

বক্তৃতা ঃ

১৬১. সর্বশক্তিমান আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّنْ دَعَا اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ .

অর্থ ঃ "তার কথার চেয়ে কার কথা উত্তম যে আল্লাহর দিকে আহ্বান (মানুষকে) করে, স্বয়ং সৎ কাজ করে এবং বলে 'আমি একজন মুসলিম।' (সূরা ফুসসিলাত– ৪১ ঃ ৩৩)

১৬২. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন ঃ

خَيْرُ الْكَلاَمِ اَرْبَعٌ ، لاَ يَضُرُّكَ بِاَيِّهِنَّ بَدَأْتَ : سُبْحَانَ اللّٰهِ ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ ، وَلاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ، وَاللّٰهُ اَكْبَرُ .

অর্থ ঃ নিচের চারটি হলো সর্বোত্তম কালাম। এর যেকোন একটির দ্বারা শুরু করাতে কোন দোষ নেই।

সুবহানাল্লাহ (আল্লাহ পবিত্র), ওয়ালহামদু লিল্লাহ, (সকল প্রশংসা আল্লাহর), ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত ইবাদতের উপযুক্ত আর কোন

মা'বুদ নেই।) ওয়াল্লাহু আকবার (আল্লাহ মহান)। (সহীহ মুসলিম, খ-৩, পৃ-১১৭০ নং ৫৩২৯) সুনানে আহমাদ, দেখুন ঃ মিশকাতুল মাসাবীহ খ-১, পৃ-৪৮৬)

১৬৩. মুসাওয়ার ইবন মাখরামাহ এবং মারওয়ান বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন ঃ

أَحَبُّ الْحَدِيثِ إِلَىَّ أَصْدَقُهُ .

অর্থ ঃ 'আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় কথা হলো তা যা সবচেয়ে সত্য।' (সহীহ আল-বুখারী, খ-৩, পৃ-২৮৫-২৮৬, নং ৫০৩ এবং সুনানে আহমদ)

অশ্রু ঃ

১৬৪. আবু উমামা বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ বলেন ঃ

لَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَى اللّٰهِ مِنْ قَطْرَتَيْنِ وَأَثَرَيْنِ قَطْرَةٌ مِنْ دُمُوعٍ فِي خَشْيَةِ اللّٰهِ وَقَطْرَةُ دَمٍ تُهَرَاقُ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ وَأَمَّا الْأَثَرُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَأَثَرٌ فِيْ فَرِيْضَةٍ مِنْ فَرَائِضِ اللّٰهِ .

অর্থ ঃ 'আল্লাহর নিকট দুটি ফোঁটা এবং দুটি চিহ্নের চাইতে প্রিয়তম আর বস্তু নেই। ক. একটি অশ্রুর ফোটা যা আল্লাহর ভয়ে পতিত হয়, খ. একটি রক্তের ফোঁটা যা আল্লাহর রাস্তায় ঝরে।

দু'টি চিহ্ন ক-একটি চিহ্ন যা আল্লাহর রাস্তায় অর্জিত হয়[৯৭]। খ. আরেকটি চিহ্ন যা আল্লাহর নির্ধারিত ফরয পালনের দ্বারা অর্জিত হয়।[৯৮] (সুনানে তিরমিজী, খ-২, পৃ-১৩৩, নং ১৩৬৩, দেখুন মিশকাতুল মাসাবীহ, খ-১, পৃ-৮১৪-৮১৫)

সাক্ষ্য ঃ

১৬৫. জায়দ বিন খালিদ উল্লেখ করেন যে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন ঃ

خَيْرُ الشَّهَادَةِ مَا شَهِدَ بِهِ صَاحِبُهُ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَ .

..لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ

৯৭. আল্লাহর রাস্তায় আহত বা আঘাত প্রাপ্ত হয়ে চিহ্নিত হওয়া।

৯৮. যেমন সিজদা অথবা পায়ের ওপর ভর করে সালাতের মধ্যে বসার কারণে কপালে চামড়া কাল হয় বা কাল দাগ হওয়া। অনেকের পায়েও হয়।

অর্থ ঃ 'সর্বোত্তম সাক্ষ্য হলো ঐ ব্যক্তির সাক্ষ্য যাকে চাওয়ার পূর্বেই সাক্ষ্য দেয়।'[৯৯] (সহীহ মুসলিম, খ–৩, পৃ–৯৩১, নং ৪২৬৮, সুনানে আবু দাউদ, খ–৩, পৃ–১০২০-১০২১ নং ৩৫৮৯, মুয়াত্তা ইমাম মালিক, পৃ–৩১৩ নং ১৩৯৫, আরো দেখুন ঃ মিশকাতুল মাসাবীহ, খ–১, পৃ–৮০)

সময় ঃ

১৬৬. আমর ইবন আবসাহ রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছেন এভাবে ঃ

أَفْضَلُ السَّاعَاتِ جَوْفُ اللَّيْلِ الْأَخِيْرِ .

অর্থ ঃ "সর্বোত্তম সময় হলো (নফল সালাতের) রাতের শেষ ভাগ।"[১০০] (তাবারানী ফিল কবীর, দেখুন ঃ মিশকাতুল মাসাবীহ খ–১, পৃ–১৫-১৬)

১৬৭. জাবির (রা) নবী করীম ﷺ থেকে বলতে শুনেছেন ঃ

إِنَّ أَحْسَنَ مَا دَخَلَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ أَوَّلَ اللَّيْلِ .

অর্থ ঃ 'কোন সফর থেকে কোন ব্যক্তির, তার নিজ পরিবারের নিকট ফিরে আসার সর্বোত্তম সময় হলো রাতের শুরুতে।'[১০১] (সহীহ আল-বুখারী, মুসলিম, সুনানে আবু দাউদ, খ–২, পৃ–৭৭৯, নং ২৭৭২)

---

৯৯. এ সাক্ষ্য হলো ন্যায়বিচারের প্রয়োজনে চাওয়ার পূর্বে যে সাক্ষ্য দেয়া হয় ব্যক্তির নিকট চাওয়ার পূর্বেই। এটা আল্লাহর নিট পছন্দনীয় এ সাক্ষ্য দেয়া পূর্ববর্তী ৬২ নং হাদীসের সাক্ষ্য দেয়ার বিপরীত। তা ছিল মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া। উলামা হযরত অন্য ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। দেখুন ঃ ফতহুল বারী, খ–৭, পৃ–১০৪, ১০৫)

১০০. আবশ্যিক ভোরের সালাত, সালাতুল ফজর খুবই কষ্টকর কারণ তাকে শক্তিশালী প্রাকৃতিক চাহিদা ঘুমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয়। আর রাতের শেষভাগে তাহাজ্জুদ সালাতের জন্য জাগরিত হওয়া আরো কঠিন কাজ। আর বেশি কঠিন বলেই এ সময়ের গুরুত্ব সর্বাধিক। এ সময়ে জাগরিত হয়ে ইবাদত করা, মাগফিরাত কামনা করা, আল্লাহকে স্মরণ করে অশ্রুপাত করা আল্লাহর প্রিয় হওয়ার সর্বোত্তম পথ।

১০১. নবী করীম ﷺ স্বামীদের অনেক রাত্রে তাদের বাড়িতে ফেরার অনুমতি দান করেন নি যাতে তারা তাদের স্ত্রীদের অপ্রস্তুত অবস্থায় না পায় (সুনানে আবু দাউদ হাদীস নং–২৭৭০ এবং ২৭৭২) পুরুষদের সঠিক সময়ে সকাল অথবা সন্ধ্যায় ফিরে আসার জন্য বিলম্ব করা উচিত। নারীদের উৎসাহিত করা হয়েছে যাতে তারা তাদের স্বামীদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাতে পারে যাতে তাদের মধ্যে রোমান্টিক অনুভূতি জীবন্ত থাকে। এ হাদীস থেকে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, পুরুষদের সফর থেকে ঘরে ফেরার উপযুক্ত সময় সূর্যাস্তের পরপর যখন মহিলারা ঘুমানোর পূর্বে বিশ্রামে থাকে, তারা স্বামীদের স্বাগতম জানাতে পারে।

বিশ্বাস ঃ

১৬৮. ইরবাজ ইবন সারিয়া (রা) বর্ণনা করেন রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন ঃ

خَيْرُ النَّاسِ خَيْرُهُمْ قَضَاءً .

অর্থ ঃ 'সর্বোত্তম লোক হলো তারা যারা বিশ্বাস রক্ষা করে।' (সুনানে ইবন মাজাহ, সহীহ আল-বুখারী, খ-৩, পৃ-২৮৪-২৮৫ নং ৫০, সহীহ মুসলিম খ-৩, পৃ-৮৪৩ নং ৩৮৯৮)

প্রজ্ঞা ঃ

১৬৯. মহান আল্লাহ বলেন ঃ

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا .

অর্থ ঃ 'তিনি যাকে খুশী তাকে প্রজ্ঞা দান করেন এবং যাকেই প্রজ্ঞা দান করা হয়, তাকে প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়।' (সূরা আল-বাক্বারা– ২ ঃ ২৬৯)

সাক্ষ্যদান ঃ

১৭০. যাইদ ইবনে খালিদ বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন

خَيْرُ الشُّهُوْدِ مَنْ أَدَّ شَهَادَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا .

অর্থ ঃ সর্বোত্তম সাক্ষ্যদাতা যে, চাওয়ার আগে সাক্ষ্য দেয়।

বিতর ঃ

১৭১. জাবির (রা) বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন ঃ

مَنْ خَافَ أَنْ لاَ يَقُوْمَ مِنْ أٰخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوْتِرْ اَوَّلَهُ وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُوْمَ أٰخِرَهُ فَلْيُوْتِرْ اٰخِرَ اللَّيْلَ فَاِنَّ صَلاَةَ اٰخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُوْدَةٌ وَذٰلِكَ اَفْضَلُ .

অর্থ ঃ "যে ভয় পায় যে, সে রাতের শেষ ভাগে জাগ্রত হতে পারবে না, সে যেন রাতের প্রথম ভাগেই বিতর পড়ে নেয়। আর যে ব্যক্তি শেষভাগে জাগ্রহ হওয়ার আশাকরে, সে যেন রাতের শেষ ভাগে বিতর আদায় করে, কেননা শেষ রাতের সালাতের সাক্ষ্য প্রদান করা হয় এবং তা উত্তম।" (সহীহ মুসলিম , খ–১, পৃ–৩৬৪, নং ১৬৫০)

নারী ঃ

১৭২. মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন–

وَلاَ تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ .

অর্থ ঃ 'মুশরিক নারীদের বিয়ে কোরোনা যতক্ষণ না তারা ঈমানদার হয়। বস্তুত একজন ঈমানদার ক্রীতদাসী নারী মুশরিক (স্বাধীন) নারীর চাইতেও উত্তম যদিও সে তোমাদেরকে চমৎকৃত করে।' (সূরা আল-বাকারা– ২ ঃ ২২১)

১৭৩. মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ

وَلاَ نِسَاۤءٌ مِنْ نِّسَاۤءٍ عَسٰى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ .

অর্থ ঃ 'নারীদের অপর নারীদের উপহাস করা উচিত নয়, কেননা উপহাস কারীদের চাইতে উপহাসকৃতরা উত্তমও হতে পারে।' (সূরা আল-হুজুরাত– ৪৯ ঃ ১১)

১৭৪. ইবন আব্বাস (রা) বলেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

اَفْضَلُ نِسَاءِ اَهْلِ الْجَنَّةِ خَدِيْجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ ، وَفَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ ، وَمَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَآسِيَةُ بِنْتُ مُزَاحِمٍ ، امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ .

অর্থ ঃ 'জান্নাতের সর্বোত্তম নারীগণ হলেন খাদীজা বিনতে খুয়াইলিদ[১০২], ফাতিমা বিনতে মুহাম্মাদ[১০৩]

---

১০২. নবী করীম ﷺ-এর প্রথমা স্ত্রী। তিনি মক্কার একজন ধনাঢ্য মহিলা ও সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ী ছিলেন। রাসূল ﷺ-এর বিশ্বস্ততার খ্যাতি শুনে তিনি তাঁকে তাঁর ব্যবসা পরিচালনার দায়িত্বার্পণ করেন। তাঁর আর্থিক বিষয়াদি পরিচালনায় রাসূল ﷺ-এর সততা পর্যবেক্ষণের পর তিনি তাঁর নিকট বিয়ের প্রস্তাব পাঠান। হযরত মুহাম্মাদ ﷺ ঐ সময়ে ২৫ বছর বয়সের যুবক হওয়া সত্ত্বেও তাঁর চেয়ে ১৫ বছরের বেশি বয়স্কা বিধবা মহিলার প্রস্তাব গ্রহণ করেন। এর ১৫ বছর পর যখন তিনি অহী লাভ করেন তখন খাদীজা (রা) প্রথম তাঁকে বিশ্বাস করেন (ঈমান আনেন) এবং তাঁকে সমর্থন করেন। কুরাইশ কর্তৃক অর্থনৈতিক ও সামাজিক বয়কটের সংকটময় সময়ে তিনি পঁয়ষট্টি বছর বয়সে মক্কায় ইন্তিকাল করেন। তাঁর ঔরসে রাসূল ﷺ-এর দু'সন্তান আল-কাসিম এবং আত্‌তাইয়িব জন্ম নেন এবং শিশুকালেই ইন্তিকাল করেন। এ ছাড়াও চার কন্যা জয়নাব, রুকাইয়া, উম্মে কুলসুম এবং ফাতিমা (রা) তাঁর সন্তান যাঁরা রাসূল ﷺ-এর বংশপরিচয় বহন করেছেন।

১০৩. নবী করীম ﷺ-এর কন্যাদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ। রাসূল ﷺ-এর চাচাত ভাই আলী ইবন আবু তালিব (রা)–এর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁর পিতা-মাতা এবং দাদা মারা যাবার পর রাসূল ﷺ তাঁকে লালন-পালন করেন। তিনি ৬৩৩ খ্রি. রাসূল ﷺ -এর ইন্তিকালের মাত্র কয়েকমাস পরে মদিনায় ইন্তিকাল করেন। তিনি দু'পুত্র হাসান এবং হুসাইন এবং দু'কন্যা জয়নাব এবং উম্মে কুলসুমদের রেখে যান।

মারইয়াম বিনতে ইমরান[১০৪] আসিয়া বিনতে মুজাহিম– ফিরআউনের স্ত্রী[১০৫]। (সুনানে আহমাদ, হাকীম, আত্‌তাবারানী ফিল কবীর, মিশকাতুল মাসাবীহ, খ–২, নং ১৩৬১)

১৭৫. আব্দুল্লাহ ইবন আমর বর্ণনা করেন যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

إِنَّمَا الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَلَيْسَ مِنْ مَتَاعِ الدُّنْيَا شَىْءٌ أَفْضَلَ مِنَ الْمَرْأَةِ الصَّالِحَةِ .

অর্থ ঃ 'দুনিয়া (সন্তুষ্টির) সম্পদ, এবং সর্বোত্তম সম্পদ হলো দ্বীনদার স্ত্রী।"[১০৬] (সহীহ মুসলিম, খ–২, পৃ ৭৫২ নং ৩৪৬৫) ইবন মাজাহ)

১৭৬. সালমান ইবন ইয়ামার (রা) থেকে বর্ণিত নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন ঃ خَيْرُ نِسَائِكُمُ الْوَلُوْدُ الْوَدُوْدُ ঃ

---

১০৪. ঈসা (আ)-এর মাতা। তাঁকে ইমরানের কন্যা বলে উল্লেখ করা হয়। আল-কুরআনে ৬৬ ঃ ১২, এবং ১৯ ঃ ২৮ এ হারুন এর বোন। এবং তাঁর মাকে ইমরানের স্ত্রী বলে ৩ ঃ ৩৫ সম্বোধন করা হয়েছে। ইমরানের ঘরে মুসা এবং হারুন নামে দু'জন নবী যার পিতা ছিলেন ইমরান (বাইবেলের Amran) হারুনের পরবর্তী বংশধর ছিলেন ইসরাঈলের পাদরী সম্প্রদায়। এভাবে রঞ্জিত যোহন, যাদের পিতা–মাতা একই বংশের। এভাবে মারইয়ামকে ইমরানের কন্যা উল্লেখ করা শাব্দিক দিকে নয় বরং রূপান্তরিক। অতীত কালে কোন ব্যক্তিকে তার পূর্ববর্তী প্রসিদ্ধ কোন ব্যক্তির সাথে জুড়ে উল্লেখ করা হত।

১০৫. যে ফিরআউনের নিকট ঈসা (আ) প্রেরিত হয়েছিলেন এবং যার সঙ্গে তিনি যুদ্ধ করেছিলেন তাঁর স্ত্রী। আল–কুরআনে তাঁকে অত্যুচ্চ মানে ঈমানদার বলে উল্লেখ করা হয়েছে। (৬৬ ঃ ১১) তাফসীরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ঈমান আনার অপরাধে ফিরআউন তাঁকে শাস্তি দিয়ে হত্যা করে। (তাফসীরে ইবন কাছীর, খ–৪, পৃ–৪২০)

১০৬. রাসূল আরো বলেন ঃ নারীদের ৪টি গুণের কারণে বিয়ে করা হয় ঃ তাদের সম্পদ, বংশ মর্যাদা, সৌন্দর্য এবং দ্বীনদারী। তুমি ধার্মিক দেখে বিয়ে কর তাহলে তুমি সন্তুষ্ট হতে পারবে। (সহীহ আল-বুখারী, খ–৭, পৃ– ১৮-১৯ নং ২৭, সহীহ মুসলিম, খ–২, পৃ–৭৪৯ নং ৩৪৫৭, সুনানে আবু দাউদ খ–২, পৃ–৫৪৪–৫৪৫ নং ২০৪২)

অর্থ ঃ "তোমাদের সর্বোত্তম স্ত্রীগণ হলেন যারা অধিক সন্তানদাত্রী এবং ভালবাসায় অগ্রগামী।"[১০৭] (ইবনুস সাকান, আল–বাগাভী, আন নাসায়ী মাকাল ইবন ইয়াসার থেকে।)

১৭৭. আবু হুরাইরা (রা) রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেন ঃ

خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْاِبِلَ صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ أَحْنَاهُ عَلٰى وَلَدٍ فِيْ صِغَرِهِ وَأَرْعَاهُ عَلٰى زَوْجٍ فِيْ ذَاتِ يَدِهِ .

অর্থ ঃ 'সর্বোত্তম নারী হলো কুরাইশ বংশের দ্বীনদার মহিলা যারা উটনীতে আরোহণ করতে পারে।[১০৮] তারা শিশুদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল এবং তাদের স্বামীদের সম্পদের সর্বোৎকৃষ্ট হিফাযতকারী।'[১০৯] (সহীহ আল-বুখারী, খ–৭, পৃ–১২, ১৩ নং ১৯)

---

১০৭. বিয়ের পাত্র/পাত্রী নির্বাচনে নারী–পুরুষকে বেশি সন্তান দানে সক্ষম উর্বর দেখার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। এভাবে তার পরিবারের উভয় দিক চিনে নিতে বলা হয়েছে। যেমন কোন নারীর অধিক সন্তান হলে ধরে নেয়া যেতে পারে যে, তার সন্তানও অনুরূপ অধিক সন্তান জন্মদানে সক্ষম হবে। বিয়ের পর যদি এরূপ নারী সন্তান দানে সক্ষম না হয় তাহলে এটা হলো তাকদীর যা স্বামীকে মেনে নিতে হবে। যদি চিকিৎসা অথবা অন্য কোনভাবেও সেই স্ত্রী সন্তান গ্রহণে সক্ষম না হয় তাহলে ঐ স্বামী দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করতে পারে যেমন নবী হযরত ইবরাহীম (আ) করেছিলেন, যদি তিনি আর্থিকভাবে একাধিক ঘর দেবার সামর্থ্য রাখেন। নারীর ক্ষেত্রে হয়তো তিনি কারো সন্তান লালন–পালন করতে পারেন অথবা স্বামীকে তালাক দিতে পারেন যদি তিনি তার মাতৃত্বকে দমন করতে সক্ষম না হন।

দ্বিতীয় গুণ যা হলো স্নেহ–ভালবাসা, এটা শিশু লালন–পালনের জন্য খুবই জরুরি। স্নেহশীল মা তার শিশুকে যথাযথ বেড়ে উঠার ক্ষেত্রে যে যত্ন দেয়া প্রয়োজন তা দিতে কখনো পিছপা হন না। তার মর্যাদাবোধ এবং কোমলতা শিশুদের ব্যক্তিত্বের ওপর প্রভাব ফেলবে। ফলে পুরুষদের শিশুদের জন্য উপযুক্ত মা খুঁজতে উৎসাহিত করা হয়েছে এবং এটা শুধু আধ্যাত্মিক বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট নয় বরং তা বাস্তব এবং মনস্তাত্ত্বিকও বটে।

১০৮. মক্কার মূল বংশের অন্তর্গত কুরাইশ বংশ, নবী মুহাম্মাদ ﷺ এই বংশের হাশেমী শাখার ছিলেন।

১০৯. এ বর্ণনায় মুসলিম নারীর দুটি ভাল গুণের উল্লেখ পাওয়া যায়, বিয়ের ক্ষেত্রে যা বিবেচনা করা উচিত। ক. শিশুদের প্রতি দয়া। খ. স্বামীদের সম্পদের প্রতি দায়িত্ববোধ।

এ গুণগুলো বিয়েপূর্ব আলোচনা অথবা পারিবারিক অবস্থার খোঁজ-খবর এর মধ্যে জেনে নিতে হবে।

১৭৮. হযরত আবু হুরাইরাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল ঃ

قِيلَ لِرَسُولِ اللّٰهِ ﷺ : اَىُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ؟ قَالَ : (الَّتِى تَسُرُّهُ اِذَا نَظَرَ، وَتُطِيعُهُ اِذَا اَمَرَ، وَلاَ تُخَالِفُهُ فِىْ نَفْسِهَا وَلاَ مَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ .

অর্থ ঃ 'নারীদের মধ্যে কারা সর্বোত্তম?' তিনি উত্তর দিলেন যে নারীর দিকে তাকালে তার স্বামী আনন্দিত হয়[১১০], যখন তাকে কোন আদেশ করা হয় তখন তা পালন করে[১১১] এবং তার স্বামীর অসন্তুষ্টির ভয়ে তার নিজের সত্তা ও সম্পদের ব্যাপারে স্বামীর বিরোধিতা করে না।' (সুনানে নাসায়ী, বায়হাকী ফী শুয়াবিল ঈমান, মিশকাতুল মাসাবীহ, খ-২, পৃ- ৯৭২, নং ৩২৭২)

কথা ঃ

১৭৯. মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন ঃ

قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَّمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَّتْبَعُهَا اَذًى .

অর্থ ঃ 'সুন্দর কথা এবং ত্রুটি মার্জনা করা, দান করে কষ্ট দেয়ার চাইতে ভাল।' (সূরা আল বাকারা- ২ ঃ ২৬৩)

ইবাদত ঃ

১৮০. ইবন আব্বাস, আবু হুরাইরা, আন নুমান ইবন বাশীর (রা) সকলে উল্লেখ করেছেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ

اَفْضَلُ الْعِبَادَةِ الدُّعَاءُ .

---

১১০. সে সর্বদা স্বামীর সামনে হাসিমুখ থাকে, বিশেষ করে যখন কাজ অথবা সফর থেকে বাড়ি ফিরে আসে তখন।

১১১. তবে সে যদি হারাম কাজের আদেশ দেয় তা পালন করবে না। কেননা-

لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِىْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ .

অর্থ ঃ 'স্রষ্টার বিরোধিতা হয় এমন কোন ক্ষেত্রে কোন সৃষ্টির আনুগত্য করা যাবে না।' চাই সে স্বামী, সন্তান, পিতা-মাতা যে-ই হোক না কেন। এছাড়া যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ স্বামী হালাল কাজের নির্দেশ দিবে, তাকে তা পালন করতে হবে, যদিও তার ব্যক্তিগত অপছন্দের বিষয় হোক না কেন। এটা অগ্রাধিকার যোগ্য যে, স্বামী-স্ত্রী তাদের পারস্পরিক পছন্দ অপছন্দের বিষয়গুলো জানিয়ে রাখবেন যাতে যেকোন ধরনের অসহিষ্ণু অবস্থা এড়িয়ে চলা যায়।

অর্থ ঃ "সর্বোত্তম ইবাদত হলো দুয়া।"[১১২] (আলহাকীম, ইবন আদী ফীল কামীল, ইবন সা'দ)

ইবাদতকারী ঃ

১৮১. জাবির (রা) বর্ণনা করেন, নবী কারীম ﷺ ইরশাদ করেন ঃ

أَحَبُّ الْعِبَادِ إِلَى اللّٰهِ تَعَالَى أَنْفَعُهُمْ لِعِيَالِهِ .

অর্থ ঃ 'মহান আল্লাহ তায়ালার সবচেয়ে প্রিয়তম বান্দা হলো তারা যারা তাঁর পরিবার [অর্থাৎ আল্লাহর সৃষ্টিকুলের] এর প্রতি বেশি উপকারী।' (ইমাম আহমদ ফি কিতাবুয্ যুহদ,[১১৩] আত্তাবারানী ফী রওদাতুন নাদীর।)

জমজম ঃ

১৮২. ইবন আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন ঃ

خَيْرُ مَاءٍ وَجْهِ الْأَرْضِ مَاءُ زَمْزَمَ، فِيْهِ طَعَامٌ مِنَ الطُّعْمِ وَشِفَاءٌ مِّنَ السُّقْمِ .

অর্থ ঃ 'পৃথিবীর উপরিভাগের সর্বোত্তম পানি হলো জমজম[১১৪] কূপের পানি, এর মধ্যে খাদ্যের গুণাবলি এবং রোগের চিকিৎসা বিদ্যমান।' (ইবন হিব্বান তাঁর সহীহ এবং তায়ালেসী)

---

১১২. রাসূল ﷺ-এর এ বর্ণনা এ নির্দেশনা দেয় যে, দুয়া এক ধরনের মুনাজাত প্রকারের ইবাদত। ফলে যদি কেউ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নিকট দুয়া করে, তাহলে প্রকৃতপক্ষে সে শিরক করে। আর শিরক প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন ঃ

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ .

অর্থ ঃ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তার সঙ্গে শরিক করা হলে তা ক্ষমা করেন না এবং এ ছাড়া যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন।'

কুরআন–হাদীস থেকে একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, শিরক হল সবচেয়ে বড় গুনাহ।

১১৩. এই বর্ণনা মূলত زَوَائِدُ الزُّهْدِ (জাওয়িদুয্ যুহদ) কিতাবে পাওয়া যায়। যাতে ঐ বিষয়ের ওপর ইমাম আহমদের পুত্র আব্দুল্লাহর সংগ্রহ রয়েছে। যাতে তাঁর পিতার সংগ্রহ كِتَابُ الزُّهْدِ (কিতাবুয্ যুহদ) অন্তর্ভুক্ত নয়।

১১৪. একটি ঝর্ণা। যা অলৌকিকভাবে মক্কার মরুভূমির সমতল ভূমিতে উদয় হয়েছে, যেখানে ইবরাহীম (আ) তদীয় স্ত্রী বিবি হাজেরাকে তার শিশুপুত্র ইসমাঈল (আ)সহ আল্লাহর নির্দেশে রেখে আসেন। زَمْزَمَة (জমজমাহ) আরবি শব্দ যার অর্থ 'প্রচুর পানি'। পানির কারণে আরবীয় জুরহুম গোত্র সেখানে অবস্থান গ্রহণ করেন এবং এর পাশে একটি কূপ খনন করেন।

এরপরে ইবরাহীম (আ) সেখানে আসেন এবং ইবাদতের প্রথম গৃহ কাবা শরীফ জমজমের পাশে তৈরি করেন। পরবর্তীতে যুরহম গোত্রের লোকেরা কূপটি ভরাট করে ফেলে এবং বহু শতবর্ষ পরে রাসূল ﷺ-এর দাদা আব্দুল মুত্তালিব স্বপ্নে দেখেন তাকে বলা হচ্ছে যমযম কূপ খনন কর। এভাবে একাধিকবার স্বপ্ন দেখার পর তিনি প্রশ্ন করলেন ঃ 'কোথায়?' উত্তর আসলো ঃ 'রক্ত এবং গোবরের মাঝখানে।' সকাল বেলা তিনি তার পুত্রদের নিয়ে যমযম কূপ খননের প্রচেষ্টায় লেগে গেলেন, অথচ জায়গাটি নির্ণয় করা সম্ভব হলো না। ইতোমধ্যে পার্শ্ববর্তী এক স্থান থেকে আধা জবাইকৃত আহত একটি উট এসে সেখানে পড়ল। পিছনে ছুটে আসা লোকেরা ওখানেই উটটিকে জবাই করল। ফলে রক্ত ঝরল এবং উটের পায়খানাও হলো এর দ্বারা যমযম কূপের স্থান নির্ধারিত হয়ে গেল এবং রক্ত ও গোবরের মাঝখানে যমযম পুনঃখনন হলো।

খননকার্য শেষ হবার পর পানির অধিকার নিয়ে পুনরায় বেঁধে গেল বচসা। এ বচসা যখন একটা চরম রূপ ধারণ করতে লাগল তখন প্রস্তাব পেশ করা হলো যে, কোন গণকের নিকট থেকে এ বিষয়ে ফায়সালা নিয়ে আসা হোক। এ বিষয়ে একমত হবার পর বিখ্যাত এক মহিলা গণকের নিকট যাবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিশাল মরুভূমি পাড়ি দেবার সময় আব্দুল মুত্তালিবের নিজেদের লোকদের পানির প্রচণ্ড অভাব দেখা দিল। অন্যদের নিকট পানি চাওয়া হলে সংকটের আশঙ্কায় তারা পানি দিতে অস্বীকার করলেন এমতবস্থায় আব্দুল মুত্তালিব সকলকে নিজ নিজ কবর খোড়ার নির্দেশ দিলেন, তিনি বললেন যিনি মারা যাবেন তাকে কবরে শুইয়ে দেয়া হবে এবং সর্বশেষ মাত্র একজন হয়তো ওপরে পড়ে থাকবে বাকিদের লাশ বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা পাবে। কবর খোড়া শেষ হলে আব্দুল মুত্তালিব এভাবে বসে বসে মৃত্যুর প্রহর গোনার চাইতে সচেষ্ট হওয়ার জন্য কাফেলাকে যাত্রার নির্দেশ দিলেন। যাত্রা শুরু হলেই নেতার উটের পায়ের নিচ থেকে পানির ফোয়ারা বের হতে দেখা গেল। কাফেলার সবাই 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি করে উঠলেন। এ ধ্বনি শুনে ফিরে যাওয়া লোকেরা এদিকে মনোযোগ দিলেন। তখন আব্দুল মুত্তালিব তাদেরকে ডেকে বললেন ঃ আল্লাহ আমাদের পানি দিয়েছেন তোমরা এ থেকে পানি নিয়ে নাও। তাঁরা ফিরে এসে পানি নিয়ে নিলেন এবং আব্দুল মুত্তালিবকে বললেন– হে আব্দুল মুত্তালিব আমাদের ফায়সালা হয়ে গেছে, আমাদের আর গণকের নিকট যাবার প্রয়োজন নেই, চলুন আমরা ফিরে যাই। আপনি এই মুহূর্তে যেমন আমাদের পানি দিয়েছেন, সেরূপভাবে যমযমের পানি আমাদের দিবেন এটা স্বাভাবিক। এ কঠিন বিপদে আব্দুল মুত্তালিব তাঁর একটি ছেলে কুরবানি দেবার মান্নত করেছিলেন। (সীরাতে ইবন হিশাম সংক্ষেপিত।)

BIBLIOGRAPHY

Al baanee, Muhammad Naasirud, Deen, al-Saheeh al-Jaami as Sagheer, (Beirut, Lebanon; al-Maktab al-Islaamee, 3rd, ed. 1990)

Page 110

Page 111

Page 112

Tahabee, Muhammad ibn Ahmad, ath-Siyar A'Laam an Nubalaa, Beirut, Mu'assasah ar-Risaalah, 8th ed., 1992